ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

"শৃণ্বন্তুবিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা,
আয়েধামানি দিব্যানি তস্থুঃ
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥"

রাম-চরিত্র, চিন্তার বিকাশ ইত্যাদি প্রণেতা
শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
সাহিত্যরত্ন, বিদ্যাবিনোদ কর্ত্তৃক
সঙ্কলিত ও ব্যাখ্যাত।

১ম খণ্ড।

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
এম, এ, বি, টি, বিদ্যানিধি, সাহিত্য-ভারতী
কর্ত্তৃক বরিশাল জিলান্তর্গত রহমতপুর
বেদ-প্রচার কার্য্যালয় হইতে
প্রকাশিত।

১৩৩৫ সাল।

 মূল্য ১॥০

PRINTED BY
Jatindra Nath Ghosh Dastidar.
Sadhana Printing Works, BARISAL.

প্রচারের চেষ্টা করিবার বাসনা রহিল। নারায়ণ সেই শুভদিন আনয়ন করুন; যেন হিন্দুর গৃহে গৃহে বেদ বিরাজ করে। আমরা জানি এই মহদনুষ্ঠান অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ এবং শক্তি-সাপেক্ষ। আমাদের শক্তি নাই। শক্তি-দাতা বেদবিহারী শ্রীভগবান। মাত্র তাঁহারই দিকে চাহিয়া আমরা আজ এই কার্য্যে লিপ্ত। তিনিই বলিয়াছেন :—

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুস্ব মদর্পণম্॥" (গীতা—৯।২৭)

আমরা তাহাই করিলাম। তিনিই আমাদের ভরসা।

এই প্রচেষ্টায় গড্ডলিকা প্রবাহবৎ মোক্ষমূলর এবং তদ্ভাবভাবিত বেদচর্চ্চা-কারীগণের অনুসরণ করা হয়নাই। শ্রীমৎ সায়নাচার্য্যের মতই প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। অনেকস্থলে পূর্ব্বোক্ত গণের মতের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইয়াছে সোমরস, বলিদান, বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, জাতিবিচার প্রভৃতি সম্বন্ধে উপরিউক্ত সুধীবৃন্দের মত সর্ব্বস্থলে অবলম্বন করিতে পারা যায়নাই।

ভ্রম প্রমাদ যাহা ঘটিয়াছে তজ্জন্য এই প্রথম প্রয়াসে আমরা সাধারণের মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেছি, এবং

"যদ্ যদ্ বৈগুণ্যং জাতং, তদ্দোষপ্রশমনায় শ্রীবিষ্ণোর্নামস্মরণমহং করিষ্যে।"

শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বেদ প্রচার-কার্য্যালয়, রহমতপুর (বরিশাল)

"ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং।
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্ ॥
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বদা সাক্ষিভূতং।
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্গুরুং তং নমামি ॥" (গুরুগীতা)



গুরু-শিষ্য

উৎসর্গ পত্রম্।

-ঃ০ঃ-

"ওঁ"

না রা য় ণ-চ র ণে

সমর্পিতম্

গ্রন্থকারেণ

প্রকাশকের নিবেদন।

"বেদোঽখিলোধর্ম্মমূলম্।"

বেদ ধর্ম্মের মূল। বিশ্ববিদ্যালয়ের শো উপাধিলাভ করিয়া নিজকে জ্ঞানবান বলিয়া একটা ধারণা পোষণ করিতাম। সে ধারণা চূর্ণ হইয়া গেল যে দিন পিতৃচরণপ্রান্তে উপবেশনপূর্ব্বক তাঁহার পবিত্র বেদোপদেশসমূহ শ্রবণ করিয়া দেখিলাম আমি আমার স্বধর্ম্মের সহিত পরিচিত নহি, বেদ-বেদান্ত-উপনিষদাদি গ্রন্থ, যাহা আমার ভারতের নেত্রস্বরূপ, তৎসম্বন্ধে কিছুই জানিনা, বুঝিনা এবং বুঝাইতেও পারিনা। যে জ্ঞানে নচিকেতা যমজয়ী, শুনঃশেফ মুক্ত, গায়ত্রী উদ্বুদ্ধ, যে জ্ঞানে মানুষ দেবতা, ঋষি দ্রষ্টা, পঙ্গু গিরিলঙ্ঘন করে, আমার শিক্ষায় সে জ্ঞানের কণামাত্রও নাই।

একদিন বিলাতের কোন সংবাদ যথাযথরূপে সাজাইয়া বলিতে পারি নাই বলিয়া একজন জ্ঞানলবদুর্বিবদগ্ধ ব্রাহ্মণ-গ্র্যাজুয়েট্ বক্রহাসি নিক্ষেপ করেন। কিন্তু আলোচনা প্রসঙ্গে দেখা গেল যে তাঁহার জাতীয় জ্ঞানভাণ্ডার তাঁহার গ্র্যাজুয়েট্জ্ঞানের নিকট সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত। ইহার উপর আবার তিনি বলেন যে তিনি শাস্ত্রের কথা বিশ্বাস করেন না, বেদকে প্রামাণিক জ্ঞান করেন না, স্বীয় বিচার-বুদ্ধির উপরে আপ্ত দেব ও ঋষিবাক্যের আসন স্থাপন করিতে তিনি প্রস্তুত নহেন। ইহার কি কোন প্রতিকার নাই ? আমাদের মনে হয় আছে। বর্ত্তমান শিক্ষালব্ধ অনাধ্যাত্মিক জ্ঞানের অভিমান ত্যাগ করিতে হইবে। যে সংসর্গে থাকিলে ধর্ম্মালোচনা, তত্ত্বালোচনা, এবং প্রকৃত জ্ঞানোপার্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা জন্মে, সেই সংসর্গে থাকিতে হইবে ; স্বীয় ধর্ম্মগ্রন্থগুলি সতত ভক্তিসহকারে পাঠকরিয়া নিজকে উন্নত করিবার বাসনা জাগাইতে হইবে। কেবল সন্দিগ্ধচিত্তের ন্যায় তার্কিকমনোবৃত্তি লইয়া বেদাদি গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে চলিবে না। তাহাতে যে সুফল তেমন ফলে না তাহা বর্ত্তমান কালের বেদালোচনার পদ্ধতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যায়। সন, তারিখ, ভাষা, প্রক্ষিপ্ত, অপ্রক্ষিপ্ত, নরবলি, ব্যবসা, সমুদ্র যাত্রা, জাতিবিচার প্রভৃতি বিষয় লইয়া ইতিহাসের ন্যায় ইদানীং বেদ চর্চ্চিত হইতেছে। এই চর্চ্চায় সাত্বিকী-বুদ্ধি-প্রসূত ভক্তি নাই, এবং ব্রহ্মজিজ্ঞাসুর ধর্ম্মপিপাসা নাই। থাকিলে বৈদিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান দেখা যাইত, যজ্ঞীয় ধূমসমাগমে ব্যোমগাত্রে মেঘের সঞ্চার হইত, চতুর্দ্দিক সামগানে মুখরিত হইত, আবার শুনঃশেফের জন্ম হইত। বর্ত্তমানকালের বেদচর্চ্চাকারীগণের অনেককেই

বেদজ্ঞ না বলিয়া বেদের ঐতিহাসিক তত্ত্বানুশীলনকারী বলিলেই যেন ঠিক হয়। এই জন্যই মত বিরোধ উপস্থিত হয়; ফলে সন্দেহ জন্মে; সন্দেহ জন্মিলে আস্থা, ভক্তি বা বিশ্বাস টলিয়া যায়; ক্রমশঃ মানবের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি নষ্ট হইয়া যায়; অমর্য্যাদা ঘটে; যেমন হইয়াছে। সন, তারিখ প্রভৃতি জানিলে ক্ষতি নাই; না জানিলেও তেমন ক্ষতি নাই যেমন ঐশীজ্ঞান না লাভ করিলে আছে। এই জন্যই বোধ হয় আর্য্য ঋষিগণ ইতিহাসের দিকে মন দেন নাই। বেদ এখন ইতিহাস হইয়াছে; কিন্তু বেদ সে ইতিহাস নহে, ইতিহাস বলিতে সাধারণতঃ আমরা যাহা বুঝি। যাহা হউক, বেদের সাত্ত্বিকী আলোচনা একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তজ্জন্য যে শিক্ষক ও যে ছাত্র আবশ্যক, সে শিক্ষক ও সে ছাত্র কোথায়?

হিন্দু আজ বৈদিক কর্ম্মে উদাসীন। সে তাহার বেদের প্রতি ঋষির শ্রদ্ধা হারাইয়াছে। এতটা বোধ হয় হইত না, যদি আজ প্রত্যেক হিন্দুর গৃহে বেদ থাকিত। বেদধর্ম্মই হিন্দুর ধর্ম্ম; অথচ সেই ধর্ম্মগ্রন্থই তাহার গৃহে নাই। ধর্ম্ম ও তৎপ্রতি তাহার অব্যভিচারিণী ভক্তি থাকিবে কেন? সাহচর্য্যেই মানবের প্রবৃত্তি-অপ্রবৃত্তি গঠিত হয়। একটা কিছু নিয়ত সম্মুখে থাকিলে, তাহা কোন না কোন সময়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিবেই, কোন না কোন সময়ে তাহা তাহার নিজগুণে হৃদয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করিবেই। বাঙ্গালার গৃহে গৃহে আজ বেদ থাকিলে লোকে কিছু না কিছু তাহার চর্চ্চা করিতই; অন্ততঃ ধূলা ঝাড়িবার জন্যও তাহা মাঝে মাঝে স্পর্শ করিত; সেই সময়েও দুই একটা ঋক্ পড়িয়া লইত; তাহাতেও কার্য্য হইত; ধর্ম্মের অঙ্গে এত ক্ষত থাকিতনা। প্রত্যেক শিক্ষিত মুসলমানের গৃহে একখানি কোরাণ আছে; প্রত্যেক শিখের গৃহে গ্রন্থসাহেব অছে, প্রত্যেক বৌদ্ধের গৃহে ত্রিপিটক আছে; প্রতেক খৃষ্টীয়ানের গৃহে বাইবেল আছে; অনেক হিন্দুর আলমারীতেও বাইবেল দেখা যায় কিন্তু হিন্দুর গৃহে তাহার প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ বেদ নাই।

তবে ইহার একটা কারণও আছে। বেদ যেমন দুষ্প্রাপ্য, তেমনই আবার দুর্ম্মূল্য। বঙ্গবাসীর পক্ষে ঐ কথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। তজ্জন্য, ভারতীয় ভাবে বেদের আলোচনার প্রয়োজন বুঝিয়া, সাধারণের সামর্থ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আমরা অল্প মূল্যে বেদ প্রচারে ব্রতী হইয়াছি। প্রত্যেক হিন্দুর গৃহে বেদ থাকে, ইহাই মাত্র আমাদের উদ্দেশ্য। ধনবান হইবার জন্য আমরা এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিনাই। আমরা যে মূল্য ধার্য্য করিয়াছি, সে মূল্যে বেদ ক্রয় করিতে জনসাধারণের বেগ পাইতে হইবেনা। আশাকরি সাধারণের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইবনা। উপযুক্ত সহানুভূতি পাইলে, আরও অল্প মূল্যে বেদ

ভূমিকা

"কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষর সমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥" (গীতা—৩।১৫

মঙ্গলাচরণ।—ওঁ তৎসৎ। যিনি প্রবৃত্তি দিয়াছেন, সেই ইচ্ছাময়, সর্ব্বনিয়ন্তাই জ্ঞান, শক্তি ও সাফল্য দান করিবেন। সেই অনন্ত-শক্তি, অনির্ণীত-রূপ বিশ্বেশ্বরের চরণে কোটী কোটী প্রণিপাত।

বেদ।—শাস্ত্রানুসারে বেদ অপৌরুষেয়, অনাদি ও অবিনশ্বর। তাই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন "ব্রহ্মাক্ষর সমুদ্ভবম্" অর্থাৎ পরমব্রহ্ম হইতেই বেদের উৎপত্তি। কোন মানুষ বা দেবতা ইহার কর্ত্তা নহে। আবার একমতে মহাপ্রলয়ের পর জগৎ ধ্বংস হইয়া গেলে বেদ পরমেশ্বরে লীন হইয়া থাকে, পরে যখন আবার নূতন জগৎ সৃষ্ট হইতে থাকে, তখন আবার বেদ আত্মপ্রকাশ করেন। তখন অগ্নি, বায়ু, আদিত্য ও অঙ্গিরা এই ঋষিগণের মধ্যে বেদের আবির্ভাব হয় অর্থাৎ তাঁহারা স্বতঃই বেদমন্ত্র লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের নিকট হইতে ব্রহ্মা বেদ শিক্ষা করিয়া জগতের নিকট প্রচার করেন। প্রথমে লোকে শুনিয়া শুনিয়া বেদ শিক্ষা করিত, যেহেতু তখনও তো তাহা পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ হয় নাই। তাই বেদের এক নাম "শ্রুতি"। বেদের চর্চ্চা করিলে মানব কোন দুষ্কর্ম্ম করিতে পারেনা—সেদিকে তাহার মতিই যাইতে পারেনা। তাই প্রত্যেক মানবেরই অবহিত হইয়া বেদের অনুশীলন করা একান্ত কর্ত্তব্য। তাহা যে না করে, তাহার মনুষ্য জন্ম বৃথা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

এবংপ্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ সজীবতি॥ (গীতা—৩।১৬)

অর্থাৎ বেদ-প্রবর্ত্তিত কর্ম্মচক্র যে ব্যক্তি অনুবর্ত্তন না করে, তাহার ইন্দ্রিয়পরায়ণ পাপময় জীবন-ধারণ বৃথা।

বেদোৎপত্তির কাল।—বর্ত্তমানে বেদোৎপত্তির কাল লইয়া মস্ত বড় গবেষণা চলিতেছে। বেদের অনুশীলন করি কি না করি, তাঁহার উৎপত্তি কালটা বাহির করিতেই হইবে। তাই এক এক জনে এক এক প্রকার মত প্রকাশ করিয়া গবেষণাকারীর যশঃ অর্জ্জন করিতেছেন। এ বিষয় মল্লিখিত ভারতবর্ষের প্রাচীনত্ব শীর্ষক প্রবন্ধে বরিশালের "কাশীপুর নিবাসী" ও ভবানীপুরের "সম্মিলনী" পত্রিকায় পূর্ব্বে একবার আলোচিত হইয়াছিল। তাহারই সারাংশ এইস্থানে উল্লেখ করিব। তাহাতে বলা হইয়াছে, বেদের বয়স বিংশ সহস্র কেন বিশ লক্ষ বৎসরেরও অধিক বলিলেও অত্যুক্তি হয়না।

ত্রেতাযুগে ভগবান রামচন্দ্রের আবির্ভাব হইয়াছিল। তখন ভারতে বৈদিক সভ্যতা ছিলনা একথা বলা যায়না, ত্রেতার কোন অংশে তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা ঠিক নির্ণয় করিতে না পারিলেও, তাহার পর পূর্ণ দ্বাপর যুগটী অতীত; কলিরও পাঁচহাজার বৎসর চলিতেছে। দ্বাপর যুগের বয়স ছিল ৮৬৪০০০ বৎসর এবং কলিযুগের বর্ত্তমান

বয়স ৫০০০ বৎসর। সুতরাং রামের রাজত্ব কাল যে ৮৬৪০০০+৫০০০=৮৬৯০০০ পূর্ব্বে ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারেনা! কাজেই তৎকালে অর্থাৎ ৮৬৯০০০ বৎসর পূর্ব্বেও যে ভারতে বৈদিক সভ্যতার প্রাদুর্ভাব ছিল ইহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পুরাণাদি পাঠে জানিতে পারাযায় যে সত্যযুগেও বৈদিক ক্রিয়াকলাপ প্রচলিত ছিল। তাহা হইলে—

সত্যযুগের বয়স	...	...	১৭৩৮০০০ বৎসর
ত্রেতা যুগের বয়স	...	...	১২৯৬০০০ "
দ্বাপর যুগের বয়স	...	...	৮৬৪০০০ "
কলিযুগের বর্ত্তমান বয়স		...	৫০০০ "
			৩৯০৩০০০ বৎসর পূর্ব্বেও

ভারতে বৈদিক সভ্যতার অর্থাৎ বেদের বিদ্যমানতা ছিল। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে জগৎ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই বেদের উৎপত্তি। তাহা হইলে সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে গণনা করিতে হয়। বর্ত্তমান কল্পে (১) স্বায়ম্ভুব, (২) স্বারোচিষ (৩) উত্তম (৪) তামস (৫) রৈবত (৬) চাক্ষুষ এই ছয় মনুর সময় অতীত হইয়া সপ্তম বৈবস্বত মনুর অধিকার চলিতেছে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চারি যুগে এক দিব্য যুগ, ৭১ দিব্য যুগে এক মন্বন্তর এবং ১৪ মন্বন্তরেএক কল্প। এখন হিসাব করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে বেদের বয়স বর্ত্তমান জগতে এখন কত। এইপ্রকার সময়বিভাগ আমাদের কাল্পনিক নহে। এই গণনা অবলম্বন করিয়াই জ্যোতিষ শাস্ত্রের গণনাদি চলিয়া আসিয়াছে; প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ মহাত্মা আর্য্যভট্ট এই গণনা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

এই সংস্করণের প্রয়োজনীয়তা।—বেদ হিন্দুর মূল এবং প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ। প্রত্যেক হিন্দুর ঘরেই এই গ্রন্থ থাকা উচিত। যাহাদের স্বধর্ম্মের প্রতি আস্থা আছে, তাহারা ধর্ম্মগ্রন্থের প্রতিও আস্থাবান। যাহাদের স্বধর্ম্মের প্রতি ও নিজ ধর্ম্মগ্রন্থের প্রতি আস্থা নাই, তাহাদিগের স্বজাতির প্রতি ও স্বদেশের প্রতি যে কত ভালবাসা বা প্রীতি থাকিতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। প্রায় প্রত্যেক শিক্ষিত মুসলমানের একখানি কোরাণ আছে, প্রত্যেক খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীর ঘরে বাইবেল আছে, প্রত্যেক শিখের ঘরে গ্রন্থসাহেব আছে কিন্তু বাঙ্গালার ক'জন হিন্দুর ঘরে বেদ আছে, যদিও তাঁহাদের প্রত্যেককেই বেদজ্ঞ হইতে হইবে; ইহার প্রধান কারণ গ্রন্থের দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্ম্মূল্যতা। তাই অল্প মূল্যে বেদের এক সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বাহির করিবার জন্য এই প্রচেষ্টা। অর্থাৎ যাহাতে লোকে ইচ্ছা করিলে অপেক্ষাকৃত সুলভমূল্যে বেদ পাইতে পারে তাহারই জন্য আমরা এই কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছি। বেদের প্রচারই আমাদের উদ্দেশ্য, অর্থোপার্জ্জন নহে।

বেদের রূপক ব্যাখ্যা।—যাঁহারা রূপকের ভিতর দিয়া বেদকে বুঝাইতে বা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত আমরা একমত হইতে পারিনাই। মানব জাতির মঙ্গলের জন্য যে বেদের আবির্ভাব, তাহা দুর্ব্বোধ্য বা অবোধ্য ভাবে রূপকের অন্তরালে লুকাইয়া থাকিবে কেন? অনেকের মতে সরলপাঠে বেদের মর্ম্ম যাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে

তবে তাহার আর এজন্মে বেদোক্ত ক্রিয়া কর্ম্মের প্রয়োজন কি? তাহারও প্রয়োজন আছে, রাজর্ষি জনকের সহিত জন্ম-মুক্ত শুকদেবের কথোপকথনে রাজর্ষির বাক্যে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে এবং তাঁহারই উপদেশে সংসার-বিরাগী শুকদেব সংসারী হইয়াছিলেন। (দেবী ভাগবত, অষ্টাদশ অধ্যায়)। তাই প্রত্যেক মোক্ষকামী ব্যক্তিরই, বৈদিক ক্রিয়াকর্ম্মের অনুশীলন করা কর্ত্তব্য। এবিষয় উপক্রমণিকায় বিস্তারিতরূপে আলোচিত হইয়াছে।

শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং ধর্ম্মমনুতিষ্ঠন্ হি মানবঃ।
ইহকীর্ত্তিমবাপ্নোতি প্রেত্য চানুত্তমং সুখম্॥ (মনু—২।৯)
শ্রুতিস্তু বেদোবিজ্ঞেয়ো ধর্ম্মশাস্ত্রস্তু বৈ স্মৃতিঃ
তে সর্ব্বার্থে স্বমীমাংস্যে তাভ্যাং ধর্ম্মোহি নির্ব্বভৌ। (মনু—২।১০)

অর্থাৎ স্মৃতি-শ্রুতির অনুসরণে ধর্ম্মাচরণ করিলে মানব ইহ জগতে কীর্ত্তি ও পরলোকে অতুল আনন্দ লাভ করিয়া থাকে। বেদকে শ্রুতি ও ধর্ম্মশাস্ত্রকে স্মৃতি বলে। এই উভয় শাস্ত্রই সমস্ত বিষয়ে বিচার ও তর্কের অতীত

রহমতপুর,
২০শে কার্ত্তিক, ১৩৩৫ সাল
৬ নবেম্বর, ১৯২৮ সাল

শ্রীঅন্নদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

তাই প্রাচীন কালে রীতি ছিল, উপনয়ন হইলেই ব্রহ্মচারী বেশে প্রত্যেককেই আচার্য্যের গৃহে গিয়া বাস করিতে হইত এবং তথায় ব্রহ্মচারী রূপে ৩০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত থাকিয়া বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতে হইত। নাম-মাত্র পাণ্ডিত্যের স্পর্দ্ধা লইয়া কেহই গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন না। সে দিন এখন নাই। কেন নাই, তাহা সকলেই প্রায় জানেন। তদ্বিষয়ে সময় নষ্ট করা নিষ্প্রয়োজন। পাঠাভ্যাসের তেমন সুযোগ বা সম্ভাবনা না থাকিলেও, যাহাতে লোকে ইচ্ছা করিলে গৃহে বসিয়াও যৎকিঞ্চিৎ বেদের চর্চ্চা করিতে পারে তজ্জন্যই, প্রচারের জন্য আমাদের এই চেষ্টা। ইহা দ্বারা সমাজের কিছু মাত্র হিতসাধন হইলেও চেষ্টা ও পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

গীতার সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বাহির হওয়ায়, উক্ত গ্রন্থের যেরূপ বহুল প্রচার হইয়াছে, আশা করি আমাদের এই সংক্ষিপ্ত সংস্করণও তদ্রূপ প্রসার লাভ করিবে এবং ৺শালগ্রাম শিলার ন্যায় প্রত্যেক দ্বিজাতির গৃহে সাদরে রক্ষিত ও পূজিত হইবে। বেদ, গীতা, ভাগবৎ, চণ্ডী প্রভৃতি গ্রন্থ গৃহে থাকিলে গৃহীর কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে এবং বুদ্ধি ধর্ম্মপথে পরিচালিত হয়।

আভাস।—প্রত্যেক গ্রন্থই অধ্যায়, পরিচ্ছেদ, স্বর্গ, স্কন্ধ ইত্যাদিতে বিভক্ত থাকে। সে ভাবে বেদেরও পরিচ্ছেদ বিভাগ আছে, দুই প্রণালীতে। এক প্রণালীতে ঋগ্বেদ ৮ অষ্টকে, প্রত্যেক অষ্টক ৮ অধ্যায়ে এবং প্রত্যেক অধ্যায় বর্গে বিভক্ত। অপর প্রণালী অনুসারে ইহা ১০মণ্ডলে প্রত্যেক মণ্ডল অনুবাকে এবং প্রত্যেক অনুবাক সূক্তে বিভক্ত। প্রত্যেক সূক্তের মধ্যে কয়েকটী করিয়া ঋক্ বা মন্ত্র আছে। তবে প্রত্যেক সূক্তের মন্ত্র সংখ্যা সমান নহে।

সমস্ত ঋগ্বেদে মোট ১০২৮ সূক্ত ও ১০৫২২ ঋক্। ঋগ্বেদের প্রথমেই আগ্নেয় সূক্ত অর্থাৎ অগ্নির উপাসনা। শাস্ত্রে ৩৩ কোটি দেব দেবীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে সর্ব্ব প্রথমে অগ্নির উপাসনা কেন, এইরূপ প্রশ্নহইতে পারে। ইহার উত্তর উপক্রমণিকায় দেওয়া যাইতেছে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন "ত্রৈগুণ্য বিষয়া বেদা, নিস্ত্রৈগুণ্যভবার্জ্জুন" অর্থাৎ বেদ ত্রিগুণাত্মক তুমি গুণাতীত হও।" কেহ বলিতে পারেন যে যখন গুণাতীতই হইতে হইবে তখন ত্রিগুণাত্মক বেদের অনুশীলন করার প্রয়োজন কি? প্রয়োজন আছে। "কণ্টকেনৈব কণ্টকম্।" তাহা ছাড়া গুণাতীতে পৌঁছিতে হইলে গুণাত্মের ভিতর দিয়া যাইতে হইবে। কামনার মধ্যে থাকিয়া তাহাতে আসক্ত না হইয়া নিষ্কাম হইতে হইবে। যাহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে বা যাহার সংসর্গ পরিহার করিতে হইবে, তাহার সহিত পরিচয় থাকা আবশ্যক, নচেৎ অজ্ঞাতে কোন সময়ে আসিয়া আক্রমণ করিতে পারে। তাই যাহারা কর্ম্মের মধ্যে থাকিয়া "কর্ম্ম-সহ" (Carma-proof) হইয়া যায় তাহারা কর্ম্ম বা কামনা দ্বারা পশ্চাতে কোন সময়েই অভিভূত হয় না, অথচ তাহারা কর্ম্ম করে, যথা—রাজর্ষি জনক। কামনা মানবের সহজাত। তাহাকে জোর করিয়া দূরীভূত করা অসম্ভব। কেহ বলিতে পারেন যে পূর্ব্বজন্মের অর্জ্জিত কর্ম্মফলে যদি কেহ কর্ম্ম-বন্ধন-হীন হইয়া জন্ম লাভ করিয়া থাকেন

আলোচনাতেই তাহা প্রতীত হয়। **মন্ত্রের ব্যাখ্যায় আপনার বিশেষ গবেষণার পরিচয় পাইলাম। আপনার প্রচেষ্টা জয়শ্রী মণ্ডিত হউক।"**

৫। রিপন কলেজের আইন-অধ্যাপক, কলিকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট্ শ্রীযুত অসিতারঞ্জন চট্টোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, মহাশয় লিখিয়াছেন-- আপনার সম্পাদিত ঋগ্বেদ সংহিতার **"আগ্নেয়সূক্তম্"** উপহারপ্রাপ্ত হইয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম। বঙ্গভাষায় ও অক্ষরে সংহিতার মূল ও ব্যাখ্যার **এই রূপ বহু প্রচলন আমি সর্ব্বান্তঃ করণে অনুমোদন করি** আপনার উদ্দেশ্য মহৎ এবং এইরূপ বেদ প্রচার সময়োপযোগী বলিয়া আপনাকে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। এই বহু ব্যয় ও অনেক পরিশ্রম সাপেক্ষ কার্য্যে আপনি আপনার কষ্টলব্ধ অবসর সময় নিযুক্ত করিতেছেন দেখিয়া আমি যথার্থই আপনার উদ্যমে আনন্দিত হইয়াছি। ভগবান আপনাকে দীর্ঘজীবন দান করুন। আপনি বঙ্গভাষায় ঘরে ঘরে বেদ প্রচার করিয়া জীবনের শেষকাল ও বঙ্গবাসী মাত্রকে ধন্য করুন।

এই গ্রন্থে কি আছে?—এই গ্রন্থে বেদের মূল মন্ত্র এবং প্রত্যেক মন্ত্রের সহিত তাহার ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ, ও তাৎপর্য্যার্থ দেওয়া হইয়াছে। তদ্ব্যতীত প্রত্যেক সূক্তের প্রথমে প্রয়োজনমতে সূক্ত-পরিচয় শীর্ষক এক একটি প্রবন্ধ দেওয়া হইয়াছে। সেই প্রবন্ধটী পাঠকরিয়া মূল সূক্ত পাঠ করিলে মর্ম্মানুধাবনে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না। এই প্রসঙ্গে পাঠকগণের নিকট একটী কৈফিয়ত দিয়া রাখা সমীচীন বোধ হইতেছে। প্রথম প্রকাশিত আগ্নেয় সূক্তে প্রত্যেক মন্ত্রের নিম্নে, সেই মন্ত্রের শব্দের বিশ্লেষন পৃথকরূপে দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু নিষ্প্রয়োজন বোধে এবার তাহা দেওয়া হইল না, যেহেতু ব্যাখ্যার মধ্যেই শব্দের বিশ্লেষন প্রকারান্তরে থাকিয়া যাইবে। সুতরাং অনর্থক বিশ্লেষনের অবতারণা দ্বারা গ্রন্থের কলেবর বর্দ্ধিত করা কতিপয় বন্ধুর পরামর্শানুসারে, আমরা সঙ্গত মনে করিলাম না। মূল্য কম করিবার জন্য পুস্তকের কলেবর যাহাতে বৃদ্ধি নাপায় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কাজ করাই আমাদের উদ্দেশ্য। উক্ত কারণেই এই গ্রন্থে পূর্ব্বের তুলনায় ক্ষুদ্র অক্ষর ব্যবহার করা গেল।

পাঠ। বেদের মর্ম্মানুধাবন করা যেমন প্রয়োজন, বিশুদ্ধরূপে পাঠও তেমনি প্রয়োজন। কোনও কোন প্রদেশে অর্থানুধাবন অপেক্ষা বিশুদ্ধ পাঠের প্রতিই লক্ষ্য বেশী। যেহেতু অনেকের মতে অর্থ নাবুঝিয়াও যদি বিশুদ্ধরূপে পাঠ করা যায়, তাহা হইলেই বেদ পাঠের কাজ হয়। মন্ত্রশক্তি স্বীকার করিলে একথা সত্য। তবে আমাদের মনেহয় অর্থ বুঝিয়া পাঠ করিতে পারিলে পাঠে ও শব্দের উচ্চারণে কোন রূপ ভ্রম-প্রমাদ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। এরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে যে উচ্চারণের দোষে মন্ত্রের অর্থ অন্যরূপ হইয়া গিয়াছে এবং ফলও বিপরীত হইয়াছে। সুতরাং বৈদিক মন্ত্র দ্বারা ফললাভ করিতে হইলে বিশুদ্ধরূপে পাঠ অভ্যাস করা প্রয়োজন। এ পাঠ নিজে নিজে শিক্ষা করিতে পারা যায় না, উপযুক্ত আচার্য্যের নিকট দীর্ঘকাল যাবৎ শিক্ষা করিলে বেদ পাঠে অভ্যস্ত হইতে পারা যায়। বেদ পাঠ শিক্ষা করিতে হইলে ষড়ঙ্গের অনুশীলন প্রয়োজন। শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ এই ছয়টীকে ষড়ঙ্গ বলে। বর্ণের ও শব্দের উচ্চারণ শিখিতে হইবে, মাত্রাজ্ঞান অর্জ্জন করিতে হইবে, স্বর-সাধনা করিতে হইবে— উদাত্ত-অনুদাত্ত-স্বরিৎ এই ত্রিবিধ স্বর আয়ত্ত করিতে হইবে; কিন্তু এসব শিক্ষা আচার্য্যের উপদেশ ও দীর্ঘকাল-অভ্যাস-সাপেক্ষ।

পারাযায়, তাহাই বাস্তবিক বেদমন্ত্রের অর্থ। মহাত্মা সায়নাচার্য্যও সেই ভাবেই বেদের ভাষ্য লিখিয়া গিয়াছেন এবং আমরাও তাঁহারই অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

প্রথমতঃ নমুনাস্বরূপ "ঋগ্বেদের প্রথম আগ্নেয় সূক্তের নয়টি ঋক্ ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্যার্থ সহ বাহির করা হইয়াছিল। তৎসম্বন্ধে সুধীগণের নিকট হইতে যে সমস্ত অভিমত পাওয়া গিয়াছে তন্মধ্যে কয়েকটীর মর্ম্ম নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

১। ৺কাশীধাম হইতে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ তর্কচূড়ামণি মহাশয় লিখিয়াছেন—

"মহাশয়! আপনার প্রেরিত ঋগ্বেদ সংহিতার আগ্নেয় সূক্ত প্রাপ্ত হইয়া পরম প্রীত হইয়াছি। বেদাধ্যয়নলিপ্সু দিগের সহজলভ্য এই পুস্তকখানি পরমোপকারে আসিবে ইহা নিঃসন্দেহ বলা যাইতে পারে। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে এইরূপ বেদের প্রচার বাঞ্ছনীয়।

আপনার সাধুযত্ন ও সঙ্কল্প সফল হউক ইহাই ৺বিশ্বনাথের নিকট প্রার্থনা। ইতি"

২। নোয়াখালি জিলা হইতে সর্ব্বানন্দ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত কুরুনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিখিয়াছেন—

"আপনার তাৎপর্য্য দ্বারা বেদার্থ সত্য সত্যই পরিস্ফুট হইয়াছে কিনা, ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা আমার সাধ্যাতীত। কারণ বিশেষ সৌভাগ্য ও জপ-তপস্যা ব্যতীত সকলের নিকট বেদ আত্মপ্রকাশ করেনা। জহুরী না হইলে জহরতের পরীক্ষা করা চলেনা। এই রত্নের পরীক্ষার একমাত্র পূজ্যপাদ মহর্ষিগণই জহুরী। তবে এইটুকু বলিতে পারা যায় এই তাৎপর্য্যের সাহায্যে অনেকেরই অবিশ্বাসের পর্দ্দা উঠিয়া যাইবে, জ্ঞানচক্ষু সমুজ্জ্বলও সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন হইবে। **আমি তাৎপর্য্যের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়াছি এবং অপূর্ব্ব যুক্তি ও ভাবের সমাবেশ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। দ্বিজাতি সমাজে এই গ্রন্থের সমধিক প্রচলন বাঞ্ছনীয়।"**

৩। জনৈক এম্ এ, উপাধিধারী, এম, এল, সি, লিখিয়াছেন—

"আপনার ঋগ্বেদ সংহিতার আগ্নেয় সূক্তের বঙ্গ ভাষায় ভাষ্য ও অনুবাদ পাঠ করিয়া পরমপ্রীত হইলাম। বাঙ্গলাদেশে বেদের চর্চ্চা নাই বলিয়া ভারতের অন্যত্র এই দেশের অখ্যাতি আছে। দুর্গাদাশ লাহিড়ী মহাশয়ের পরেই আপনি বাঙ্গলায় বেদ চর্চ্চার প্রচলনে চেষ্টিত হইয়াছেন, তাহাতে আমাদের জিলা গৌরবান্বিত হইয়াছে। **বাস্তবিক বাঙ্গলায় বেদমন্ত্রের যে এইরূপ প্রাঞ্জল বিশ্লেষন,ব্যাখ্যা,অনুবাদ ও তাৎপর্য্য লিখিত হইতে পারে, আপনার পুস্তিকা পাঠের পূর্ব্বে, ধারণার অতীত ছিল।** প্রতি ঋকের তাৎপর্য্য যাহা দিয়াছেন, তাহা অতি সুচিন্তিত। বিশেষত পঞ্চমী ঋকের তাৎপর্য্যটী বড়ই হৃদয় গ্রাহী হইয়াছে। **আশাকরি আপনি পুস্তকের অন্যান্য খণ্ড শীঘ্রই প্রকাশিত করিয়া দেশের ও জিলার মুখোজ্জ্বল করিবেন।"**

৪। হাওড়াজিলা হইতে পৃথিবীর ইতিহাস-প্রণেতা ও চতুর্ব্বেদ সঙ্কলয়িতা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় লিখিয়াছেন—

"আপনি যে সুপণ্ডিত ও সুলেখক, ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম সূক্তের নয়টী ঋকের

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ।
১৩.	১০	পণেপের	গণেশের
১৪	১৪	উ'ন্দ্রের	ইন্দ্রের।
১৫	৩৩	শক্ষপাতী	পক্ষপাতী।
১৬	৩০	বাৰুণ্যাস্ত্র	বারুণাস্ত্র।
৩১	২৬	বিরাজিত	বিরাজতি।
৬৫	৭	শ্রেষ্ট	শ্রেষ্ঠ।
”	২২	সব্যশাচিন্	সব্যসাচিন।
৮৩	১৪	অগ্নিনাগিঃ	অগ্নিনাগ্নিঃ।
”	১৮	অগিনা	অগ্নিনা।
৯৭	২৪	উষর্ব্বধঃ	উষর্ব্বুধঃ।
১১১	৭	সোমপায়ন্তে	সোমপীতয়ে



ওঁ নমো নারায়ণায়।

ওঁ বেদঃ।

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

---(৺)---

উপক্রমণিকা।

"ওঁ নমঃ পরমাত্মনে। হরিঃ॥ ওঁ॥"

ঋগ্বেদের প্রথমেই আগ্নেয় সূক্ত অর্থাৎ অগ্নি দেবের আরাধনা। শাস্ত্রে ৩৩ কোটী দেবতা থাকিতে প্রথমেই অগ্নির আরাধনা কেন? এই অগ্নিইবা কি বস্তু? কোনও কোনও লোক অগ্নির উপাসকদিগকে জড়োপাসক বলিয়া ইঙ্গিত করেন। বাস্তবিকই কি তাঁহারা জড়োপাসক? প্রকৃতই কি অগ্নি জড় পদার্থ?

অগ্নি জড়পদার্থ কি না প্রথমে তাহাই দেখা যাউক। জড়পদার্থ অচল অর্থাৎ তাহার চলচ্ছক্তি নাই। প্রস্তর বা ইষ্টক-খণ্ড জড় পদার্থ, যেখানে রাখিবে সেই খানেই পড়িয়া থাকিবে, স্থানান্তরে যাইবার তাহার শক্তি নাই। অগ্নিও কি তেমনি গমন-শক্তি-বিহীন? অগ্নি—তেজঃ—জ্যোতিঃ—রশ্মি—বহ্নি—দীপ্তি। এক ময়দানে কতকগুলি তৃণ ছড়াইয়া রাখিয়া তাহার এক প্রান্তে অগ্নি সংযোগ করিয়া দিলে সে অগ্নি অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত গমন করেনা কি? সে কি প্রস্তর কিম্বা ইষ্টক-খণ্ডের ন্যায় একই স্থানে বসিয়া থাকে? অগ্নি বহুদূর গমন করিতে পারে। অগ্নির এক নাম "কৃষ্ণবর্ত্মা" অর্থাৎ অগ্নি যে পথ দিয়া গমন করে সে পথ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায়। যাহার গমন শক্তি না থাকে, তাহার বর্ত্ম অর্থাৎ পথ থাকিবার প্রয়োজন কি? এতদ্দ্বারাও বুঝিতে পারা যায় যে অগ্নি নিশ্চল নহে, গমন-শক্তি-সম্পন্ন সচল পদার্থ। সূর্য্য, নক্ষত্রাদি পৃথিবী হইতে বহুদূরে অবস্থিত। গতি না থাকিলে তাহা হইতে রশ্মি আসিতে পারে কি? রশ্মিই যে অগ্নি, তাহা আতসি পাথরের (magnifying glass) সাহায্যে প্রমাণিত হইয়াছে। অনেকে সূর্য্যের রশ্মিতে টিকা ধরাইয়া তামাক খাইয়া থাকে কোন সৈন্যাধ্যক্ষ উচ্চস্থানে আতসি পাথরের যোজনা করিয়া সূর্য্য-কিরণদ্বারা বহু দূরস্থিত শত্রু শিবির পোড়াইয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, অগ্নি জড় পদার্থ নহে—চলচ্ছক্তি সম্পন্ন সজীব পদার্থ। ইহার হ্রাস-বৃদ্ধি প্রত্যক্ষীভূত হয় সুতরাং অগ্নির উপাসকগণ জড়োপাসক নহেন।

ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম এই পাঁচটীকে পঞ্চভূত কহে। এই পাঁচটী সমস্ত সৃষ্টির মূল। এমন কিছুই নাই, যাহাতে এই পাঁচটীর কোন একটী না আছে। আবার এই পাঁচটীর প্রত্যেকটীর মধ্যেই অগ্নি আছে। বাড়বানল, দাবানল, উল্কাপাত, দিগ্‌দাহ প্রভৃতি তাহার প্রমাণ। তাহা হইলে সৃষ্টির সর্ব্বত্রই অগ্নির বিদ্যমানতা রহিয়াছে। তাহা হইলে "অগ্নি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান" এ কথা অস্বীকার করা চলে না। ব্রহ্মও অনন্ত এবং সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান। ব্রহ্মের সমগুণ সম্পন্ন অথবা ব্রহ্মের ন্যায় একই গুণ সম্পন্ন দ্বিতীয় বস্তুর বিদ্যমানতা অসম্ভব। যেহেতু, তাহা হইলে ব্রহ্মের অনন্তত্ব, অদ্বিতীয়ত্ব এবং সর্ব্বদা-সর্ব্বত্র-বিদ্যমানত্ব থাকে না। কিন্তু তাহা হইতে পারে না। ব্রহ্ম ব্যতীত তত্তুল্য দ্বিতীয় আর একটী হইতে পারে না। কারণ ব্রহ্ম অনন্ত ও অদ্বিতীয়। তাহা হইলে, অগ্নিই ব্রহ্ম অর্থাৎ অগ্নি ব্রহ্মের নামান্তর মাত্র। তাঁহার এক নাম পাবক। ব্রহ্ম ব্যতীত আর কে পাবক হইতে পারে? (১) আরও সহজ কথায় বলা যাইতে পারে যে, ব্রহ্ম অগ্নিরূপে (সাকারে) লোক-লোচনের প্রত্যক্ষীভূত। যজ্ঞের অগ্নি, শ্মশানের অগ্নি, উনুনের অগ্নি, ব্রহ্মাগ্নি, ব্রহ্ম-জ্ঞানাগ্নি, সমস্ত একই অগ্নি (২)। তাই পরিদৃশ্যমান ব্রহ্ম অর্থাৎ অগ্নির উপাসনার ব্যবস্থাই প্রথম করা হইয়াছে। আর্য্য-ঋষিগণ, যাঁহারা অসীম জ্ঞানের আধার ছিলেন—যাঁহারা ব্রহ্ম-দর্শন লাভ করিয়াছিলেন—তাঁহারা যে জড়োপাসক ছিলেন, এ কথা ভ্রান্তি মাত্র। আবার জড়োপাসক কথাটাই যেন কেমন কেমন একটা অলীক কথা বলিয়া মনে হয়। ব্রহ্ম যখন সর্ব্বত্রই রহিয়াছেন, তখন যে বস্তুরই উপাসনা করা যাউক না কেন তাহাতে তাঁহারই উপাসনা হইবে না কেন? নারদের ঢেঁকির উপাসনা করিয়া যে একব্যক্তি মুক্তি লাভ করিয়াছিল সে কথাটা কি মিথ্যা? ঋষিদের কথা মিথ্যা নহে। তবে তাঁহারা যাহা বলিয়া গিয়াছেন, বর্ত্তমান সময়ে অনেকে তাহা প্রমাণাভাবে স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহারা বলেন ঋষিদের কথা প্রমাণ দ্বারা বুঝাইয়া দিতে হইবে। কিন্তু সে সব কথা প্রমাণ দ্বারা বুঝাইতে পারে এবং বুঝাইলেও বুঝিতে পারে, এমন লোক খুঁজিয়া পাওয়া যায় ক'জন! ভক্তি-বলে ধ্রুব ব্যাঘ্রকে কৃষ্ণ বলিয়া আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। এ কথা লোককে বিশ্বাস করাইতে হইলে ধ্রুবকে আনিতে হয়, অথবা তত্তুল্য একজন শক্তিসম্পন্ন ভক্তের প্রয়োজন। তাহা কোথায় পাওয়া যাইবে? আর পাওয়া গেলেও তিনি বাজী দেখাইতে আসিবেন কেন? বাজী বা mi acle দেখাইয়া যশঃ বা অর্থ উপার্জ্জন করা উদ্দেশ্য নহে। কারণ ঐ প্রকার উচ্চ স্তরের ভক্ত বা সাধক যশঃ বা অর্থ-লিপ্সার বাহিরে। গীতা-মাহাত্ম্যে উক্ত হইয়াছে—

---

(১) স্বামী বিবেকানন্দ বলেন—"The light is not polluted by what it shines on nor benefitted by it. The light is ever pure, ever changeless." আত্মা (ব্রহ্ম) অবিকারী অর্থাৎ changeless ; যথা—"অবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে"(গীতা—২।২৪)

(২) অহং ক্রতুরহংযজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্

মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহংহুতম্॥ (গীতা—৯।১৬)

অর্থাৎ আমি ক্রতু, আমি যজ্ঞ... আমি অগ্নি, অর্থাৎ আমিই সব। অর্থাৎ শ্রীভগবান বলিতেছেন "অগ্নিও আমি"।

"কৃষ্ণো জানাতি বৈ সম্যক্ কিঞ্চিৎ কুন্তীসুতঃ ফলম্।
ব্যাসো বা ব্যাসপুত্রোবা যাজ্ঞবল্ক্যোঽথ মৈথিলঃ॥"

(গীতা-মাহাত্ম্যম্।)

তথাপি যাহা কিছু প্রমাণ বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহাও কি ঋষিবাক্যে বিশ্বাস জন্মাইবার যোগ্য নহে? বেশী দিনের কথা নহে। ত্রৈলঙ্গ স্বামী, কবীর, চৈতন্য দেব প্রভৃতি যে অদ্ভুত অদ্ভুত শক্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহাও কি যথেষ্ট নহে? ঋষিবাক্যে বিশ্বাস এবং তদনুসরণই যে তাহাদিগকে ঐ প্রকার শক্তি-সম্পন্ন করিয়া তুলিতে পারিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।

ভাতের হাঁড়ির একটী ভাত টিপিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে হাঁড়ির সমস্ত ভাতই সিদ্ধ হইয়াছে কি না, সমস্ত ভাত টিপিয়া দেখিবার প্রয়োজন হয় না। তেমনই ঋষি বাক্যের কোন একটীর যাথার্থ্য যদি আমরা উপলব্ধি করিতে পারি, তবে বাকী সমস্ত সত্য ও অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে কি? শাস্ত্রে বিমানগামী যানের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। একালের লোকে তাহা বিশ্বাস করিত না। এরোপ্লেন সৃষ্টির পর সে বিশ্বাস জন্মিয়াছে। যাঁহারা এরোপ্লেন না দেখিয়াছেন, শুধু কাগজে পড়িয়া এবং লোক-মুখে শুনিয়াই তাঁহারা তাহা বিশ্বাস করিতেছেন। সুতরাং শাস্ত্রের লিখিত কথা বিশ্বাস না করিবার হেতু কি আছে? তাই আমরা নিঃসঙ্কোচে মানিয়া লইতে পারি "ঋষিবাক্য সত্য, বেদ অভ্রান্ত, সর্ব্বজ্ঞানের আধার—মানবের একমাত্র মুক্তি-পথ প্রদর্শক।" শাস্ত্রের উপদেশ মানিয়া চলিলে এবং কর্ম্ম করিলে, প্রমাণ প্রয়োগের আর প্রয়োজনীয়তা থাকিবে না, আপনা হইতেই সমস্ত যুক্তি তর্কের মীমাংসা হইয়া যাইবে। আবার কর্ম্ম দ্বারা জ্ঞানের অধিকারী না হইলে কাহারও নিকট শাস্ত্রের গূঢ়তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত করাও শ্রেয়ঃ নহে। (১) তাহাতে হিতে বিপরীত ফল হইতে পারে। তাই শাস্ত্রোক্তভাবে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করাই কর্ত্তব্য। কর্ম্ম করিতে করিতে জ্ঞানের আবির্ভাব হইবে এবং শাস্ত্রের সমস্ত গূঢ় রহস্যই বোধগম্য হইতে থাকিবে। কর্ম্ম করিতে করিতে লোকের জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হয়। যদি কেহ কর্ম্ম না করিয়া "জ্ঞানকে" চিনিতে চাহেন, অথবা কেহ যদি কেবল উপদেশ দ্বারা কাহাকেও "জ্ঞান" বুঝাইতে চাহেন, তাহা হইলে উভয়েরই পণ্ড শ্রম করা হইবে। এখন কর্ম্ম কি? বেদবিহিত কর্ম্মই মানবের অনুষ্ঠেয়। তদ্দ্বারা মানব নিষ্কাম কর্ম্মে ও ত্যাগে অভ্যস্ত হয়। যজ্ঞে প্রচুর পরিমাণে হবিঃ, যব, তণ্ডুল প্রভৃতি মানবের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল অহরহঃ নিক্ষিপ্ত হইয়া ভস্মসাৎ হইতেছে। ইহা যেমন এক পক্ষে

---

(১) ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন—

"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।" (গীতা ৩।২৬)

অর্থাৎ অজ্ঞ কর্ম্মাসক্তদিগের বুদ্ধিভেদ জন্মাইতে নাই (কর্ম্ম হইতে বুদ্ধি অন্য দিকে বিচালিত করিবে না)। অযোগ্য ব্যক্তির নিকট শাস্ত্রের গূঢ়তত্ত্ব প্রকাশ করিলে, প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণে অসামর্থ্য হেতু, তাহারা বিপথগামী হইতে পারে। কর্ম্ম না করিয়া, কেবল পুস্তক পাঠ করিয়া অথবা বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী হওয়া অসম্ভব।

জগতের বিপুল হিতসাধন করে, (২) তেমনই যজ্ঞকারীকে এবং দর্শনকারীকে ত্যাগ শিক্ষা দেয় এবং পার্থিব বস্তুর অকিঞ্চিৎকরত্ব বুঝাইয়া দেয়। অর্থাৎ ইহা যেমন এক পক্ষে দেবতাগণের প্রীতিসাধন দ্বারা জগতের কল্যাণ সাধন করিয়া থাকে, তেমনই আবার লোকদিগকে ত্যাগে ও নিষ্কাম কর্ম্মের দিকে পরিচালিত করে। যে সমস্ত মূল্যবান ও কষ্টার্জ্জিত দ্রব্য যজ্ঞাগ্নিতে আহুতিরূপে নিক্ষিপ্ত হয়, তদ্দ্বারা গৃহস্থের সাংসারিক কার্য্যের বিশেষ সাহায্য হইতে পারে। কিন্তু সে তৎপ্রতি লক্ষ্য না করিয়া অকাতরে দেব-তৃপ্ত্যর্থে এবং জগতের হিতকামনায় ঐ সমস্ত দ্রব্য অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতেছে। ইহা কি ত্যাগের পরিচয় নহে? নিষ্কাম কর্ম্মই মোক্ষের সেতু। আবার নিষ্কামী হইবার উপায় বেদোক্ত যাগ-যজ্ঞাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান।

মহাত্মা জৈমিনি বলেন, একমাত্র কর্ম্মই জীবের ভোগের ও অপবর্গের মুখ্য উপায়। যে হেতু কর্ম্ম-জ্ঞান নিষ্ঠার সহকারী।

ওঁ শান্তিঃ। ওঁ শান্তিঃ॥ ওঁ শান্তিঃ॥, ওঁ হরিঃ ওঁ॥

---

(২) "অন্নাদ্ ভবতি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ।" (গীতা—৩।১৪)

অর্থাৎ কর্ম্ম হইতে যজ্ঞ, যজ্ঞ হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে অন্ন এবং অন্ন হইতে ভূতগণ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

—(*)-

১ম মণ্ডল। ১ম অষ্টক। ১ম অধ্যায়। ১ম সূক্ত।

সূক্ত পরিচয়।

এই সূক্তে ৯টী ঋক্, সমস্তই অগ্নির আরাধনায় প্রযুক্ত। প্রথম চারিটি ধন-জনাদি ার্থিব সুখৈশ্বর্য্য লাভের কামনা-পূর্ণ এবং পরের ৫টি ব্রহ্মদর্শন লাভের জন্য। এই শেষোক্ত ৫টি মন্ত্রে ব্রহ্ম সর্ব্বময়, সর্ব্বগুণময়, একমাত্র পরাৎপর সর্ব্বশক্তিমান, তিনিই আমি, আমিই তিনি, ই জ্ঞানে দিবা-রাত্রি প্রণাম করিতে করিতে যেন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে পারি অর্থাৎ যেন তাঁহাকে লাভ করিতে পারি, এইরূপ প্রার্থনা আছে। সর্ব্বশেষে নবমী ঋকে বলা হইয়াছে 'পিতা যেমন পুত্রের নিকট অনায়াস-লভ্য, তিনিও আমাদের মঙ্গলের জন্য সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া আমাদের অনায়াস-লভ্য হউন" অর্থাৎ "হে অগ্নিরূপিন পরম ব্রহ্ম! আপনি সর্ব্বদা আমাদের জ্ঞান-চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত থাকুন—সর্ব্বদাই যেন আপনার পূর্ণ ব্রহ্মরূপের বিদ্যমানতা উপলব্ধি করিতে পারি" অর্থাৎ "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি" এই াবে যেন সর্ব্বদা তন্ময় থাকিতে পারি।

এই শেষের ৫টি ঋকে ধন জনের কোন কামনা নাই, আছে কেবল তাঁহার দর্শন াভের কামনা। তাই বলা যাইতে পারে যে এই সূক্তটি মানবের কর্ম্ম-জীবনের প্রাথমিক ল্প। ইহার পরে কর্ম্মারম্ভ। কোন দৈব কর্ম্মের অনুষ্ঠান কালে যেমন সঙ্কল্প করিয়া লওয়া য়, তৎপরে উদ্দিষ্ট দেবতার পূজা আরম্ভ হয়, তদ্রূপ এই আগ্নেয় সূক্ত মানবের কর্ম্ম-জীবনের অর্থাৎ কর্ম্ম-জীবনে প্রবেশ করার প্রারম্ভেই সঙ্কল্প করা হইল যে "সকাম কর্ম্মের ;স্তর দিয়া নিষ্কাম হইয়া যেন ব্রহ্মদর্শন লাভ করিতে পারি।"

ওঁ নমো নারায়ণায়।

ওঁ বেদঃ।

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

-(০)-

প্রথম মণ্ডল। প্রথম সূক্ত।

ঋষি—মধুচ্ছন্দা। দেবতা—অগ্নি। ছন্দ—গায়ত্রী।

"ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং।
হোতারং রত্নধাতমং"। ১॥

ব্যাখ্যা—যজ্ঞস্য (যজ্ঞ কার্য্যের) পুরোহিতং (পুরোহিত) হোতারং (যজ্ঞ-কর্ত্তার) ঋত্বিজং (সঙ্কল্পিত ফল সাধক) রত্নধাতমং (যজ্ঞের ফলরূপ রত্নধারণকারী) দেবং (দান-গুণ যুক্ত,, দানশীল) অগ্নিং (অগ্নিকে) ঈলে (স্তব করি) (অর্থাৎ ঐ সকল গুণ সম্পন্ন অগ্নিদেবের স্তব করি। ১॥

বঙ্গানুবাদ—যিনি যজ্ঞের পুরোহিত, যজ্ঞকারীর ঋত্বিক, দানশীল, যজ্ঞের ফলরূপ রত্নধারণকারী সেই অগ্নিদেবের পূজা করি। ১॥

তাৎপর্য্য—অগ্নির পরিচয় উপক্রমণিকায় দেওয়া হইয়াছে। তিনিতো ব্রহ্ম, তবে তাঁহার এত বিশেষণ কেন? তিনি গুণাতীত হইলেও সমস্ত গুণের আধার। তবে তাঁর গুণ-কথনের প্রয়োজন কি? তাঁহার কিছুতেই তৃপ্তি বা অতৃপ্তি নাই—সন্তোষ বা অসন্তোষ নাই। তাঁহার কৃপালাভ উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু তাঁহার জন্য প্রশংসাবাচক শব্দ কেন? তিনি কি প্রশংসায় সন্তুষ্ট হইয়া দয়া করিবেন? তাহা না হইলেও সাধকের পক্ষে প্রশংসার প্রয়োজন আছে। তাঁহাকে চিনিতে হইলে তাঁহার রূপ ও গুণ দুই-ই চিনিতে হইবে। কারণ সেই রূপ-গুণে তন্ময়ত্ব লাভ করিতে পারিলেই তাঁহাকে চিনিতে পারিবে। তাই এক একটি করিয়া তাঁহার গুণের সহিত পরিচিত হইতে হইবে। কামনাদ্বারা প্রবুদ্ধ হইয়া লোকে সাধনায় প্রবৃত্ত হয়। সুতরাং কামনা সিদ্ধির উপযোগী গুণের আরোপ করাই প্রকৃতি-সিদ্ধ। যাহার ব্রহ্মদর্শন লাভ হইয়াছে, তাহার কামনাও নাই প্রার্থনাও নাই। কামনা দ্বারা নিষ্কামে নীত হয়। কামনা করিতে করিতে সাধক যখন দেখেন যে কামনা অফুরন্ত—ইহার শেষ নাই—তখন নিবৃত্তি আসে, অনন্ত কামনা অনন্তে মিশিয়া যায়। তখন আর চাহিবার কিছুই থাকে না, কারণ তখন দেখে যে যাহা চাহি তাহা সবইত আছে। কামনা ব্যতীত নিষ্কামে উপস্থিত হওয়া অসম্ভব। তাই কামনা লইয়া আরাধনার আরম্ভ। যজ্ঞের অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলেই ব্রহ্মকে দেওয়া হয়, কারণ "**সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্।**"

(গীতা—৩।১৫)। ১॥

"অগ্নিঃ পূর্ব্বেভির্ঋষিভিরীড্যো নূতনৈরুত।
সদেবাঁ এহ বক্ষতি"। ২॥

ব্যাখ্যা—অগ্নিঃ (জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম) পূর্ব্বেভিঃ (পূর্ব্বে, পুরাকালে) ঋষিভিঃ (ঋষিগণ কর্ত্তৃক) উত (এবং) নূতনৈ (নূতন লোক সকল দ্বারা) ঈড্যঃ (স্তুত্য, পূজিত) স (সেই অগ্নি) দেবান্ (সমস্ত দেবগণকে) ইহ (এই যজ্ঞে) আবক্ষতি (আনয়ন করুন)। ২॥

বঙ্গানুবাদ—পূর্ব্বকালে ঋষিগণ যে অগ্নি দেবতার স্তব করিতেন এবং বর্ত্তমান কালের নূতন লোক সকলও যাঁহার স্তব করিয়া থাকেন, তিনি সর্ব্বদেবতাকে এই যজ্ঞে আনয়ন করুন। ২॥

তাৎপর্য্য—অগ্নিই ব্রহ্ম। তাঁহারই গুণ বিশেষ লইয়া এক এক দেবতা। অর্থাৎ সমস্ত দেবতাগণই তাঁহাতে বিদ্যমান। সুতরাং সমস্ত দেবতাগণকে আনয়ন করিতে তিনিই একমাত্র সক্ষম, অর্থাৎ তিনি আসিলেই সমস্ত দেবতাগণের আসা হয়। তাই সকাম সাধক তাঁহার কামনা-সিদ্ধির জন্য সর্ব্ব দেবগণের আগমন প্রয়োজন বোধে এক অগ্নিদেবের অর্থাৎ ব্রহ্মেরই শরণ লইয়াছেন। কারণ তাঁহার কৃপা হইলেই সমস্ত দেবতাগণের কৃপা হইবে। তাই বলিতেছেন, তোমাকে সর্ব্বকালেই লোকে পূজা করিয়া আসিতেছে, আমিও করিতেছি, কৃপাবান হও। তুমিই সর্ব্বফল-দাতা।

তাই-ই যদি হয়, অর্থাৎ সমস্ত দেবগণকে লইয়াই যদি ব্রহ্ম হয়, তবে এক ব্রহ্ম বা অগ্নি আরাধনা করিলেই চলিতে পারে, অন্যান্য দেবতার শরণ লইবার প্রয়োজন কি, এই প্রকার প্রশ্ন হইতে পারে। ব্রহ্ম নির্ব্বিকার, গুণময় হইয়াও গুণাতীত। তিনি কিছু করেন না, বা করান না। সুতরাং তাহার নিকট হইতে কোন কামনা-সিদ্ধির উপযোগী বর পাওয়া অসম্ভব। কেবল মুমুক্ষু ব্যক্তিই তাঁহাকে চিনিতে চাহে, তাঁহার সহিত মিলিতে চাহে। কিন্তু ফলকামী ব্যক্তিদিগকে তাঁহার গুণ অর্থাৎ দেবতাগণের শরণ লইতে হইবে, যেহেতু দেবতাগণই অভিপ্সিত-ফল-লাভোপযোগী বর দান করিয়া থাকেন। রাজদ্বারে চাকুরীপ্রার্থীগণের অভিলাষ রাজা স্বয়ং পূর্ণ করেন না, তদভিপ্রায়ে নিয়োজিত কর্ম্মচারিগণই তাহা করিয়া থাকেন। তাই অগ্নিরূপি ব্রহ্মের উপাসনা করিতে করিতে বলা হইয়াছে, "অন্যান্য দেবতাগণ সহ এই যজ্ঞে আগমন করুন। নচেৎ কামনা-সিদ্ধির উপায় নাই"। ২॥

"অগ্নিনা রয়িমশ্নবত্ পোষমেব দিবে দিবে।
যশসং বীরবত্তমং"। ৩॥

ব্যাখ্যা—অগ্নি (অগ্নিদ্বারা অর্থাৎ অগ্নির কৃপায়) দিবে দিবে (দিনে দিনে অর্থাৎ ক্রমশঃ) পোষমেব (পোষনশীল, বর্দ্ধনশীল) যশসং (যশোযুক্ত) বীরবত্তমম্ (বীরপুরুষ লক্ষণাক্রান্ত পুত্রাদি সমন্বিত) রয়িং (ধন) অশ্নবৎ (লাভ করা যায়)। ৩॥

বঙ্গানুবাদ—অগ্নিদেবের কৃপায় দিন দিন বর্দ্ধনশীল যশঃ এবং বীরপুরুষ লক্ষণাক্রান্ত পুত্রাদি সমন্বিত ধন লাভ করা যায়। ৩॥

তাৎপর্য্য—যিনি স্বয়ং ব্রহ্ম, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা, তাঁহার কৃপায় সবই হইতে পারে। যশঃ ও পুত্রাদি ধন রত্নতো অতি তুচ্ছ। তবে সাধারণত লোকে ধন, রত্ন, পুত্র, যশঃ ইত্যাদির কামনা করিয়া থাকে। তাই প্রথমে তদুপযোগী গুণের ব্যাখ্যাই করা হইয়াছে। আমি যাহা চাই তাহা দেওয়ার ক্ষমতা আছে, ইহা বুঝিতে বুঝিতে তাঁহার অন্যান্য ক্ষমতার সহিতও ক্রমশঃ পরিচয় হইবার সম্ভাবনা। একের পর আর, বহুর পর বহু, তারপর আরও বহু ইত্যাদি ক্রমে, পরে অনন্ত গুণের বা ক্ষমতার সহিত পরিচয় সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে। তাই প্রথমে ধনরত্ন, সন্তান সন্ততি, যশঃ ইত্যাদি লাভের প্রার্থনায় আরাধনা আরম্ভ হইয়াছে। ৩॥

"অগ্নে যং যজ্ঞমধ্বরং বিশ্বতঃ পরিভূরসি।
স ইদ্দেবেষু গচ্ছতি"। ৪ ॥

ব্যাখ্যা—অগ্নে (অগ্নিদেব !) (আপনি) যং (যে) অধ্বরং (হিংসা বিরহিত *) যজ্ঞং (যজ্ঞ) বিশ্বতঃ (সর্ব্বদিকে) পরিভূরসি (সর্ব্বতোভাবে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন) স ইৎ (সেই যজ্ঞই) দেবেষু (দেবগণের নিকটে) গচ্ছতি (গিয়া থাকে, অর্থাৎ পঁহুছিয়া থাকে) ।৪॥

বঙ্গানুবাদ—হে অগ্নিদেব ! আপনি সর্ব্বত্র যে সকল হিংসাবিরহিত যজ্ঞ সর্ব্বতোভাবে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন সে সমস্ত যজ্ঞই দেবতাগণের নিকট গমন করিয়া থাকে। (অর্থাৎ সমস্ত দেবতাগণই তাহা পাইয়া থাকেন)। ৪॥

তাৎপর্য্য—এই ঋকে অগ্নির ব্রহ্ম-ভাব কিছু স্ফুরিত হইয়াছে। কারণ যিনি সর্ব্বময়—সমস্ত লইয়াই যিনি অর্থাৎ যাহা ছাড়া কিছুই নাই তাঁহাতে যাহা অর্পিত হইবে, তাহা তদন্তর্গত সকলেরই ভোগ্য বা প্রাপ্য হইবে। পূর্ব্ব ঋকে যে কামনার উল্লেখ আছে সেই কামনা-সিদ্ধির অবশ্যম্ভাবিতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য এই ঋকে দেখান হইয়াছে যে অগ্নিদেবকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলেই সর্ব্ব-দেবতা সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন এবং তজ্জন্য অভীষ্ট লাভের বিঘ্ন ঘটে না।

যজ্ঞ দুই প্রকার। লৌকিক যজ্ঞ (কর্ম্মযোগীর) ও মানস যজ্ঞ (জ্ঞানযোগীর) (১) হিংসা আবার দুই প্রকার ; যথা, রাক্ষসাদি কর্ত্তৃক যজ্ঞের বিঘ্ন সংঘটন এবং যজ্ঞের জন্য পশু-বধ। তবে যজ্ঞের জন্য পশু-বধকে হিংসা বলা যায় না, যেহেতু "যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টাঃ" "তস্মাৎ যজ্ঞে বধোঽবধঃ"। এই গেল লৌকিক যজ্ঞের সম্বন্ধে। মানস যজ্ঞের পক্ষে ইন্দ্রিয়াদি ও তৎপ্রেরিত দুষ্প্রবৃত্তি-নিচয় যজ্ঞের বিঘ্ন ঘটাইয়া থাকে। কিন্তু এস্থানেও ইন্দ্রিয়গণের বা প্রবৃত্তি সমূহের বিনাশ উদ্দেশ্য নহে, তাহাদের সংযমনই লক্ষ্য। তাই "হিংসা রহিত" শব্দদ্বারা রাক্ষসাদির অত্যাচার এবং ইন্দ্রিয়গণের উৎপীড়ন-রাহিত্য বুঝিতে হইবে। এই প্রকার বিঘ্ন-রহিত যজ্ঞই অভীষ্ট সাধনের উপযোগী। ৪॥

---

* অধ্বরং—(১) হিংসাধর্ম্মাদিদোষ রহিতং। (দয়ানন্দ)
(২) রাক্ষসাদিকৃতহিংসারহিতং নির্ব্বিঘ্নং সমাপ্তং। (রমানাথ সরস্বতী)।

(১) দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি॥ (গীতা ৪।২৫)

"অগ্নির্হোতা কবিক্রতুঃ সত্যশ্চিত্রশ্রবস্তমঃ।
দেবো দেবেভিরাগমত্"। ৫॥

ব্যাখ্যা—অগ্নিঃ (অগ্নিদেবতা) হোতা (হোমকারক) কবিক্রতুঃ (ক্রান্তকর্ম্মা, অশেষ প্রজ্ঞাসম্পন্ন) সত্যঃ (মিথ্যা রহিত †) চিত্রশ্রমস্তমঃ (অতিশয় বিবিধ কীর্ত্তিযুক্ত) দেবঃ (দীপ্তিশালী) দেবেভিঃ (দেবতাগণ সহ) আগমৎ (আসুন) (অস্মিনযজ্ঞে=এই যজ্ঞে)। ৫॥

বঙ্গানুবাদ—অগ্নি হোতা, অশেষ প্রজ্ঞাসম্পন্ন, সত্য, অতিশয় বিবিধ কীর্ত্তিশালী, এবং দীপ্তিশালী। (আপনি) দেবগণ সহ আগমন করুন (এই যজ্ঞে)। ৫॥

তাৎপর্য্য—এই ঋকে অগ্নির ব্রহ্মত্ব ভাব আরও সুপরিস্ফুট হইয়াছে। এবং বিশেষণগুলিরও রকম পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ১মা ঋকে ছিল "তুমি দাতা, হিতসাধন কর্ত্তা," ইত্যাদি কামনা সিদ্ধির উপযোগী। কিন্তু এবারকার বিশেষণ গুলির মধ্যে কামনা-সিদ্ধির প্রার্থনা সূচক ভাব নাই। আছে কেবল তাঁহারই প্রশংসা যথা, "তুমি জ্ঞানী", "তুমি কীর্ত্তিমান", "তুমি সত্য" ইত্যাদি। আরও আছে কি না, আমি যে হোতা, সেও তুমি, অর্থাৎ আমিই তুমি এবং তুমিই আমি—তোমাতে আমাতে পার্থক্য নাই। * সাধক এতক্ষণে দিব্য জ্ঞানের আভাস পাইয়াছেন, তাই অগ্নির ব্রহ্মত্বের বিকাশ। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার ভ্রান্তির ভাব আসিয়া উপস্থিত। তাই আবার তিনি বলিতেছেন, "হে দেব, সকল দেবতাগণ সহ আপনি এই যজ্ঞে আগমন করুন।" তিনি সর্ব্বত্রই আছেন, এবং সমস্ত দেবতাগণও তাঁহাতেই আছেন তবে আবার তিনি সব দেবতা গণকে নিয়া আসিবেন, একথার প্রয়োজনীয়তা কি ? যে পর্য্যন্ত পূর্ণ-জ্ঞান না জন্মে অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত কামনার নেশাটা সম্যকরূপে কাটিয়া না যায়, সে পর্য্যন্ত সাধক নিশ্চিন্ত হইতে পারে না, সর্ব্বক্ষণই যেন "হারাই" "হারাই" ভাবটা থাকে। কি বলিলে এবং কি করিলে যে যথেষ্ট হইবে তাহা ঠিক পায় না। তাই পাছে কার্য্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়, সেই ভয়ে প্রাণের আবেগে অনেক কথাই বলিয়া থাকেন। অতিশয়োক্তি অথবা নিষ্প্রয়োজনীয়-বাক্য-প্রয়োগ-জনিত-দোষের প্রতি লক্ষ্য থাকে না। তবে কথাটা একেবারে যে অসঙ্গত তাহাও মনে হয় না। সাধকের এইরূপও মনের ভাব থাকিতে পারে যে, "হে দেব, তোমার সমস্ত গুণরাশি লইয়া এই যজ্ঞ স্থলে বিরাজমান হও অর্থাৎ তোমার পূর্ণ ব্রহ্মত্ব এই স্থানে বিকশিত হউক অর্থাৎ আমি যেন তাহা উপলব্ধি করিতে পারিয়া কৃতার্থ হইতে পারি। "ওঁ নমো নারায়ণায়"। ৫॥

† সত্যঃ—অনৃতরহিতঃ ফলমবশ্যং প্রযচ্ছতীত্যর্থঃ অর্থাৎ নিশ্চিত ফলদায়ক (সায়ণ)

* ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম-হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্ (গীতা ৪।২৪) অর্থাৎ অর্পণ (যদ্দ্বারা ঘৃতাদি যজ্ঞে অর্পিত হয়, যথা শ্রুবাদি যজ্ঞপাত্র), হবিঃ, অগ্নি এবং হোতা (যিনি যজ্ঞে আহুতি দান করেন) এই সমস্তই ব্রহ্ম।

"যদংগ দাশুষে ত্বমগ্নে ভদ্রং করিষ্যসি।
তবেত্তত্ সত্যমং গিরঃ"। ৬॥

ব্যাখ্যা—(হে) অঙ্গাগ্নে * (অগ্নে) ত্বং (আপনি) দাশুষে (হোমকারী যজমানের জন্য) যৎ ভদ্রং (যে মঙ্গল) করিষ্যসি (বিধান করিয়া থাকেন) তৎ (তাহা) তব ইৎ (আপনারই অর্থাৎ সে মঙ্গলের আপনিই ভোক্তা) অঙ্গিরঃ (হে অগ্নিদেব !) তৎ সত্যং (তাহা সত্য)। ৬॥

বঙ্গানুবাদ—(হে) অগ্নিদেব ! তুমি যজ্ঞকারী যজমানের যে কল্যাণ-সাধন কর তাহা (অর্থাৎ সে কল্যাণ) তোমার নিজেরই (অর্থাৎ সে কল্যাণ তোমাতেই থাকিয়া যায়) হে অগ্নিদেব ! এই কথাই সত্য। (অর্থাৎ তুমিই মঙ্গল দাতা এবং তুমিই গ্রহিতা ; তুমি যে মঙ্গল দান কর তাহার গ্রহণকারীও তুমি, যেহেতু তোমা ব্যতীত দ্বিতীয় আরতো কিছুই নাই, সুতরাং কে গ্রহণ করিবে !)। ৬॥

তাৎপর্য্য—৪র্থী ঋকে ছিল "সমস্ত দেবগণই অগ্নিতে বিদ্যমান, অগ্নিতে আহুতি দিলেই সমস্ত দেবগণকে দেওয়া হয়"। ৫মী ঋকে দেখিতে পাই "সোহং" ভাব অর্থাৎ আমি যে হোতা সেই আমিও তুমি। এবার দেখিতে পাই "সর্ব্বময়"—মানবের প্রত্যক্ষীভূত পূর্ণ ব্রহ্ম, তাঁহা ছাড়া আর কিছুই নাই। এই ঋকে বলিতেছেন, তিনি মানবের যে মঙ্গল করেন তদ্দারা তাঁহার নিজেরই মঙ্গল-সাধন করা হয়, যেহেতু মানব-তো তাঁহারই বিরাট দেহের অংশ (১) সুতরাং অগ্নির উপাসনাই যে ব্রহ্মের উপাসনা, তাহা বুঝিতে আর বাকী থাকিল কি ?

এই ঋকে কোন কামনা দেখা যায় না। কেবল আছে তাঁহার গুণের ব্যাখ্যা। ইহা যেন কেবল তাঁহাকে চিনিবার বা বুঝিবার জন্য চেষ্টা। কিন্তু এই গুণ ব্যাখ্যাও পরবর্ত্তী ঋকের কামনা, সিদ্ধির অনুকূলে। কারণ তুমি যখন সর্ব্বময়, তখন আমি তোমাতেই লীন হইতে পারিব না কেন ? ৬॥

"উপত্বাগ্নে দিবে দিবে দোষাবস্তর্ধিয়া বয়ং।
নমো ভরংত এমসি"। ৭॥

ব্যাখ্যা—অগ্নে (হে অগ্নে) দিবে দিবে (প্রত্যহ) দোষাবস্তঃ (দিবা রাত্রি) ধিয়া (বুদ্ধি দ্বারা শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া বা শ্রদ্ধাযুক্ত বুদ্ধির সহিত) নমঃ (নমস্কার) ভরন্তঃ (করিতে করিতে) বয়ং (আমরা) ত্বা (তোমার) উপ (সমীপে) এমসি (উপস্থিত হই)। ৭॥

* অংগ + অগ্নে = অঙ্গাগ্নে = অগ্নে (সায়ণ)

(১) "অহং হি সর্ব্ব যজ্ঞানাং ভোক্তাচ প্রভুরেবচ" (গীতা ৯।২৪)

অর্থাৎ (ভগবান বলিতেছেন) আমিই সর্ব্ব যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু। "ভোক্তা" শব্দে "যজ্ঞের ফল-ভোক্তা"।

বঙ্গানুবাদ—হে অগ্নিদেব! শ্রদ্ধাযুক্ত বুদ্ধির সহিত দিবা-রাত্রি অর্থাৎ সর্ব্বকালে (তোমাকে) প্রণাম করিতে করিতে আমরা যেন তোমার নিকট উপস্থিত হই অর্থাৎ তোমাকে প্রাপ্ত হই বা তোমাতে মিশিয়া যাই। ৭॥

তাৎপর্য্য—এখানে বাহ্যিক আরম্বরের কথা ত্যাগ করা হইয়াছে। যেন তাঁহাকে একান্ত মনে দিবা-রাত্রি চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতে পারি অর্থাৎ যেন তাঁহাতে (পরম ব্রহ্মে) লীন হইয়া যাইতে পারি। এক্ষণে আর অন্য কোন কামনা নাই—ধন রত্নের আকাঙ্ক্ষা নাই। কেবল কি প্রকারে তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাই দেখান হইয়াছে। অর্থাৎ দেখান হইয়াছে যে, বুদ্ধি দ্বারা তাঁহাকে জ্ঞান করিয়া প্রণাম করিতে করিতে তাঁহার নিকট উপস্থিত হই অর্থাৎ তদুদ্দেশ্যে কর্ম্ম করিতে করিতে তাঁহাকে চিনিতে পারি বা প্রাপ্ত হই। ৭॥

"রাজন্তমধ্বরাণাং গোপামৃতস্য দীদিবিং।
বর্দ্ধমানং স্বেদমে"। ৮॥

ব্যাখ্যা—রাজন্তং (দীপ্যমান) অধ্বরাণাং (হিংসারহিত যজ্ঞের) ঋতস্য (সত্যধর্ম্মের) গোপাং (রক্ষক) দীদিবিং (স্বপ্রকাশ দীপ্তিমন্ত) স্বে (নিজ) দমে (গৃহে) বর্দ্ধমানং (বর্দ্ধনশীল) ("ত্বাং উপ এমসি" পূর্ব্ব ঋকের সহিত সম্বন্ধ)। ৮॥

বঙ্গানুবাদ—দীপ্যমান যজ্ঞের ও সত্য-ধর্ম্মের রক্ষক, দীপ্তিমান্ স্বপ্রকাশ, নিজগৃহে বর্দ্ধনশীল (হে অগ্নি, আমরা যেন তোমার নিকট উপস্থিত হই)। ৮॥

তাৎপর্য্য—সাধক যতই অগ্রসর হইতেছেন, ততই তাঁহার চিত্ত প্রসারিত হইতেছে এবং আরাধ্য দেবতার শক্তির উপলব্ধির পরিমাণও সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পাইতেছে। "বর্দ্ধমান" শব্দ যজ্ঞাগ্নিকে লক্ষ্য করিলে বলা যায় যে, ঐ অগ্নি যজ্ঞ গৃহের মধ্যেই ঘৃত ও সমীত গ্রহণে বর্দ্ধিত ও রক্ষিত হইয়া থাকে। আর যদি জ্ঞানাগ্নিকে লক্ষ্য করা হয়, তাহা হইলে বুঝিতে পারা যায় যে, প্রত্যেক মানবেরই জ্ঞানাগ্নি তাহারই অভ্যন্তরে উৎপত্তি, স্থিতি ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তাঁহার সে জ্ঞানরাশি অসীম হইলেও উপছাইয়া বাহির হইতে পারে না, ভিতরেই থাকিয়া যায় এবং তাঁহাকে কর্ম্মের পথে পরিচালিত করে। তাই বলা হইয়াছে "বর্দ্ধমানং স্বেদমে"। আবার ব্রহ্ম সর্ব্বময়, তাহার আবার বাহির বা কোথায় আর বাহিরের স্থান বা কোথায়! তাই নিজের মধ্যেই নিজে বর্দ্ধিত। যদিও এই ঋকে প্রকাশ্যে কোন কামনা নাই তথাপি যাহা আছে তাহাও কামনা সিদ্ধির আনুকূল্য সাধন-জন্য। তাহা পরবর্ত্তী ঋকে প্রকাশ পাইবে।

ব্রহ্মের হ্রাস-বৃদ্ধি নাই—"অক্ষরঃ সাশ্বতঃ পুরাণঃ"। কিন্তু পরিদৃশ্যমান যজ্ঞাগ্নির হ্রাস-বৃদ্ধি অনুভব যোগ্য।

এই ঋক্ পূর্ব্ববর্ত্তী ঋকের সহিত সংশ্লিষ্ট অর্থাৎ পূর্ব্ব ঋকের অংশ বলিলেও চলে। ৮ ॥

"স নঃ পিতেব সূনবেঽগ্নে সূপায়নো ভব।
সচস্বা নঃ স্বস্তয়ে"। ৯ ॥

ব্যাখ্যা—(হে) অগ্নে স (সেই তুমি) সূনবে (পুত্রের নিকট) পিতা ইব (জনকবৎ) নঃ (আমাদের) সুংউপায়নঃ (অনায়াসলভ্য) ভব (হও), নঃ (আমাদের) স্বস্তয়ে* (বিনাশরাহিত্যার্থ) সচস্বা (সমবেত হও)। ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে অগ্নিদেব! পিতা যেমন পুত্রের নিকট সহজ-লভ্য, আপনিও (সর্ব্বদা) অনায়াস-লভ্য হউন এবং আমাদের রক্ষার জন্য সমবেত থাকুন। ৯ ॥

তাৎপর্য্য—এই ঋকে লৌকিক যজ্ঞের পক্ষে বলা হইয়াছে "হে অগ্নিদেব, তুমি আমাদের যজ্ঞে সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিও"। আবার মানস যজ্ঞের পক্ষে বলা যাইতে পারে "হে অগ্নিরূপিন্ পরম ব্রহ্ম, তুমি সর্ব্বদা আমাদের জ্ঞান চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত থাক অর্থাৎ সর্ব্বদাই যেন তোমার পূর্ণব্রহ্ম-রূপ উপলব্ধি করিতে পারি অর্থাৎ সর্ব্বদাই যেন তোমার বিদ্যমানতা অনুভব করিতে পারি। অর্থাৎ "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি" এই ভাবে যেন সর্ব্বদা তন্ময় থাকিতে পারি"। এতক্ষণে সাধক পূর্ণজ্ঞানের নিকটবর্ত্তী। তথাপি দ্বৈতভাবের আবছায়া সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হয় নাই। ইহাই কর্ম্মীর পক্ষে শেষ কামনা। কামনা যখন শেষ হইবে, তখন আর বৈদিক ক্রিয়া কাণ্ডের প্রয়োজন থাকিবে না, প্রার্থনা করিবার কিছুই থাকিবে না। "ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন"। (গীতা—২।৪৫)। ৯ ॥

উপসংহার—আগ্নেয় সূক্তে নয়টী মাত্র ঋক্। এই নয়টী ঋকের ভিতর দিয়াই দেখান হইয়াছে, মানব জীবনের প্রভাত হইতেই কিরূপে আরম্ভ করিয়া কিরূপে পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইবে, কি প্রকারে রূপের অনুশীলন করিতে করিতে অনির্ণীতরূপ পরম-ব্রহ্মের পূর্ণরূপের অনুধাবন করিতে পারিবে। এই কয়েকটী ঋকের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিলে জড়োপাসনারূপ ভ্রান্তি দূরীভূত হইবে। এইরূপভাবে অগ্রসর না হইলে তাঁহার পূর্ণত্বের ধারণা করা অসম্ভব।

"ওঁ হরিঃ ওঁ"।

ব্রাহ্মণের গায়ত্রী মন্ত্রেও তেজের উপাসনা দেখিতে পাওয়া যায়। অগ্নিই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম। ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি, ব্রহ্মেই লয়, তাই মৃত্যুর পরেও মুখাগ্নির ব্যবস্থা।

*স্বস্তয়ে—বিনাশরাহিত্যার্থং (সায়ন)

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা

-(৮)

১ম মণ্ডল। ১ম অষ্টক। ১ম অধ্যায়। ২য় সূক্ত।

সূক্ত-পরিচয়।

ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য শিব-স্বস্ত্যয়ন করিতে বসিয়া প্রথমে যেমন সঙ্কল্প করিতে হয়, তেমনি ভব-ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য অর্থাৎ ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভের জন্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার প্রাক্কালের সঙ্কল্প "আগ্নেয় সূক্ত" একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সঙ্কল্প এই যে আমি যেন সকাম উপাসনার ভিতর দিয়া নিষ্কামী হইয়া ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারি। এই সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্য আরও কতকগুলি আনুসঙ্গিক কর্ম্ম আছে। যেমন উদ্দিষ্ট শিব পূজা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে, অথচ সঙ্কল্পের পরে, গণেশের পূজা, পঞ্চদেবতার পূজা, আদিত্যাদি নবগ্রহের পূজা, ইন্দ্রাদিদশদিক পালের পূজা করিয়া পরে সঙ্কল্পিত দেবতার পূজা আরম্ভ করা হয়। এ সব কেন করা হয়? নিজকে অভীষ্ট দেবতার পূজার যোগ্য করিয়া লইবার জন্যই এ সবের প্রয়োজন। তেমনি তপস্যা বা যোগে বসিবার পূর্ব্বে নিজের দেহ ও মনকে তদোপযোগী করিয়া লইতে হইবে।

তাই সর্ব্ব প্রথমে দেহরক্ষার বন্দোবস্ত। "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং।" ইহা এই নশ্বর দেহের প্রতি মমতা প্রযুক্ত নহে। দেহ রক্ষা না হইলে যোগ-তপস্যা করিবে কে? তাই এই প্রাথমিক কার্য্যের অনুষ্ঠান। কিন্তু শরীর রক্ষার পূর্ব্বে সৃষ্টি-রক্ষার প্রচেষ্টা করিতে হইবে। সৃষ্টি বা জগৎ না থাকিলে দেহ থাকিবে বা অবস্থান করিবে কোথায় এবং কি প্রকারে? এই জন্যই সঙ্কল্পের পরেই বায়বীয় সূক্তের অবতারণা।

বায়বীয় সূক্তেও নয়টী ঋক বা মন্ত্র। তন্মধ্যে প্রথম তিনটী বায়ু দেবতার, দ্বিতীয় তিনটী ইন্দ্র ও বায়ু দেবতার এবং শেষের তিনটী মিত্রাবরুণের (সূর্য্য ও বরুণের) আরাধনায় প্রযুক্ত। বায়ু, জল ও তাপ এই তিনটী সৃষ্টি ও তাহা রক্ষার মূলীভূত। এই ত্রিশক্তির সমষ্টির অর্থাৎ এই ত্রিশক্তি হইতে উৎপন্ন মেঘের কর্ত্তা ইন্দ্র। তাই সৃষ্টি রক্ষার জন্য এই ত্রিশক্তি ও তাহাদের সমবেত শক্তির অধিপতি ইন্দ্রের উপাসনার ব্যবস্থা প্রথম করা হইয়াছে। বায়ু, জল,

তাপের অধিপতি কোন দেবতা হইতে পারে কিনা এবং তাহাদের আরাধনা দ্বারা কোন ফল লাভ হইতে পারে কি না এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে। ইহা প্রমাণ দ্বারা বোঝান অসম্ভব এবং প্রমাণ করিবার চেষ্টা করাও কেবল যুক্তি-তর্কের অবতারণা মাত্র, মীমাংসার সম্ভাবনা অতি বিরল। ইহা ঋষি-বাক্য বা বেদ-বাক্য বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। এ সম্বন্ধে এই গ্রন্থের প্রথমে আগ্নেয় সূক্তের উপক্রমণিকায় কথঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছে। বহির্বিজ্ঞানের যুক্তি-তর্কের অবতারণা করা এক্ষেত্রে আমরা প্রয়োজন মনে করি না। তবে এ কথা বলা যাইতে পারে, বেদোক্ত ভাবে কর্ম্ম করিতে থাকিলে বুঝিবার শক্তি আপনা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইবে। বিশ্বাসই সর্ব্বকর্ম্মে সাফল্য লাভের মূল। অবিশ্বাসীর পক্ষে বেদোক্ত ক্রিয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান নিষ্ফল। শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—

"অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্ম সমুদ্ভবঃ॥"

(গীতা—৩।১৪)

ইহাদ্বারা দেখা দেখা যায় যে অন্ন হইতেই সৃষ্টি ও তাহার রক্ষা বা পালন। তাই অন্নোৎপত্তির জন্য তৎসহায়ক বায়ু, বরুণ, সূর্য্য ও ইন্দ্রের আরাধনা এবং তজ্জন্যই যজ্ঞের প্রয়োজন।

এখন এই সূক্তে কি আছে তাহাই দেখিবার চেষ্টা করা যাউক। প্রথমেই বায়ু দেবতার উপাসনা। বায়ু সৃষ্টির প্রাণ, বায়ু ব্যতীত সৃষ্টির অস্তিত্ব ক্ষণকালও থাকিতে পারে না। আর যোগ-তপস্যায়ও রেচক-পূরক-কুম্ভকরূপে বায়ুকে বশে আনা প্রয়োজন। তাই বায়ু একপক্ষে যেমন সৃষ্টির রক্ষক, অপর পক্ষে তেমনি যোগ-তপস্যার প্রধান সহায় ও অবলম্বন। তাই প্রথম বায়ুর আশ্রয় লইয়া আরাধনার আরম্ভ। তারপর ইন্দ্র ও বায়ু এবং তৎপর মিত্রাবরুণ অর্থাৎ তাপ ও জলের আরাধনা। এই প্রকারে সৃষ্টি রক্ষার মূল ত্রিশক্তির প্রসাদ লাভ করিয়া সাধক কর্ম্মে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছেন অর্থাৎ সাধারণ কথায় আঁট-ঘাট বাঁধিয়া স্বীয় অভীষ্ট সাধনের চেষ্টায় নিযুক্ত।

এখন দেখিতে হইবে এই আরাধনা দ্বারা সাধক কি চাহিতেছেন এবং ইহাতেও তাঁহার ব্যক্তি-গত স্বার্থের কামনা আছে কিনা। সরলভাবে দেখিতে গেলে, নিজের কোন স্বার্থ দেখিতে পাওয়া যায় না, সমস্ত সৃষ্টি রক্ষার জন্যই তাহার প্রার্থনা। আবার সৃষ্টী রক্ষা না পাইলে তাঁহার নিজের দেহ রক্ষারও কোন সম্ভাবনা থাকে না। তাই এই প্রার্থনায় তাঁহার নিজের ও জগতের স্বার্থ সংমিশ্রিত। আবার সমস্তই যখন এক তখন আর স্বার্থাস্বার্থ কি! "তাঁহারই কর্ম্ম।"

আগ্নেয় সূক্তে বলা হইয়াছে যে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ করিতে অর্থাৎ তাঁহাকে চিনিতে হইলে তাঁহার শক্তি বা গুণরাশির সহিত পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। তাই এখন অর্থাৎ সঙ্কল্পের পর বিভিন্ন প্রকারের শক্তি বা দেবতাগণের আরাধনার প্রবর্ত্তন। অনন্তের অনন্ত শক্তির অনুধাবন একসঙ্গে হওয়া অসম্ভব। তাই সাধনার ক্রম বিকাশ। অনন্ত শক্তির মধ্যে, মানবের বোধগম্য শক্তিসমূহের মধ্যে বায়ব্য, বারুণ, মৈত্র ও ঐন্দ্র শক্তিই সর্ব্ব-প্রধান এবং সৃষ্টির রক্ষার মূলীভূত কারণ। তাই বোধ হয় সর্ব্বপ্রথমে বায়ু, বরুণ, মিত্র ও ইন্দ্রের আরাধনা।

এই নয়টী ঋকের স্থূল মর্ম্ম এই যে উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ সোমরস প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছে এবং অন্ন সহ আগমন করতঃ তাহা পান করিবার নিমিত্ত উক্ত দেবতাগণের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। অর্থাৎ বলা হইয়াছে যে "হে দেবগণ (বায়ু, বরুণ, সূর্য্য ও ইন্দ্র) তোমরা আগমন পূর্ব্বক এই বিশুদ্ধ বা সংশোধিত সোমরস পান করতঃ পরিতৃপ্ত হও, পৃথিবী শস্যশালিনী হউক।"

ইহার ভিতরে আরও একটু কথা আছে। প্রথমা ঋকে বায়ু দেবকে বলা হইয়াছে "বায়বায়াহি দর্শতঃ" অর্থাৎ বায়ো! দর্শত (সন্) আয়াহি" অর্থাৎ হে বায়ুদেব! দর্শনীয় হইয়া আগমন কর। বর্ত্তমানে কেহ কেহ বলেন যে বেদে সাকারেপাসনার কথা নাই। কিন্তু এস্থলে আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাই যে অদর্শনীয় বায়ুকে দর্শনীয় অর্থাৎ সাকার হইয়া বা রূপ ধারণ করিয়া আসিতে বলা হইয়াছে। বায়ু, জল ও সূর্য্য এই তিনটীর শেষোক্ত দুইটীকে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু প্রথমটীকে দেখিতে পাওয়া যায় না। আরাধ্য দেবতাকে না দেখিতে পারিলে সাধকের প্রাণ তৃপ্ত না হইতে পারে, তাই বায়ু দেবতাকে রূপ ধারণ করিয়া আসিতে বলা হইয়াছে। প্রশ্ন হইতে পারে বায়ু আবার রূপ ধারণ করিতে পারে কেমন করিয়া! আমাদের ন্যায় স্থূলবুদ্ধির লোকে তাহা না বুঝিতে পারে, কিন্তু যিনি বেদের কর্ত্তা তিনি তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তখন অসত্য ছিল না। সুতরাং যাহা বলিয়াছেন তাহাই সত্য। যাঁহারা সত্য-সিদ্ধ অর্থাৎ মিথ্যার ধার ধারেন না তাঁহারা প্রার্থনা করিলে বায়ুও মূর্ত্তিমান হইয়া উপস্থিত হইহে পারে। সীতার কথায় ধরিত্রী বিদীর্ণা হয়েছিল কেন? প্রহ্লাদের কথায় স্তম্ভ হইতে নৃসিংহ মূর্ত্তির আবির্ভাব হইছিল কেন? আবার সেই অনন্ত-শক্তির অন্তর্ভূক্ত যে শক্তি তাহার পক্ষে রূপ ধারণ করা কি একটা অসম্ভব কথা? অনন্ত রূপের কোনও একটা রূপ ধারণ কি অসম্ভব। সত্য ব্রহ্ম। যাঁহারা সত্যের সেবা করেন তাহারা যাহা বলেন তাহাই সত্য। তাঁহাদের কোন কথাই মিথ্যা হইতে পারে না। তাঁহারা যাহা বলিবেন তাহাই কার্য্যে প্রতিফলিত হইবে। সুতরাং তাঁহাদের কথায় বায়ুর দেবতারূপ ধারণ করিয়া আবির্ভূত হওয়া অসম্ভব নহে।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পায়ে যে "সোমরস" পানের জন্য প্রার্থনা হইল কেন, ইহা কি বস্তু এবং দেবারাধনায় ইহার এত ব্যবহার ছিল কেন? সোমরস সম্বন্ধে অনেক গবেষণা চলিতেছে। কেহ বলেন উহা এক প্রকার মাদক দ্রব্য, কেহ বলেন উহা পার্ব্বতীয় সোম নামক এক প্রকার লতার রস, কেহ বলেন উহা পুঁই শাক বা তদনুরূপ কোন লতার রস, কেহ এ কথাও বলেন যে সোমলতা এক প্রকার বনজবৃক্ষ, কেহ বলেন উহা ঋষিদের তৈয়ারী এক প্রকার পানীয় যাহার স্বাদ তিক্ত ও ঝাল, কেহ বলেন বেদের "সোম" জেন্দ্-আভেস্তার "হোম" এবং বাইবেলের "ট্রি-অব-লাইফ" (Tree of Life) একই পদার্থ—জীবনসঞ্চারক বৃক্ষ; আবার কেহ বলেন সোমরস "চন্দ্রের কিরণ।" (শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহাড়ী সম্পাদিত ঋগ্বেদ-সংহিতা, বায়বীয় সূক্ত ১মা ঋক্)। আমরা ইহার কোনটীকেই ঠিক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেছি না এবং রূপক ব্যাখ্যার পক্ষপাতীও হইতে পারিতেছি না। সরল পাঠে যাহা বুঝা যায় আমরা সেই ভাবেই বেদকে বুঝিতে চেষ্টা করিব। কোন সিদ্ধান্তে উপনীত

হইতে না পারিয়া আন্দাজী মীমাংসাদ্বারা লোকের মনে ভ্রান্ত ধারণা জন্মাইয়া দেওয়া জাতি, ধর্ম্ম ও দেশের পক্ষে বড়ই অমঙ্গলজনক। প্রকৃত সোমরস কি তাহা ঠিক বুঝিতে না পারিলেও এ কথা বুঝিতে পারা যায় যে উহা ঋষিদিগের তৈয়ারী এক প্রকার অমৃত তুল্য অশেষ গুণযুক্ত উৎকৃষ্ট পানীয় ছিল। বর্ত্তমান যুগের লোকের নিকট উহার পরিচয় বা প্রস্তুত প্রণালী সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। তাই অনুমানে এক এক জনে এক এক মত প্রকাশ করিতেছেন।

যদি ইহা সোমলতার রসই না হয় তবে ইহার নাম সোমরস হইল কেন। সোম শব্দের অর্থ শঙ্কর, চন্দ্র, কুবের, বায়ু, যম, কর্পূর, অমৃত, জল ইত্যাদি। বৈদ্যক শাস্ত্রে গঙ্গাধর চূর্ণ, চতুর্ম্মুখ, বৈশ্বানর চূর্ণ প্রভৃতি ঔষধের নাম আছে। সুতরাং শিব-শক্তি বা শিবজ্ঞান আনয়ন করে অথবা শিব, চন্দ্র, কুবের, বায়ু, যম, বরুণ প্রভৃতি দেবতাগণের তৃপ্তি সাধন করে বলিয়া ইহার নাম সোমরস হইতে পারে অথবা এই সোমরসের অর্থ অমৃতরসও হইতে পারে। এই সব কারণে সোমরস ঋষিদিগের প্রস্তুত এক প্রকার যৌগিক পদার্থ বলিয়া বুঝিলেই যেন ঠিক হয়। হইলইবা সোমরস উৎকৃষ্ট পদার্থ। তাহার প্রলোভন দেখাইয়া ডাকিলেই যে দেবতাগণ আসিবেন তাহা কি প্রকারে বুঝা যায় এবং তাঁহাদিগের কৃপালাভ হইবে তাহারই বা নিশ্চয়তা কি ? ক্ষুদ্র অগ্নিকণাকে বৃহৎ বস্তু শীঘ্র দহনোপযোগী করিয়া লইতে হইলে তৃণ, ঘৃত ইত্যাদি অর্থাৎ অনায়াস-দহ্যমান পদার্থ সংযোগ করিয়া তাঁহার ক্রিয়াশক্তি অভীষ্ট সিদ্ধির উপযোগী করিয়া লইতে হয়। বায়ু জল ও তেজঃ সর্ব্বদাই বিদ্যমান রহিয়াছে। শস্যোৎপাদন জন্য তাহাদের দ্বারা মেঘসঞ্চার ও বৃষ্টি-পাত করাইবার নিমিত্ত যজ্ঞের প্রয়োজন। দেবতাগণ সর্ব্বদাই বিদ্যমান রহিয়াছেন বটে, কিন্তু যখন তাঁহারা নিষ্ক্রিয় অবস্থায় (dormant) থাকেন তখন তাঁহাদিগকে বিশেষ কোন কার্য্যের উপযোগী করিয়া লইতে হইলে উদ্বোধনের প্রয়োজন। তজ্জন্যই যজ্ঞের আবশ্যক। যজ্ঞের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য সমূহের মধ্যে সোমরসও একটী অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য ছিল, ইহার সংযোগে বা আবির্ভাবে দেবতা অর্থাৎ শক্তিসমূহ বিশেষ স্ফূর্ত্তিলাভ করিত এবং কর্ম্মোন্মুখ হইয়া উঠিত। চুম্বক যেন লৌহকে আকর্ষণ করিবেই, ঘৃত সংযোগে অগ্নি যেমন জ্বলিয়া উঠিবেই, সোমরসও বোধ হয় এমনই একটা বস্তু ছিল যে তাহার সংমিলনে বা তাহা পানে দেবতাগণের স্ফূর্ত্তির বিকাশ অবশ্যম্ভাবী ছিল। তাই সোমরসের এত প্রশংসা ও প্রয়োজনীয়তা। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহা আমরা এখন হারাইয়াছি, সোমরস যে কি, তাহাও এখন আমরা জানি না। শাস্ত্রের বা পুরাণের অনেক বিষয়ই এ কালের লোকে জানে না। তাই বলিয়া শাস্ত্রের কথা—ঋষিবাক্য—আমরা অবিশ্বাস করিতে পারি না এবং যাহা জানি না তাহা কোন প্রকার আন্দাজী কথাদ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করাও আমরা সঙ্গত মনে করি না, তাহাতে হিতে বিপরীত হইতে পারে। শাস্ত্রে আগ্নেয়াস্ত্র, বারুণ্যাস্ত্র, বায়ব্যাস্ত্র, নাগাস্ত্র প্রভৃতির কথা দেখিতে পাওয়া যায়। এ কালের লোকেরা তাহার নির্ম্মাণ-প্রাণালী জানিত না বলিয়া অনেকে তাহা অবিশ্বাস করিত, অধুনা পাশ্চাত্য জাতি কয়েকটী অস্ত্রের আবিষ্কার করায় লোকের ভ্রম কতকটা দূরীভূত হইয়া আসিতেছে। সোমরস সম্বন্ধেও আমাদের ঐরূপ বলিলেই যেন সঙ্গত হয়। আনুমানিক কথাদ্বারা লোকের মনে ভ্রান্ত-ধারণা

জন্মান ঠিক বলিয়া মনে হয় না। তদ্দ্বারা পাণ্ডিত্য বা গবেষণার পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে বটে কিন্তু সমাজের ক্ষতি ছাড়া উপকার হয় কি না সন্দেহ।

কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, দেবতাগণকে ঐরূপ আবাহন করিলে এবং তাঁহাদের নিকট ঐরূপ প্রার্থনা করিলেই যে তাঁহারা তাহা পূর্ণ করিবেন তাহার বিশ্বাস কি? কথা দ্বারা বিশ্বাস করানো বড় শক্ত, চিন্তাদ্বারা বুঝিবার চেষ্টা করা উচিত। বাহ্যিক ব্যাপারের সহিত তুলনা করিয়া ইহা বুঝান অসম্ভব। তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে ইহা সত্যের মহিমা ও ব্রহ্ম-শক্তির স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম। সমস্তই ব্রহ্মময়। সুতরাং যাঁহারা সত্য-সিদ্ধ, তাঁহারা যাহা বলিবেন বা ইচ্ছা করিবেন তাহাই হইবে। তাঁহাদিগের ইচ্ছা-শক্তি অব্যর্থ। ইহা বুঝিবার বিষয়, বুঝাইবার বিষয় নহে। সত্য সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। যাঁহারা সত্যের ব্যবহার জানেন তাঁহারাই তাহাদ্বারা কাজ করাইয়া লইতে পারেন। তাড়িৎ সর্ব্বত্র আছে। যাঁহারা তাড়িতের ব্যবহার জানেন তাঁহারা একস্থানে বসিয়া বহু দূরস্থ স্থানেও তাহার ক্রিয়া-শক্তির পরিচয় দিতে পারেন এবং নিজের আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ন্যায় তাহাকে বশীভূত করিতে পারেন। সুতরাং যাঁহারা সত্য-সিদ্ধ তাঁহারা যাহা বলিবেন, যাহা প্রার্থনা করিবেন, যাহা আদেশ করিবেন তাহাই হইবে। পুরাণে তাহার অসংখ্য প্রমাণ বিদ্যমান। তাই আমাদিগের বিশ্বাস যে সাধক যদি তদ্রূপ প্রস্তুত হইয়া প্রকৃত সত্য-জ্ঞান লইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, তবে তাঁহার সে কর্ম্ম তারহীন বার্ত্তাবহের ন্যায় অভীপ্সিত ফলদান করিবেই।

ওঁ নমো নারায়ণায়।

ওঁ বেদঃ।

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

———(০)———

প্রথম মণ্ডল। দ্বিতীয় সূক্ত।

ঋষি—মধুচ্ছন্দা। ছন্দ—গায়ত্রী। দেবতা—বায়ু।

"বায়বায়াহি দর্শতেমে সোমা অরংকৃতাঃ।
তেষাং পাহি শ্রুধীহবং।" ১ ॥

ব্যাখ্যা—বায়ো (হে বায়ুদেব !) দর্শত (দর্শনীয় হইয়া) আয়াহি (আগমন কর) ইমে (এই) সোমাঃ (সোম) অরংকৃতা (অলংকৃত, সংস্কৃত, শোধিত) তেষাং (তাহা) পাহি (পান কর) হবং (আমাদিগকে) শ্রুধী (শ্রবণ কর)। ১ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে বায়ো ! দর্শনীয় হইয়া আগমন কর। সোমরস সুসংস্কৃত হইয়া আছে। তাহা পান কর। (আমাদের) আহ্বান শ্রবণ কর। ১ ॥

তাৎপর্য্যার্থ—আগ্নেয় সূক্তের পর বায়বীয় সূক্তের অবতারণা কেন তাহা এই সূক্তের "পরিচয়ে" বিস্তারিতরূপে বলা হইয়াছে এবং সোমরসের পরিচয় ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেও যথাসাধ্য বলা হইয়াছে। আবার বায়বীয় সূক্তের সমস্ত ঋকেরই তাৎপর্য্যের সারাংশ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সুতরাং এখন আর প্রত্যেক ঋকের নূতন করিয়া বেশী কিছু বলিবার নাই। এই সব ঋকে কেবল উদ্দিষ্ট দেবতাগণের কৃপালাভার্থ উপযুক্ত বাক্যদ্বারা স্তব করা হইয়াছে। ১ ॥

" বায় উক্‌থেভির্জরংতে ত্বামচ্ছা জরিতারঃ।
সুত সোমা অহর্বিদঃ।" ২ ॥

ব্যাখ্যা—বায়ো (হে বায়ু দেব !) সুত (সুসংস্কৃত) সোমাঃ (সোমরস) অহর্বিদঃ (যজ্ঞকালাভিজ্ঞ) জরিতারঃ (স্তোতৃগণ) ত্বাং (তোমাকে) অচ্ছা (লক্ষ্য করিয়া) উক্‌থেভিঃ (বৈদিক মন্ত্রদ্বারা) জরংতে (স্তব করিতেছে)। ২ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে বায়ো ! সুসংস্কৃত সোমসহ যজ্ঞকালাভিজ্ঞ স্তুতিকারগণ তোমাকে লক্ষ্য করিয়া বৈদিক মন্ত্রদ্বারা স্তব করিতেছে। ২ ॥

তাৎপর্য্যার্থ—এই ঋকে "উক্‌থেভিঃ" এবং "অহর্বিদঃ" এই দুইটী শব্দ বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। "উক্‌থেভিঃ" বৈদিক মন্ত্রদ্বারা। বৈদিক মন্ত্রের এতই মাহাত্ম্য যে, তদ্দ্বারা স্তব করিলেই দেবতাগণ সন্তুষ্ট হইবেন। যে হেতু বেদ ব্রহ্মবাণী।

"অহর্বিদঃ" অর্থে কালাভিজ্ঞ অর্থাৎ যজ্ঞকালাভিজ্ঞ। যজ্ঞকালাভিজ্ঞ যাঁহারা অর্থাৎ কোন ঋতুতে, কোন মাসে, কোন সময়, কোন দেবতার তৃপ্তির জন্য যজ্ঞ করিতে হয়, তাহা যাঁহারা জানেন, তাঁহারা অহর্বিদ অর্থাৎ অহর্বিদ যাঁহারা তাঁহারাই তাহা জানেন। এইরূপ লোক ব্যতীত যজ্ঞ কার্য্য আরব্ধ হইলে সুফলপ্রদ হয় না। আবার অহর্বিদ লোকও সুলভ নহে। স্বয়ং ভগবান বলিয়াছেন, —

"সহস্রযুগপর্য্যন্তমহর্বদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিংযুগসহস্রান্তাং তেংহোরাত্রবিদোজনা॥"

অর্থাৎ সহস্র যুগে ব্রহ্মার এক দিন এবং সহস্র যুগে তাঁহার এক রাত্রি। যে ব্যক্তি যোগবলে বা জ্ঞানবলে ব্রহ্মার এই অহোরাত্র অর্থাৎ কখন তাঁহার দিবা এবং কখন তাঁহার রাত্রি ইহা জানেন তাঁহাকে অহোরাত্র-বিদ্ বলে। সুতরাং যিনি ব্রহ্মার দিন জানেন তাঁহাকে "অহর্ব্বিদঃ" বলে। সূর্য্যের উদয়াস্তদ্বারা সে অহোরাত্র নির্ণয় করা যায় না। সত্যসিদ্ধ অর্থাৎ জ্ঞানসিদ্ধ ব্যক্তিরাই দিব্যচক্ষে তাহা দেখিতে পান। এইরূপ লোকদ্বারা বেদমন্ত্র উচ্চারিত হইলে তাহার শুভফল অনিবার্য্য। যে সে লোকদ্বারা যজ্ঞকার্য্য হইতে পারে না। তাই বোধ হয় বশিষ্ঠের ন্যায় পুরোহিত থাকিতেও রাজা দশরথকে পুত্রেষ্টিযজ্ঞ করাইবার জন্য অনুসন্ধান করাইয়া ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষিকে আনাইতে হইয়াছিল। আজকাল যেরূপ লোকদ্বারা পূজা-যজ্ঞাদি করান হয় ফলও তদনুরূপ হইয়া থাকে। তাই এই মন্ত্রেরদ্বারা ইহাই সূচিত হয় যে যজ্ঞের জন্য "উক্‌থ মন্ত্র" "অহর্ব্বিদ ব্রাহ্মণ" ও "সোমরস" প্রয়োজন। সোমরসের প্রয়োজনীয়তা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ২॥

**"বায়ো তব প্রপৃংচতী ধেনা জিগাতি দাশুষে।
উরূচী সোমপীতয়ে।" ৩॥**

ব্যাখ্যা—বায়ো (হে বায়ুদেব!) তব (তোমার) ধেনা (বাক্য) প্রপৃংচতী (প্রকৃষ্টরূপে সোম-গুণ বর্ণনা করে) উরূচী (যজমানগণকে প্রশংসা করিয়া থাকে) সোম পীতয়ে (সোমপানার্থ) দাশুষে (যজমানের নিকট) জিগাতি (গমন করে) ৩॥

বঙ্গানুবাদ—বায়ুদেব! তোমার বাক্য সোমগুণ বর্ণনা করে, যজমানগণের প্রশংসা করে এবং সোম-পানার্থ যজমানের নিকট গমন করে।

তাৎপর্য্যার্থ—এই মন্ত্রে সোমরসের উৎকর্ষ দেখান হইয়াছে। অর্থাৎ বায়ু সোমরস-প্রিয় জানিয়া তাঁহার জন্য উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ সোমরস রাখা হইয়াছে। এই সব প্রার্থনা মানবীয় ভাবের। অর্থাৎ মানুষকে সন্তুষ্ট করিতে হইলে মানুষ যে ভাবে স্তব স্তুতি করিয়া

থাকে এ ক্ষেত্রেও তাহাই করা হইয়াছে। যেমন "আপনি দাদখানি" চাউল ভালবাসেন তাই বিশেষ চেষ্টা করিয়া কিছু ভাল "দাদখানি" চাউল আনিয়াছি।" মানব প্রকৃতিতে মানবীয় ভাবের প্রার্থনাই স্বাভাবিক। ৩ ॥

"ইংদ্র বায়ূ ইমেসুতা-উপ প্রয়োভিরাগতং।
ইংদবো বামুশংতি হি।" ৪ ॥

ব্যাখ্যা—ইংদ্রবায়ূ (হে ইন্দ্রদেব ও বায়ুদেব !) ইমে (এই) সোমাঃ (সোম) সুতাঃ (সুসংস্কৃত) প্রয়োভিঃ (অন্নেরসহ) উপ (আমাদের সমীপে) আগতং (আসুন) হি (যেহেতু) ইন্দবঃ (সোম) বাং (আপনাদিগকে) উশন্তি (কামনা করিতেছে) ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে ইন্দ্র ও বায়ুদেব ! এই সোম সুসংস্কৃত। আপনারা অন্নসহ আমাদিগের নিকট আগমন করুন। সোম আপনাদিগকে কামনা করিতেছে। ৪ ॥

তাৎপর্য্যার্থ—এই মন্ত্রে বায়ু ও ইন্দ্র উভয় দেবতারই আরাধনা। বায়ুর একার অন্ন দানের শক্তি নাই তাই মেঘ-বাহন ইন্দ্রকেও বায়ুর সঙ্গে ডাকা হইয়াছে। ঋকে বলা হইয়াছে "সুসংস্কৃত সোম তোমাদিগকে কামনা করিতেছে।" এ কথাও তাৎপর্য্যহীন নহে। যুদ্ধার্থ সৈন্যগণ সুসজ্জিত হইয়া প্রাঙ্গনে শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান, রণবাদ্য বাজিতেছে, তাহাদের প্রাণ যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে, তখন যেমন প্রতি মুহূর্ত্তে পরিচালকের আদেশের কামনা করিতে থাকে, তদ্রূপ সোম এমনই একটা জিনিষ যে উহা প্রস্তুত হইলে আর নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকিতে পারে না। সৈন্যগণ যেমন যে উদ্দেশ্যে সজ্জিত হইয়াছে সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে, সোমরসও যে উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হইয়াছে, সেই কার্য্যে নিয়োজিত হইবার জন্য ক্রিয়াপরায়ণ হইতে ব্যস্ত হইয়া পড়ে। আর এক ভাবে বলিলে বিষয়টা যেন আরও সহজবোধ্য হইবে বলিয়া মনে হয়। স্পিরিট তৈয়ারি হওয়া মাত্রই তাহার উর্দ্ধগমনের একটা স্বাভাবিক শক্তি জন্মিয়া থাকে। তদ্রূপ সোম সুসংস্কৃত হইলেই তাহার দেব সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া অর্থাৎ ব্রহ্ম-শক্তির সহিত মিলিত হইয়া উদ্বোধন শক্তির বিকাশ করিবার একটা ইচ্ছা বা tendency আপনা হইতেই জন্মিয়া থাকে। তাই বলা হইয়াছে সুসংস্কৃত সোম তোমাদিগকে কামনা করিতেছে। ৪ ॥

"বায়বিংদ্রশ্চ চেতথঃ সুতানাং বাজিনীবসূ।
তাবা য়াতমুপ দ্রবৎ।" ৫ ॥

ব্যাখ্যা—বায়ো (হে বায়ুদেব !) ইংদ্রশ্চ (ও ইন্দ্রদেব) বাজিনীবসূ (আপনারা হবিঃ সম্ভতি অন্নে বিরাজিত) সুতানাং (সুসংস্কৃত সোম) চেতথঃ (আপনারা জানেন) উপ (আমাদের নিকট) দ্রবৎ (দ্রুত) আয়াতং (আগমন করুন)। ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে বায়ুদেব ও ইন্দ্রদেব ! তোমরা বাজিনীবসূ (হবিঃ সংযুক্ত অন্নে যাহারা বিরাজ করে) (এবং) সুসংস্কৃত সোম তোমরা জান (অর্থাৎ সুসংস্কৃত সোমের মর্ম্ম তোমাদের অপরিচিত নহে) দ্রুত আগমন কর (এই যজ্ঞ স্থলে)। ৫ ॥

তাৎপর্য্যার্থ—এই মন্ত্রে সৃষ্টির রক্ষার জন্য বায়ু ও ইন্দ্র দেবতার কৃপা লাভার্থ তাঁহাদেরই উপাসনা। ৫ ॥

"বায়বিন্দ্রশ্চ সুন্বত আয়াতমুপনিষ্কৃতং।
মক্ষ্বিত্থা ধিয়া নরা।" ৬ ॥

ব্যাখ্যা—বায়ো (হে বায়ুদেব) ইন্দ্রশ্চ (ও ইন্দ্রদেব) সুন্বতঃ (সোম-সংস্কার-নিরত যজমানের) নিষ্কৃতং (সংস্কৃত) সোমং (সোমরস) উপ (সমীপে) আয়াতং (আগমন কর) নরা (হে পুরুষদ্বয় !) ধিয়া (এই অনুষ্ঠানদ্বারা) মক্ষু (ত্বরায় সোম-সংস্কার-কার্য্য সম্পন্ন হইবে) ইত্থা (সত্য)। ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে বায়ু ও ইন্দ্রদেব ! সোম সংস্কারে নিরত যজমানের সংস্কৃত সোমরস সমীপে আগমন করুন। হে পুরুষদ্বয় ! (আপনারা আগমন করিলে) এই অনুষ্ঠানদ্বারা সোম-সংস্কার-কার্য্য ত্বরায়ই সম্পন্ন হইবে সত্য। ৬ ॥

তাৎপর্য্যার্থ—নিষ্কৃতং—সংস্কৃতং সংস্কর্ত্তারং অর্থাৎ পবিত্রীক্রিয়মান অর্থাৎ যাহার সংস্কার আরম্ভ করা হইয়াছে। মক্ষু ত্বরয়া সংস্কারঃ সংপৎস্যতে (সায়ণ)। যজমান সোম-সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং বায়ু ও ইন্দ্রদেবকে আহ্বান করিয়া বলা হইতেছে যে "হে পুরুষদ্বয় অর্থাৎ পৌরুষশালী দেবদ্বয়, আপনারা আগমন করিলেই এই সোম-সংস্কার-কার্য্য শীঘ্র শীঘ্র সম্পন্ন হইবে"। ৬ ॥

"মিত্রং হুবে পূত দক্ষং বরুণং চ রিশাদসং।
ধিয়ং ঘৃতাচীং সাধন্তা।" ৭ ॥

ব্যাখ্যা—ঘৃতাচীং (জল আনয়নকারী) ধিয়ং (কর্ম্ম) সাধন্তা (সাধনকারী) পূত দক্ষং (পবিত্র বল) মিত্রং (সূর্য্য দেবকে) রিশাদসং (হিংস্রস্বভাব-শত্রু-বিনাশক) চ বরুণং (ও বরুণ দেবকে) হুবে (আহ্বান করিতেছি)। ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—জল আনয়নোপযোগী কর্ম্মসাধনকারী, পবিত্র-বল সূর্য্যদেবকে ও হিংস্র-স্বভাব-শত্রু-বিনাশক বরুণদেবকে আহ্বান করিতেছি। ৭ ॥

তাৎপর্য্যার্থ—বসুন্ধরাকে সজলা, সফলা, শস্যশালিনী, বিঘ্নশূন্যা করিবার জন্য প্রার্থনা। ৭ ॥

" ঋতেন মিত্রাবরুণাবৃতাবৃধাবৃতস্পৃশা।
ক্রতুং বৃহন্তমাশাথে। " ৮ ॥

ব্যাখ্যা—ঋতাবৃধৌ (জল-বর্দ্ধনকারী) ঋতস্পৃশা (সত্যময়) মিত্রাবরুণৌ (মিত্র ও বরুণ দেব) বৃহন্তং (অঙ্গোপাঙ্গসমন্বিত) ক্রতুং (যজ্ঞে) ঋতেন (জলের সহিত বা সত্যফলের সহিত) আশাথে (পরিব্যাপ্ত আপনারা)। ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে মিত্রবরুণ দেব ! আপনারা জল-বৃদ্ধিকারী ও সত্যময়, এই অঙ্গোপাঙ্গ সমন্বিত যজ্ঞে অবশ্যম্ভাবী সত্য ফলের সহিত ব্যাপ্ত অর্থাৎ বিদ্যমান আছেন। ৮ ॥

তাৎপর্য্যার্থ—এই মন্ত্রে কয়েকটী শব্দ বিশেষ লক্ষ্যের বিষয়, যথা, " ঋতংবৃধৌ " "ঋতংস্পৃশা" ও "ঋতেন"। "ঋত" শব্দের বিভিন্ন অর্থ আছে, যথা,—জল, সত্য, ফল, ইত্যাদি। আমাদের মনে হয় প্রথম স্থলে জল, দ্বিতীয় স্থলে সত্য, এবং তৃতীয় স্থলে ফল ধরিয়া এই মন্ত্রের মর্ম্ম গ্রহণ করাই সঙ্গত। তদ্রূপ ভাবেই আমরা বঙ্গানুবাদ করিলাম। মহাত্মা "যাস্ক" ঋত শব্দের অর্থ করিয়াছেন জল, কিম্বা সত্য বা যজ্ঞ যথা " ঋতমিত্যুদকনাম সত্যং বা যজ্ঞং বেতি যাস্কঃ।" সুতরাং এই তিনটীর মধ্যে যে কোনটীরই বৃদ্ধিকর্ত্তা বলিয়া অর্থ করা যাইতে পারে।

" কবী নো মিত্রাবরুণা তুবিজাতা উরুক্ষয়া।
দক্ষং দধাতে অপসং। ৯ ॥

ব্যাখ্যা—কবী (মেধাবী) তুবিজাতা (বহুজনের উপকারসাধনার্থ সমুৎপন্ন) উরুক্ষয়া (বহুজন-আশ্রয়স্থল) মিত্রাবরুণ (মিত্র ও বরুণ দেব) নো (আমাদের) অপসং (কর্ম্মকে) দক্ষং (বল, সামর্থ্য) দধাতে (ধারণ কর, দানকর)। ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে মিত্র-বরুণ দেব ! আপনারা মেধাবী, বহুব্যক্তির উপকারের জন্য সমুৎপন্ন ও বহু লোকের আশ্রয়স্থল, আমাদের কর্ম্মশক্তি পোষণ করুন অর্থাৎ আমাদিগকে কর্ম্ম শক্তি দান করুন। ৯ ॥

তাৎপর্য্যার্থ—সূক্তের উপসংহারে সাধক বলিতেছেন আপনারা মেধাবী ও প্রজ্ঞা-সম্পন্ন, যজমানের প্রার্থনা আপনারা বিস্মৃত হয়েন না, তাই আশা আমাদের নিবেদনও ভুলিবেন না ; লোক-হিত-সাধনের জন্যই আপনাদের আবির্ভাব, আমাদিগকে কর্ম্ম-শক্তি প্রদান করুন। ৯ ॥

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

-(*)-

১ম মণ্ডল। ১ম অষ্টক। ১ম অধ্যায়। ৩য় সূক্ত

সূক্ত-পরিচয়।

প্রথম সূক্তে ছিল সঙ্কল্প, দ্বিতীয় সূক্তে সৃষ্টি রক্ষার ব্যবস্থা। এখন শরীর-রক্ষার ব্যবস্থার প্রয়োজন। যে হেতু শরীর রক্ষা না পাইলে এবং সুস্থ না থাকিলে যোগ-তপস্যা করিবে কে? তাই এইবার তাহারই ব্যবস্থা হইতেছে এবং সে জন্যই এই আশ্বিন সূক্তের অবতারণা।

এই সূক্তে মোট দ্বাদশটী ঋকে চারি প্রকার দেবতার আরাধনা আছে। যথা— প্রথম তিন মন্ত্র অশ্বিনদ্বয়ের, দ্বিতীয় তিন মন্ত্র ইন্দ্র দেবতার, তৃতীয় তিন মন্ত্র বিশ্বেদেবগণের এবং শেষের তিন মন্ত্র সরস্বতীর স্তুতিতে প্রযুক্ত।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে এখন শরীর-রক্ষার ব্যবস্থার প্রয়োজন। তাই এই চারি দেবতার মধ্যে অশ্বিনদ্বয়ের আরাধনাই সর্ব্বপ্রথম। এখন এই অশ্বিনদ্বয় কাহারা তাহারই সংক্ষেপে কিছু পরিচয় দিতে হইবে। পুরাণাদিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অশ্বিন-দ্বয় দেববৈদ্য। তাঁহারা অনেককে অনেক উৎকট উৎকট ব্যাধির আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। তাহার দুই একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবেনা। এই ঋগ্বেদেই ক্রমশঃ তাঁহাদের চিকিৎসা নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যাইবে। খেল রাজার স্ত্রীর একখানি পা আকস্মিক ঘটনায় দ্বিখণ্ডিত হইয়া গিয়াছিল। অশ্বিনদ্বয় লৌহ নির্ম্মিত পা সংযোজিত করিয়া দিয়া রাণীকে পদের অভাব হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। অস্ত্র চিকিৎসায়েই কেবল যে তাহাদের দক্ষতা অসাধারণ ছিল তাহা নহে। রাজা ঋজ্রাশ্বের পিতা অন্ধ হইয়া ছিলেন, অশ্বিনদ্বয়ের চিকিৎসায় তিনি সম্পূর্ণরূপে নিরাময় হইয়াছিলেন। কক্ষিবাণের দুহিতা কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছিল বলিয়া কেহ তাহাকে বিবাহ করিতে চাহেনা, পরে অশ্বিনদ্বয়ের চিকিৎসায় নিরাময় হইয়া যোগ্য পাত্রে বিবাহিত হয়। এই প্রকার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। বধ্রিমতীর স্বামী নপুংসক ছিল, অশ্বিনদ্বয় তাহাকে রোগমুক্ত করেন। শারীর বিজ্ঞানে যে তাহারা অলৌকিক জ্ঞান ও শক্তি সম্পন্ন ছিলেন, এই

ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলেই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। তাঁহারা যে কেবল দৈহিক ব্যাধি নিরাকরণে সমর্থ ছিলেন তাহা নহে। ভবব্যাধি অর্থাৎ আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধি দৈবিক ইত্যাদি সর্ব্ববিধ ব্যাধি হইতে উদ্ধার করিবার শক্তিও তাঁহাদের ছিল। এই অশ্বিনদ্বয় সূর্য্যের পুত্র বলিয়া পুরাণে লিখিত আছে। আবার কেহ কেহ তাঁহাদের অন্যরূপেও পরিচয় দিয়া থাকেন। যাস্ক বলেন অর্দ্ধরাত্রির পর প্রভাতের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে মিশ্র আলোক ও অন্ধকার তাহাই অশ্বিনদ্বয়। পণ্ডিত মোক্ষমূলারের মতে অশ্বিনদ্বয়ের অর্থ প্রাতঃ ও সায়ংকাল। আবার কেহ বলেন উহারা দুইজন প্রসিদ্ধ মনুষ্য ছিলেন, পরে দেবতার ন্যায় পূজিত হইতেন। আমরা রূপকের পক্ষপাতী নহি একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সরণ্যুর গর্ভজাত সূর্য্যের জমজ পুত্র "নাসত্য" ও "দস্র" অশ্বিনদ্বয় নামে পরিচিত ও পূজিত। ঋগ্বেদের ১০ মণ্ডলের ১৭ সূক্ত ভাবে এই মতের পরিপোষক। ইহাদের পরিচয় সম্বন্ধে নানাবিধ তর্কের অবতারণা করিয়া গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করা আমরা সঙ্গত মনে করিনা। কেহ বলিতে পারেন অশ্বিনদ্বয় অর্থাৎ দুইজন, তাহাতে আবার জমজ হইল কেন। এবিষয়ে মাননীয় পণ্ডিত শ্রীযুত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় বলেন দৈহিক ব্যাধিও মানসিক ব্যাধি নিবারণ জন্যই চিকিৎসকও দুইজন। আবার একই দেহে উভয় প্রকার ব্যাধির আবির্ভাবের সম্ভাবনা এবং যুক্তভাবেই উভয়কেই কাজ করিতে হয় বলিয়া জমজ আখ্যায় অভিহিত হইয়াছিলেন। তাহা হইলে কিন্তু রূপকের ভাবই আসিয়া পড়ে। আমরা বলি যে তাঁহাদের জমজ হওয়াটা দৈবাধীন এবং জমজ হইয়াছিলেন বলিয়া উভয়ে একই শক্তিতে শক্তিমান, একই ভাবে ভাবান্বিত অর্থাৎ উভয়ই বৈদ্য।

ইহার পরের তিনটী মন্ত্রে ইন্দ্র দেবতার আরাধনা। একবার ইতঃ পূর্ব্বে এই ইন্দ্রদেবতার আরাধনা হইয়া গিয়াছে, সকল দেবতারই এইরূপ পুনঃ পুনঃ আরাধনা দৃষ্ট হইবে।

তৎপরের তিনটী ঋকে বিশ্বদেবগণের আরাধনা। এই বিশ্বেদেবগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় কিঞ্চিৎ দেওয়া প্রয়োজন বোধ হইতেছে। কেহ বলেন সাধক যখন অগ্নি, বায়ু, বরুণ, ইন্দ্র প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার দেবতার আরাধনা করিয়াও তৃপ্তি লাভ করিতে বা সফলমনোরথ হইতে পারিলেন না তখন তিনি বিশ্বের (জ্ঞাত-অজ্ঞাত) সমস্ত দেবতাকে আহ্বান করিলেন, যেহেতু অত দেবতার পৃথক পৃথক ভাবে আরাধনা করার সামর্থ্য নাই। এখানে বিশ্বেদেব অর্থ বিশ্বের সমস্ত দেবতাগণকে ধরিয়া লইয়াছেন। * আমরা এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে পারিনা। যেহেতু তপস্যা করিতে লোকের জীবন কাটিয়া যায়, বহুজন্ম ধরিয়া তপস্যা করিয়াও অভীপ্সিত লাভে সমর্থ হয় না আর এই ঋগ্বেদের সাধক গোটা কতক মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াই ক্লান্ত বা হতাশ হইয়া পড়িয়া ছিলেন অথবা এমন ব্যস্ত হইয়াছিলেন যে, একেবারে আব্রহ্ম-স্তম্ব-পর্য্যন্ত সমস্ত দেবতাগণকে এক নিশ্বাসে ডাকিয়া আরাধনা শেষ করিয়া ছিলেন একথা একেবারেই গ্রহণ যোগ্য বলিয়া আমাদের মনে হয় না। এইরূপ সময় ঠিকা বা দিন-ঠিকা আরাধনা কোন কালেই হইতে পারে না। আর তাহাই যদি হইবে

* দুর্গাদাস বাবুর ঋগ্বেদ সংহিতা, ৩য় সূক্ত, ৭মী ঋক্।

অর্থাৎ বিশ্বের যাবতীয় দেবতার আরাধনাই যদি উদ্দেশ্য হইবে তবে ইহার পরক্ষণেই আবার সরস্বতী দেবীর আরাধনা কেন এবং ঋগ্বেদের পরবর্ত্তী অবশিষ্টাংশেরই বা প্রয়োজনীয়তা কি? বিশ্বেদেবগণের আরাধনার সঙ্গেই তো ঋগ্বেদের সমাধান হইতে পারিত। মহাত্মা সায়ণাচার্য্য এইরূপ মত পোষণ করেন নাই। তাঁহার মতে " বিশ্বে দেবাঃ " নামে পৃথক এক শ্রেণীর দেবতা আছেন। বিশ্বেদেব শব্দে "অগ্নি" ও "গণদেবতা" বিশেষকে বুঝায়। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে "গণ"দেবতাই উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়, যে হেতু অগ্নির আরাধনা "অগ্নি" নামেই হইয়া আসিয়াছে, নূতন আর একটা নামের প্রয়োজনীয়তা দেখিতে পাওয়া যায় না। আবার "গণ-দেবতা" বলিতে গণেশকে বুঝিতে হইবে না। "গণদেবতা" বলিতে ৪২২ জন দেবতার সন্ধান পাওয়া যায়, যথা,—আদিত্য ১২, বিশ্ব ১০, বসু ৮, তুষিত ৩৬, আভাস্বর ৬৪, বায়ু ৪৯, মহারাজিক ২২০, সাধ্য ১০, রুদ্র ১১। এই ৪২২ জন "গণদেবতা" বা "বিশ্বেদেবগণের" পৃথক বৃথক নাম, পরিচয় ও শক্তির আলোচনা, এই প্রকার সংক্ষিপ্ত সংস্করণের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন বোধে আমরা তাহা পরিহার করিলাম। তবে মহাত্মা যাস্ক যাহা বলিয়াছেন তাহাতে সংক্ষেপে বুঝিতে পারা যায় যে এই সব দেবতা মানবের রক্ষক ও আশ্রয়দাতা। তাই বোধ হয় এই স্থানে বিশ্বেদেবগণের আরাধনার প্রয়োজন, যেহেতু শরীর-রক্ষার জন্যই এই সূক্ত।

এই সূক্তের শেষ তিন মন্ত্রে বাগ্বাদিনী সরস্বতী দেবীর আরাধনা। শাশ্বত জ্ঞান লাভের জন্য যে ব্যক্তি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন বা আরাধনায় বসিতেছেন তাঁহার পক্ষে সর্ব্বজ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী দেবীর পূজার ব্যবস্থা স্বাভাবিক।

ওঁ নমো নারায়ণায়।

ওঁ বেদঃ।

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

———(৩)———

প্রথম মণ্ডল। তৃতীয় সূক্ত।

ঋষি—মধুচ্ছন্দা। ছন্দ—গায়ত্রী। দেবতা—অশ্বিনাবিন্দ্রোবিশ্বেদেবা সরস্বতী।

"অশ্বিনা যজ্বরীরিষোদ্রবৎপাণী শুভস্পতী।
পুরুভুজা চনস্যতং॥" ১ ॥

ব্যাখ্যা—হে দ্রবৎপাণী (প্রসারিত বাহো) শুভস্পতী (শোভন কর্ম্মের পালক) পুরুভুজা (বিস্তীর্ণ ভুজযুগল সমন্বিত) অশ্বিনাঃ (অশ্বিনদ্বয়) যজ্বরীঃ (যজ্ঞ সম্পাদক) ইষঃ (অন্ন) চনস্যতং (ইচ্ছা কর, গ্রহণ কর)। ১ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে প্রসারিত-বাহো, শোভন কর্ম্মের প্রতিপালক, বিস্তীর্ণ ভুজযুগল সমন্বিত অশ্বিনদ্বয়! এই যজ্ঞ নিষ্পাদক অন্ন ইচ্ছা কর (গ্রহণ কর)। ১ ॥

তাৎপর্য্যার্থ—এই ঋকে বিশেষণ কয়টী বিশেষ লক্ষ্যের বিষয়। হাত বা বাহুর প্রশংসাই বেশী। পরোপকারের জন্য বিস্তীর্ণ বাহুযুগল সর্ব্বদাই প্রসারিত। তাঁহাদিগকে শুভস্পতী বলা হইয়াছে যেহেতু তাঁহারা সর্ব্বদাই পরহিত সাধনরূপ শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন এবং কাহারও অমঙ্গল করেন না। তাঁহারা যে কেবল লোকদিগকে রোগ হইতে মুক্ত করিয়া থাকেন তাহা নহে, বিবিধ প্রকার বিপদ হইতেও রক্ষা করিয়া থাকেন তাই তাঁহাদিগকে "শুভস্পতী" অর্থাৎ শোভন কর্ম্মের প্রতিপালক বলা হইয়াছে এই ঋগ্বেদেই তাহাদিগের অনেক মঙ্গল কার্য্যের পরিচয় পশ্চাতে পাওয়া যাইবে।

"অশ্বিনা পুরুদংসসা নরা শবীরয়া ধিয়া।
ধিষ্ণ্যা বনতং গিরঃ।" ২ ॥

ব্যাখ্যা—পুরুদংসসা (বহুকর্ম্মান্) নরা (বীর) ধিষ্ণ্যা (বুদ্ধিযুক্ত নির্ভীক) অশ্বিনা (অশ্বিনদ্বয়) শবীরয়া (সর্ব্ব বিষয়ে অপ্রতিহতগতিবিশিষ্ট) গিরঃ (আমাদের স্তুতি) বনতং (স্বীকার কর) ২ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে বহুকর্ম্মীন্, অপ্রতিহতগতিশীল নির্ভীক বীর অশ্বিনদ্বয় ! আমাদিগের প্রার্থনা শ্রবণ কর । ২ ॥

তাৎপর্য্যার্থ—এই ঋকে বিশেষ আলোচনার বিষয় কিছু নাই । তাহাদিগকে নির্ভীক ও বীর বলা হইয়াছে । চিকিৎসায় ও বিপদ হইতে উদ্ধারে তাহাদিগের নির্ভীকতা ও বীরত্বের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় । ২ ॥

"দস্রা যুবাকবঃ স্নুতা নাসত্যা বৃক্তবর্হিষঃ ।
আয়াতং রুদ্রবর্ত্তনী ।" ৩ ॥

ব্যাখ্যা—দস্রা (রিপুনাশক, ব্যাধিরূপ রিপুনাশক) নাসত্যা (অসত্যরহিত অর্থাৎ সত্যস্বরূপ) রুদ্রবর্ত্তনী (শত্রুগণের পথ অবরোধকারী, বীরশ্রেষ্ঠ) [অশ্বিনদ্বয়] বৃক্তবর্হিষঃ (ছিন্নমূল কুশাস্তরণোপরি স্থিত) স্নুতা (সুসংস্কৃত সোম) যুবাকবঃ (সুস্বাদুকৃত হইয়া আছে) আয়াতং (আগমন করুন) । ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে (ব্যাধিরূপ) রিপুনাশন, সত্যস্বরূপ, বীরশ্রেষ্ঠ (অশ্বিনদ্বয়) মূলরহিত-কুশোপরি (কুশনির্ম্মিত আস্তরণোপরি) সুসংস্কৃত সোম সুস্বাদুকৃত হইয়া আছে। তোমরা আগমন কর । ৩ ॥

তাৎপর্য্যার্থ—" দস্রা " শব্দের অর্থ শত্রুক্ষয়কারী । তাই সায়ণাচার্য্যের মতে এই স্থলে উহার অর্থ সর্ব্বরোগ ক্ষয়কারী । "নাসত্যা" শব্দের এক এক জনে এক এক রকম অর্থ করেন, "অসত্য না বলা" "সত্যের প্রণেতা" এবং "সত্যস্বরূপ" । পৃথক হইলেও মোটের উপর প্রায় একই । আমরা সত্যস্বরূপ ধরিয়া অর্থ করিলাম । "নাসত্যা" বিশেষণ দ্বারা এই যেন বলা হইয়াছে যে হে সত্যের প্রণেতা বা সত্যস্বরূপ তোমার সত্যাচারী যজমানদিগকে সত্যের অর্থাৎ সত্যরূপ পরম ব্রহ্মের সাধনায় সমস্ত আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক অর্থাৎ দৈহিক ও মানসিক উভয় বিধ বিঘ্ন হইতে রক্ষা কর । আবার ইহাও উদ্দেশ্য হইতে পারে যে সত্যপ্রিয়গণের প্রার্থনা সত্যস্বরূপের নিকট পৌঁছিবেই । ৩ ॥

" ইন্দ্রায়াহি চিত্রভানো স্নুতা ইমে ত্বায়বঃ ।
আণ্বীভিস্তনা পূতাসঃ ॥ " ৪ ॥

ব্যাখ্যা—বিচিত্রভানো (বিচিত্র দীপ্তিশালী) ইন্দ্র (ইন্দ্রদেব) আয়াহি (আগমন করুন) অণ্বীভিঃ (ঋত্বিকগণের অঙ্গুলিদ্বারা) তনা (নিত্য) পূতাসঃ (পবিত্র) ইমে (এই সোম) ত্বায়বঃ (আপনাকে কামনা করিতেছে অর্থাৎ আপনার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে) । ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে বিচিত্র দীপ্তশালী ইন্দ্র দেব ! ঋত্বিকগণের অঙ্গুলিদ্বারা সুশোধিত নিত্য শুদ্ধ সোম আপনাকে কামনা করিতেছে । ৪ ॥

তাৎপর্য্যার্থ—বায়বীয় সূক্তের ৪র্থী হইতে ৬ষ্ঠী ঋকে বায়ু ও ইন্দ্র উভয় দেবতার উপাসনা ছিল। এখানে মাত্র ইন্দ্র দেবতার উপাসনা। সোম সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আলোচনা হইয়াছে। "সোম আপনাকে কামনা করিতেছে" ইহার তাৎপর্য্যও বায়বীয় সূক্তের সূক্তপরিচয়ে দেওয়া হইয়াছে। ৪ ॥

**"ইন্দ্রায়াহি ধিয়েষিতো বিপ্রজূতঃ সুতাবতঃ।
উপ ব্রহ্মাণি বাঘতঃ ॥" ৫ ॥**

ব্যাখ্যা—ইন্দ্র (হে ইন্দ্রদেব !) ধিয়েষিতঃ (প্রজ্ঞাদ্বারা প্রাপ্ত) বিপ্রজূতঃ (বিপ্র অর্থাৎ মেধাবী ঋত্বিকগণ কর্ত্তৃক প্রাপ্ত) সুতাবতঃ (সুসংস্কৃত সোম বিশিষ্ট) বাঘতঃ (বাঘত ঋত্বিকগণের) ব্রহ্মাণি উপ (বেদমন্ত্ররূপ স্তোত্র সকল শ্রবণ করিবার জন্য) আয়াহি (আগমন করুন)। ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে ইন্দ্রদেব ! প্রজ্ঞাবানগণের ও মেধাবী ঋত্বিকগণের আপনি প্রাপ্তব্য অর্থাৎ তাঁহারাই আপনাকে পাইবার যোগ্য। সুসংস্কৃত সোমযুক্ত বাঘত ঋত্বিকগণের উচ্চারিত বেদমন্ত্র (শ্রবণ করিবার জন্য) আয়াহি (আগমন করুন)। ৫ ॥

তাৎপর্য্যার্থ—হে ইন্দ্রদেব ! এই আরব্ধ যজ্ঞে আপনি অগমন করুন। প্রজ্ঞাবান ঋত্বিকগণের উচ্চারিত স্তবই আপনার নিকট পৌঁছিতে পারে। তাই এই স্থানেও জ্ঞানবান ও বাঘত ঋত্বিকগণ ব্রহ্মশক্তি সম্পন্ন বেদ মন্ত্রদ্বারা আপনার স্তব করিতেছে, সুসংস্কৃত সোম প্রস্তুত রহিয়াছে,—আগমন করুন। এই ঋকে সাধকের ভক্তি ও বিশ্বাসের প্রাখর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি বলিতেছেন ভক্তির সহিত আপনাকে ডাকিলেই আপনাকে পাওয়া যায়। আপনি আসিয়া থাকেন, তাই আমরাও ব্রহ্মবাণী বেদমন্ত্র দ্বারা আপনাকে ভক্তিসহকারে ডাকিতেছি, আগমন করুন। আর দেখাযায় পুনঃ পুনঃ, আগমন করার জন্যই ডাকা হইতেছে এবং পরেও এইরূপ দেখিতে পাওয়া যাইবে। ইহাতে মনে হয় তখন ডাকিলে দেবতারা শরীরী হইয়া আসিতেন। পুরাণে তাহার প্রমাণের অভাব নাই। তখন ডাকিলে দেবতারাও আসিতেন।কিন্তু এখন ডাকে পুত্রকন্যাও কর্ণপাত করেনা। সেদিন কি আর আসিবে যে দিন মানুষের ডাকে ব্রহ্মার আসন নড়িত ? ৫ ॥

**"ইন্দ্রায়াহি তূতুজান উপ ব্রহ্মাণী হরিবঃ।
সুতে দধিষ্ব নশ্চনঃ।" ৬ ॥**

ব্যাখ্যা—হরিবঃ (হরিনামক অশ্বযুক্ত) ইন্দ্র (ইন্দ্রদেব) তূতুজান (ত্বরমান হইয়া) ব্রহ্মাণী (ব্রহ্মমন্ত্ররূপ আমাদের স্তোত্র সকল) উপ (সমীপে) আয়াহি (আগমন করুন) নঃ (আমাদের) সুতে (অভিষব সংস্কারযুক্ত কর্ম্ম, এই যজ্ঞে) চনঃ (হবিঃস্বরূপ অন্ন) দধিষ্ব (ধারণ করুন, গ্রহণ করুন)। ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে হরিবাহন ইন্দ্রদেব ! ব্রহ্মমন্ত্রস্বরূপ আমাদের স্তোত্র সমূহের নিকট অতি দ্রুত আগমন করুন এবং আমাদের এই যজ্ঞে সুসংস্কৃত হবিঃ স্বরূপ অন্ন ধারণ অর্থাৎ গ্রহণ করুন । ৬ ॥

তাৎপর্য্যার্থ—ইন্দ্রদেবের অশ্বযুগলের নাম "হরি" । তাই তাঁহাকে হরিবাহন বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে । পাছে আসিতে বিলম্ব হয় তাই অশ্বযুক্ত রথে আগমন করিবার জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে । এতদ্বারা সাধকের প্রাণের ঐকান্তিকতা দেখান হইয়াছে—যেন আর বিলম্ব সহেনা, যে উপায় শীঘ্র আসা যায় তাই করুন । আর আসিতে বিলম্ব হইলে যজ্ঞ-সম্ভার সোমাদি বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে । দেবতাগণ যে শরীরী হইয়া যজ্ঞে আসিতেন, ইহা দ্বারা তাহাও প্রতীয়মান হয় । ৬ ॥

"ওমাসশ্চর্ষণীধৃতো বিশ্বেদেবাস আগত ॥
দাশ্বাংসো দাশুষঃ সুতং ॥" ৭ ॥

ব্যাখ্যা—ওমাসঃ (রক্ষক) চর্ষণীধৃতঃ (মানবগণের ধারক) দাশ্বাংসঃ (ফলদাতা) বিশ্বেদেবাসঃ (হে বিশ্বেদেবগণ) দাশুষঃ (যজমানগণের) সুতং (অভিষুত সোম) আগত (পানার্থ আগমন করুন) । ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে রক্ষক, মানবগণের ধারক অর্থাৎ আশ্রয়দাতা, কর্ম্মফলদাতা বিশ্বেদেবগণ, যজমানের বিশোধিত সোম আসিয়া পান করুন । ৭ ॥

তাৎপর্য্যার্থ—বিশ্বেদেবগণের পরিচয় পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে । ৪২২ জন দেবতার আরাধনা এক সঙ্গেই হইতেছে । ৭ ॥

"বিশ্বেদেবাসো আপ্তুরঃ সুতমাগন্ত তূর্ণয়ঃ ।
উস্রাইব স্বসরাণি । " ৮ ॥

ব্যাখ্যা—বিশ্বেদেবাসঃ (হে বিশ্বেদেবগণ) আপ্তুরঃ (উপযুক্ত সময়ে বৃষ্টিদাতা) উস্রা (সূর্য্যরশ্মি) ইব (তুল্য) স্বসরাণি (নিরলস) তূর্ণয়ঃ (ত্বরান্বিত হইয়া) সুতং (এই যজ্ঞে) আগন্ত (আগমন করুন) । ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে বিশ্বেদেবগণ ! আপনারা সুসময়ে বৃষ্টিদাতা, ক্ষিপ্রগতি, সূর্য্যের রশ্মির ন্যায় অনলস । দ্রুতগমনে এই যজ্ঞে আগমন করুন । ৮ ॥

তাৎপর্য্যার্থ—"উস্রাইব স্বসরাণি" অর্থাৎ সূর্য্যরশ্মিসমূহ যেমন প্রতিদিন নিরলস ভাবে যথানিয়মে দ্রুতগতিতে আগমন করতঃ পরিব্যাপ্ত হইয়া অন্ধকার বিদূরিত করতঃ দিবাকে প্রকাশ করে আপনারাও তদ্রূপ নিরলস ভাবে দ্রুতগমনে এই যজ্ঞে উপস্থিত হউন ।

রশ্মিরগতি অতি দ্রুত তাই রশ্মির গতির সহিত তুলনা করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে পাঠকগণের অবগতির জন্য আর একটু বলিয়া রাখা দরকার। বিশ্বেদেবগণকে বৃষ্টিদাতা বলা হইয়াছে। বৃষ্টিপাত কৃষি কার্য্যের অনুকূলে, তাই কেহ কেহ বলিয়া থাকেন বেদ চাষার গান। ইহা হাসির বিষয় ছাড়া আর কি হইতে পারে। কৃষিদ্বারা কি কেবল কৃষকগণই উপকৃত, না সমস্ত দেশ উপকৃত ? অনাবৃষ্টি হইলে সমস্ত দেশবাসীই বৃষ্টির কামনা করিয়া থাকে। তাহাতে কি বুঝিতে হইবে যে সমস্ত দেশবাসীই কৃষক অর্থাৎ যাহারা বৃষ্টির কামনা করে তাহারাই কৃষক বা চাষা ? আর বেদের ন্যায় গানই যদি চাষাদিগের দ্বারা রচিত হইয়া থাকে তাহা হইলে তখনকার পণ্ডিতগণের স্থান যে কত উচ্চে ছিল এবং তখনকার দেশের শিক্ষা ও সভ্যতা যে কত উচ্চ আদর্শের ছিল তাহা অনুমান করা যায়কি ? ৮ ॥

“ বিশ্বেদেবাসো অস্রিধ এহিমায়াসো অদ্রুহঃ।
মেধং জুষন্ত বহ্নয়ঃ। ” ৯ ॥

ব্যাখ্যা—অস্রিধঃ (ক্ষয়রহিত, অক্ষয়) এহিমায়াসঃ (সর্ব্বত্রব্যাপ্তপ্রাজ্ঞ, সর্ব্বজ্ঞ) অদ্রুহঃ (বৈরি রহিত, নির্ব্বৈর) বহ্নয়ঃ (ধনপ্রদ বা যজ্ঞফলপ্রদ) বিশ্বেদেবাসঃ (বিশ্বেদেবগণ) মেধং (আমাদের প্রদত্ত হবিঃ, এই যজ্ঞ) জুষন্ত (সেবা করুন অর্থাৎ গ্রহণ করুন)। ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে অক্ষয়, সর্ব্বজ্ঞ, নির্ব্বৈর, ধনদ বিশ্বদেবগণ আমাদিগের প্রদত্ত হবিঃ সেবা করুন (ভোগ করুন)। ৯ ॥

তাৎপর্য্যার্থ—বিশ্বেদেবগণের বিস্তারিত পরিচয় না পাইলেও এই মন্ত্রে সমষ্টিভাবে তাঁহাদের শক্তি ও মাহাত্ম্যের আভাস কতকটা পাওয়া যায়। তাঁহাদিগকে অক্ষয়, সর্ব্বজ্ঞ, নির্ব্বৈর ও ধনদ বলা হইয়াছে। এ সমুদয়ের মধ্যে “অক্ষয়” বিশেষণটী সর্ব্বপ্রধান। একমাত্র “পরমব্রহ্মে” প্রয়োজ্য। তবে ইহার দ্বারা দেখান হইয়াছে যে অগ্নিকণাও অগ্নি, তদ্রূপ ব্রহ্মের কণাও ব্রহ্ম। ব্রহ্মের বিশ্লেষিত যে সব শক্তি লইয়া বিভিন্ন দেবতা, সেই সব শক্তি বা গুণ এবং তদবলম্বিত দেবত্বও শাশ্বত ও অব্যয়। শক্তি পরিস্ফুট বা অপরিস্ফুট যে অবস্থায়ই থাক না কেন ব্রহ্মেই অবস্থিত। কথাটা ভালরূপ স্পষ্ট হইল না। ইহাতে যেন বুঝায় যে ব্রহ্ম ও তাঁহার শক্তি যেন পৃথক বস্তু, কিন্তু তাহা নহে, সব একই বস্তু, তবে কহিবার বেলা বা ভাবিবার বেলা মানবের সীমাবদ্ধ জ্ঞান বিভিন্ন বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ করিয়া থাকে ও ভাবিয়া থাকে। পাঠকগণ এখন নিজের বুদ্ধি দ্বারা সুবিধা বা রুচি অনুযায়ী বুঝিয়া লউন। মোটের উপর এই ঋকে ইহাই বুঝাইয়া দিতেছে “ এ দেবতা, সে দেবতা, ” “ এ শক্তি, সে শক্তি ” যাহাই বলনা বা ভাবনা কেন মূলে সবই এক সেই চিন্ময়, শাশ্বত, অব্যয় পদার্থ। তাই বিশ্বেদেবগণকে সোজাসুজি ভাবে বলা হইয়াছে তোমরাই সব, তোমরাই সেই অক্ষয়, সর্ব্বজ্ঞ, ব্রহ্ম শক্তির বিকাশ। আমাদিগের নিবেদন গ্রহণ কর, কল্যাণ প্রদান কর, কামনা পূর্ণ কর। ৯ ॥

" পাবকা নঃ সরস্বতী বাজেভির্বাজিনী বতী।
যজ্ঞং বষ্টু ধিয়াবসুঃ। " ১০ ॥

ব্যাখ্যা—পাবকা (পবিত্র কারিণী) বাজিনী বতী (অন্নদাত্রী) ধিয়াবসুঃ (কর্ম্মানুযায়ী ধনদান-কর্ত্রী অর্থাৎ কর্ম্মফলদায়িনী) বাজেভিঃ (অন্নের সহিত) নঃ (আমাদের) যজ্ঞং (যজ্ঞে) বষ্টু (সম্পাদন করুন)। ১০ ॥

বঙ্গানুবাদ—পবিত্রকারিণী অন্নদাত্রী, কর্ম্মফল প্রদায়িনী দেবী সরস্বতী অন্ন অর্থাৎ ধনের সহিত আমাদিগের যজ্ঞ সুসম্পন্ন করুন। ১০ ॥

তাৎপর্য্যার্থ—এপর্য্যন্তও সাধক সৃষ্টি রক্ষা ও শরীর রক্ষার জন্য ব্যস্ত ছিল। এখন জ্ঞানের দিকে অগ্রসর হইতেছে, তাই জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর শরণ লইয়াছে। জ্ঞানের দ্বারা লোক পাপ পঙ্কিল দেহ ও মনকে বিধৌত করিয়া মুক্তিমার্গে আরোহণ করে, জ্ঞানের দ্বারা অন্ন ও অর্থ লাভ করে,—জ্ঞানের দ্বারা কর্ম্মে সিদ্ধিলাভ করে। তাই সরস্বতী দেবীর বিশেষণ " পাবকা " " বাজিনী বতী " " ধিয়াবসুঃ "। আবার সঙ্গে সঙ্গে বলা হইয়াছে " বাজেভিঃ নঃ যজ্ঞং বষ্টু " অর্থাৎ অন্নের সহিত আমাদের যজ্ঞ সমাধা করুন অর্থাৎ যজ্ঞ সমাধার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অন্নের ব্যবস্থাও যেন থাকে। যদিও জ্ঞান পিপাসার স্ফুরণ হইয়াছে তথাপি অন্ন চিন্তাও একেবারে ভুলিবার নহে। ১০ ॥

" চোদয়িত্রী সূনৃতানাং চেতন্তী সুমতীনাং।
যজ্ঞং দধে সরস্বতী। " ১১ ॥

ব্যাখ্যা—সূনৃতানাং (সত্যের) চোদয়িত্রী (প্রেরয়িত্রী) সুমতীনাং (সুবুদ্ধির) চেতন্তী (চেতনাকারিনী) সরস্বতী (বাগ্দেবী) যজ্ঞং দধে (যজ্ঞ কর্ম্ম সম্পাদন করুন)। ১১ ॥

বঙ্গানুবাদ—সত্যের প্রেরয়িত্রী, সুবুদ্ধির চেতনা কারিনী দেবী সরস্বতী আমাদের এই যজ্ঞ সুসম্পন্ন করুন। ১১ ॥

তাৎপর্য্যার্থ—" এই যজ্ঞ সুসম্পন্ন করুন " অর্থাৎ যজ্ঞ সম্পাদনোপযোগী " জ্ঞান " ও " সত্যে প্রীতি " আমাদিগকে দান করুন। সত্য-নিষ্ঠা ও কর্ম্ম-জ্ঞান না থাকিলে কোন কর্ম্মই সুসম্পন্ন হইতে পারে না। ১১ ॥

"মহো অর্ণঃ সরস্বতী প্রচেতয়তি কেতুনা।
ধিয়ো বিশ্বা বিরাজতি।" ১২ ॥

ব্যাখ্যা—সরস্বতী (দেবী সরস্বতী) কেতুনা (কর্ম্মদ্বারা) মহঃ অর্ণঃ (মহার্ণব, অসীম জলরাশি) প্রচেতয়তি (লোকের জ্ঞানাধিগম্য হয়) বিরাজতি (প্রকাশ পায়)। ১২ ॥

বঙ্গানুবাদ—দেবী সরস্বতী, কর্ম্মদ্বারা মহর্ণবও অর্থাৎ অসীম জল রাশিও মানবের জ্ঞানের অধিগত হয় এবং বিশ্বের অনন্ত জ্ঞানরাশি প্রকাশিত হয়। ১২ ॥

তাৎপর্য্যার্থ—জ্ঞানদাত্রী সরস্বতী দেবীকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে যে আমরা জ্ঞান চাহি। কিন্তু কর্ম্ম ব্যতীত-তো জ্ঞান লাভ হয় না! কর্ম্মের গুণে মানব অনন্ত জ্ঞানরাশির অধিকারী হইতে পারে। তাই মা! আমাদিগকে কর্ম্মশক্তি দান কর, যেন কর্ম্মের প্রভাবে জ্ঞান আসিয়া আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হয়। তাহা হইলেই বুঝাগেল যে কর্ম্ম ব্যতীত জ্ঞান লাভ হয় না। কথা মন্দ নহে, যাঁহাকে পাইলে আর কর্ম্ম থাকিবে না, তাঁহাকে পাইবার জন্যই কর্ম্মের আশ্রয় লইতে হইবে। শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—

কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষর সমুদ্ভবং। (গীতা—৩।১০।)

অর্থাৎ কর্ম্ম, ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ হইতে উৎপন্ন এবং বেদ অক্ষর ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন। উক্ত শ্লোকে ব্রহ্ম অর্থ বেদ। আবার সেই জ্ঞানলাভ হইলে কর্ম্মও থাকিবে না। সর্ব্বকর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরি সমাপ্যতে।" [গীতা—৪।৩৪] আবার "কর্ম্মত্যাগ" কথাটাও ঠিক হয় না। বাস্তবিকই কি কর্ম্মকে ত্যাগ করা হয়, না কর্ম্ম জ্ঞানের সহিত মিশিয়া যায়! যখন পর্য্যন্ত মানব সুধু কর্ম্মেজড়িত থাকে তখন তাহাকে এক রকম দেখায় কিন্তু যখন জ্ঞান আসে তখন আর এক রকম দেখায়। কর্ম্ম জ্ঞানের সহিত মিশিয়া রূপান্তরিত হইয়া পড়ে। ১২ ॥

[৪]

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

—————(*)—————

১ম মণ্ডল। ১ম অষ্টক। ১ম অধ্যায়। ৪র্থ সূক্ত

সূক্ত-পরিচয়।

সৃষ্টিরক্ষা ও শরীর-রক্ষার ব্যবস্থার পর জ্ঞানের অধীশ্বরী বিদ্যা-দেবীর আরাধনা করতঃ সাধক এখন জীবনের কর্ম্মে নিযুক্ত হইতেছেন।

এখন হইতে ১১শ সূক্ত পর্য্যন্ত কেবল ইন্দ্র দেবতারই আরাধনা। পূর্ব্বেও বায়ু ও বরুণের সঙ্গে ইন্দ্রের আরাধনা হইয়াছে। এইরূপ একই দেবতার পুনঃ পুনঃ আরাধনার ব্যবস্থা এই ঋগ্বেদে আছে এবং তাহা ক্রমশঃ পাওয়া যাইবে।

এই ৮টী সূক্তের (অর্থাৎ ১১শ সূক্ত পর্য্যন্ত) পরিচয় সম্বন্ধে পৃথকরূপে বিশেষ বলিবার কিছু নাই, যাহা কিছু থাকে, তাহা প্রয়োজন মতে ঋকের নিম্নে তাৎপর্য্যাংশে দেওয়া যাইবে।

ওঁ নমো নারায়ণায়।

ওঁ বেদঃ।

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথম মণ্ডল। চতুর্থ সূক্ত।

ঋষি—মধুচ্ছন্দা। ছন্দ—গায়ত্রী। দেবতা—ইন্দ্র।

———(০)———

"সুরূপকৃত্নুমূতয়ে সুদুঘামিব গোদুহে। জুহূমসি দ্যবিদ্যবি ॥" ১ ॥

ব্যাখ্যা—উতয়ে (আমাদের রক্ষার্থ) দ্যবিদ্যবি (প্রত্যহ) সুরূপকৃত্নুম্ (শোভন কর্ম্মের কর্ত্তা ইন্দ্রদেবকে) গোদুহে (গো দোহনকর্ত্তার নিমিত্ত) সুদুঘাংইব (সহজ দোহনশীলা গাভীর ন্যায়) জুহূমসি (আহ্বান করিতেছি) ॥ ১।

বঙ্গানুবাদ—আমাদের রক্ষার্থ প্রত্যহ শোভন-কর্ম্মেরকর্ত্তা ইন্দ্রদেবকে, গোদোহন কারীর নিমিত্ত, সহজ-দোহনশীলা গাভীর ন্যায়, আহ্বান করিতেছি। ১ ॥

তাৎপর্য্যার্থ—দোগ্ধা, গোদোহন করিতে গিয়া, যে সব গাভীকে সহজে দোহন করা যায় তাহাদিগকেই প্রথমে ডাকিয়া থাকে; আমরাও তদ্রূপ প্রথমেই ইন্দ্রদেবকে ডাকিতেছি, যে হেতু তিনিই সমস্ত শুভকর্ম্মের কর্ত্তা এবং সহজেই তাঁহার কৃপালাভ করা যায়।

এই স্থানে একটী বিষয় বলিবার আছে। অনেকে বোধহয় শুনিয়াছেন যে কেহ কেহ বেদকে চাষার গান বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই মন্ত্রটীও তাহাদের একটী দৃষ্টান্তস্থল। যেহেতু গাভীর দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। চাষারা গোপালন করিয়া থাকে, সুতরাং মন্ত্রের মধ্যে যখন গাভীর উল্লেখ আছে তখন মন্ত্রের রচয়িতার চাষা হওয়াই সম্ভব। এই প্রকার সিদ্ধান্ত দেখিয়া হাসি সম্বরণ করা অসম্ভব। যদি কেহ লিখেন যে লোকটা শৃগালের ন্যায় ধূর্ত্ত, তাহা হইলে কি বুঝিতে হইবে সে লেখক অরণ্য-বাসী ব্যাধ? যদি কেহ লিখিয়া থাকেন যে লোকটা সফরীর ন্যায় চঞ্চল, তাহাতে কি বুঝিতে হইবে যে লোকটা মৎস্য-ব্যবসায়ী ধীবর? যদি কেহ লিখিয়া থাকেন "লোকটা মৃণালভুজ" তাহাতে কি বুঝিতে হইবে যে লেখক জলে বাসকরে? তাহা যদি হয় তবে বেদ রচয়িতাকেও চাষা বলিতে পারা যায়। আর গাভীর সহিত কি কেবল একমাত্র চাষারই সম্পর্ক? গাভী ভগবতী,

তাঁহাকে তৎজ্ঞানে আমরা পূজা করিয়া থাকি। গাভীর দুগ্ধ ও তাহা হইতে উৎপন্ন হবিঃ সর্ব্বদা যজ্ঞে ও দেবারাধনায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ব্রাহ্মণের গাভীই সর্ব্বস্ব, ঋষিগণ গোপালন করিতেন। সুতরাং গাভীর সহিত চাষা অপেক্ষা ব্রাহ্মণেরই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। মন্ত্রে গাভীর উল্লেখ থাকায় গাভীরই উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। ঐ প্রকার অলীক মত প্রকাশ করায় হিন্দু জাতির— আর্য্যধর্ম্মাবলম্বীর—ধর্ম্মবিশ্বাসের উপর যে কি নিদারুণ আঘাত করা হইয়াছে তাহা বর্ণণাতীত। বেদ চাষার গান এই কথা শুনিয়া নব্যতন্ত্রের এক শ্রেণীর লোক যাঁহারা শাস্ত্রালোচনা করেন না, নিজেদের প্রধান ও মূল ধর্ম্মগ্রন্থের প্রতি বীতস্পৃহ হইয়া পড়িতেছেন না কি এবং তাহাদের বেদ পাঠে যে আগ্রহ জন্মিতেছে না ইহাই কি তাহার অন্যতম কারণ নহে? দুঃখের বিষয় এই প্রকার নিন্দাত্মক সমালোচনা শুনিয়া আমরাও কেহ কেহ বেশ একটু আনন্দানুভব করি এবং সমালোচনায় যোগদান করতঃ তাহাই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করি এবং তদ্দারা নিজেদের গবেষণা, বুদ্ধি ও মৌলিকত্বের পরিচয় প্রকাশ করিয়া থাকি, গ্রন্থ পাঠ করিয়া প্রকৃত ভাব বুঝিতে চেষ্টা করিনা। শ্রীমতী রাধিকার গোপগণের প্রশংসা সূচক বাক্যে গাভীর উৎকর্ষ কতকটা বুঝিতে পারা যায়। শ্রীমতী বলিয়াছেন—

"গা পালয়ন্তি সততং রজসো গাবাঞ্চা
যানিস্পৃশন্তি চ জপন্তি গবাংসুনাম।
প্রেক্ষন্ত্যহর্নিশমলং সুমুখংগবাঞ্চ
জাতিঃপরা নবিদিতাভুবিগোপজাতেঃ।"

(গর্গসংহিতা, ১৮শ অধ্যায়, বৃন্দাবন খণ্ড)

"গোপজাতি সতত গোপালন করে, গোরজঃ ও গো স্পর্শকরে, গোগণের উত্তম নাম জপ করে, দিবা রাত্রি নিরন্তর গোগণের সুন্দর বদন দর্শন করে, অতএব গোজাতি হইতে শ্রেষ্ঠ জাতি নাই।"

"উপ নঃ সবনা গহি সোমস্য সোমপাঃ পিব। গোদা ইদ্রেবতো মদঃ॥" ২।

ব্যাখ্যা—সোমপাঃ (সোমপানকারী ইন্দ্রদেব !) সোমস্য (সোমের জন্য, সোম পান করিতে) নঃ (আমাদের) সবনা (ত্রৈকালিক যজ্ঞের) উপ (সমীপে) আগহি (আগমন করুন) রেবতো (ধনবান) মদঃ (হর্ষ) গোদাইৎ (গোধনপ্রদ হউন)॥ ২।

বঙ্গানুবাদ—হে সোমপানকারী ইন্দ্রদেব ! সোমপান জন্য আমদের ত্রৈকালিক যজ্ঞের সমীপে আগমন করুন, ধনেশ্বর আপনি, হর্ষের সহিত গোধন দান করুন। ২॥

তাৎপর্য্যার্থ—প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন এবং সায়াহ্ন এই তিন সময়ের যজ্ঞকে ত্রৈকালিক যজ্ঞ বলে। ধন শব্দে অর্থ, অন্ন, গোধন প্রভৃতি সমস্তই বুঝায়। ২॥

"অথা তে অন্তমানাং বিদ্যাম সুমতীনাং। মা নো অতি খ্য আগহি।" ৩ ॥

ব্যাখ্যা—অথ (অনন্তর, সোমপানান্তর) তে (তব) অন্তমানাং (নিকটস্থিত) সুমতীনাং (প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিগণের মধ্যে থাকিয়া) বিদ্যাম (আপনাকে আমরা জানিতে পারি) নঃ অতি (আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া) মাখ্য (খ্যাত হইবেন না, অর্থাৎ অন্যের নিকট প্রকাশিত হইবেন না) আগহি (আগমন করুন)। ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—আপনার সোমপান হইলে, আপনার নিকটস্থ প্রজ্ঞাবানগণের মধ্যে থাকিয়া যেন আমরা আপনাকে জানিতে পারি; আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া অন্যত্র খ্যাত হইবেন না। আগমন করুন। ৩ ॥

তাৎপর্য্যার্থ—সরল প্রার্থনা। ৩ ॥

"পরেহি বিগ্রমস্তৃতমিন্দ্রং পৃচ্ছা বিপশ্চিতং। যস্তে সখিভ্য আ বরং।" ৪ ॥

ব্যাখ্যা—যঃ (যে ইন্দ্রদেব) তে (তবে) সখিভ্যঃ (বন্ধু) আ বরং (সম্যক প্রকার শ্রেষ্ঠ) বিগ্রং (মেধাবী) অস্তৃতং (হিংসারহিত) বিপশ্চিতং (সেই সর্ব্বজ্ঞ ইন্দ্রের) পরেহি (সমীপে যাও) পৃচ্ছ (জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা কর, আত্ম নিবেদন কর)। ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—যে ইন্দ্র তোমার বন্ধু, (হিতকারী) সেই সর্ব্বতো প্রকার শ্রেষ্ঠ, মেধাবী, হিংসারহিত, সর্ব্বজ্ঞ ইন্দ্রদেবের নিকট গমন কর এবং জিজ্ঞাসা কর। ৪ ॥

তাৎপর্য্যার্থ—হোতা যজমানকে বলিতেছেন, ইন্দ্রদেব আসিয়াছেন, তাঁহার নিকট গমনকর এবং জিজ্ঞাসা কর অর্থাৎ যাহা প্রার্থনীয় থাকে তাহা বল বা আত্ম নিবেদন কর। ৪ ॥

———)*(———

"উত ব্রুবন্তু নো নিদো নিরন্যতশ্চিদারত। দধানা ইন্দ্রে ইদ্দুবঃ॥" ৫।

ব্যাখ্যা—ইন্দ্রে (ইন্দ্র দেবে) দুবঃ দধানা (পরিচর্য্যাকারী) ইৎ (থাকিয়া) ব্রুবন্তু (স্তবকর) উত (অপিচ) নঃ (আমাদের) নিদঃ (হে নিন্দকগণ) অন্যতশ্চিৎ (এইখান-হইতে) নিঃ আরত (নির্গত হও, প্রস্থান কর) ॥ ৫।

বঙ্গানুবাদ—ইন্দ্র দেবের পরিচর্য্যায় নিরত থাকিয়া তাঁহার স্তব কর। হে আমাদের নিন্দকগণ এই যজ্ঞস্থান হইতে চলিয়া যাও।

তাৎপর্য্যার্থ—এই মন্ত্রে হোতা যজমানকে বলিতেছেন যে তোমরা ইন্দ্রদেবের পরিচর্য্যা করিতে করিতে তাঁহার স্তব কর। আবার যজ্ঞের নিন্দক অর্থাৎ বিঘ্নকারী শত্রুগণকে বলিতেছেন যে তোমরা এইস্থান হইতে চলিয়া যাও। পূর্ব্বে অসুর, রাক্ষসাদি আসিয়া যজ্ঞের বিঘ্নোৎপাদন করিত, তাহাদিগকে প্রস্থান করিতে বলা হইয়াছে। অন্তরস্থ কুপ্রবৃত্তিগুলি জাগ্রত হইয়াও যজমানের চিত্ত কলুষিত করিতে পারে, তজ্জন্য তাহাকেও সতর্ক করিয়া

দেওয়া হোতার উদ্দেশ্য থাকিতে পারে অর্থাৎ যজ্ঞের বিঘ্নকারী কেহ যেন না থাকিতে পারে, ইহাই তাহার উদ্দেশ্য। ইহাদ্বারা অন্তঃ শত্রু ও বহিঃ শত্রু উভয়কেই বুঝাইতে পারে। ৫।

——(০)——

"উত নঃ সুভগাঁ অরির্বোচেয়ুর্দস্ম কৃষ্টয়ঃ। স্যামেদিন্দ্রস্য শর্ম্মণি ॥" ৬।

ব্যাখ্যা—দস্ম (হে শত্রুক্ষয়কারী ইন্দ্র !) অরি উত (শত্রুও) নঃ (আমাদিগকে) সুভগান্ (সৌভাগ্যবান) বোচেয়ুঃ (বলিয়া থাকে) কৃষ্টয়ঃ (মনুষ্যগণ, মিত্রগণ) ইন্দ্রস্য (ইন্দ্রের) শর্ম্মণি (প্রসাদ লাভে) স্যামেৎ (আছি) ॥ ৬।

বঙ্গানুবাদ—হে শত্রুক্ষয়কারী ইন্দ্রদেব ! শত্রু ও মিত্র (উভয়ে) আমাদিগকে সৌভাগ্যবান বলিয়া থাকে, (যেহেতু আমরা) ইন্দ্রের প্রসাদ লাভ করিয়াছি। ৬।

তাৎপর্য্যার্থ—দেবতা যজ্ঞে উপস্থিত হইয়াছেন, তাই সাধক আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেছেন, যেহেতু শত্রু-মিত্র সকলেই তাহার ভাগ্যের প্রশংসা করিতেছে। ৬।

——:——

"এমাশুমাশবে ভর যজ্ঞশ্রিয়ং নৃমাদনং। পতয়ন্মন্দয়ৎসখং ॥ ৭।

ব্যাখ্যা—আশবে (সমস্তসোম যজ্ঞে পরিব্যাপ্ত ইন্দ্রদেবের নিমিত্ত) যজ্ঞশ্রিয়ং (যজ্ঞের সম্পদ স্বরূপ) নৃমাদনং (জনানন্দকর) পতয়ৎ (ব্যবহার্য্য) মন্দয়ৎসখং (হর্ষ-বর্দ্ধক) ঈং আশুং (এই সোমকে) আভর (আহরণ কর) ॥ ৭।

বঙ্গানুবাদ—সর্ব্ব যজ্ঞেশ্বর ইন্দ্রদেবের জন্য, যজ্ঞের সম্পদ স্বরূপ, জনানন্দকর ব্যবহার্য্য হর্ষবর্দ্ধক এই সোম আহরণ কর। ৭।

তাৎপর্য্যার্থ—"আশু" শব্দের অর্থ কেহ করেন আউশ ধান। তাই তাঁহারা বেদকে চাষার গান বলেন, যেহেতু আউশ ধান চাষারা উৎপন্ন করে। ধানই যদি উদ্দেশ্য হয় তবে ভাল ভাল ধানের নাম না করিয়া ধানের মধ্যে যাহা অতি নিকৃষ্ট তাহাই দেবতার জন্য মনোনীত করার কারণ কি ? দেবতাকে লোকে উৎকৃষ্ট দ্রব্যই দিয়া থাকে। যে বেদে যজ্ঞের জন্য ঘৃতের ব্যবস্থা, সেই বেদেই দেবতার ভোগের জন্য আউশ ধানেরব্যবস্থা ! আর "আশুং" শব্দের যে কয়েকটী বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা আউশ ধানে প্রযোজ্য হইতে পারেনা। সুতরাং আশু শব্দের অর্থ আউশ ধান হইতে পারেনা। সায়নাচার্য্য "আশু" শব্দের অর্থ "সোম" করিয়াছেন, আমরাও তাহাই সঙ্গত বলিয়া মনে করি। এমাশুম্=আ+ ঈম্+আশুম্ ॥ ৭।

"অস্য পীত্বা শতক্রতো ঘনো বৃত্রাণামভবঃ। প্রাবো বাজেষু বাজিনং ॥" ৮।

ব্যাখ্যা—শতক্রতো (হে শতক্রতু ইন্দ্র) অস্য (এই সোম) পীত্বা (পান করিয়া) বৃত্রাণাং (বৃত্রাদি অসুরগণের) ঘনো (হন্তা) অভবঃ (হইয়াছেন) বাজেষু (যুদ্ধে) বাজিনঃ (যোদ্ধৃগণকে) প্রাবঃ (বিশেষরূপ রক্ষা করিয়াছেন। ৮।

বঙ্গানুবাদ—হে শতক্রতু ইন্দ্র ! সোমপান করিয়া (আপনি) বৃত্রাদি অসুরগণের হন্তা হইয়াছিলেন (এবং) যুদ্ধে (স্বপক্ষীয়) যোদ্ধৃগণকে বিশেষরূপে রক্ষা করিয়াছিলেন। ৮ ॥

তাৎপর্য্যার্থ—অনেকে জানেন যে ইন্দ্র শত অশ্বমেধ করিয়া ছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম শতক্রতু হইয়াছে। সায়ণ এই স্থানে অর্থ করিয়াছেন "বহু **কর্ম্মযুক্ত**" অর্থাৎ "বহু কর্ম্মের নিয়ন্তা"। ৮ ॥

"তং ত্বা বাজেষু বাজিনং বাজয়ামঃ শতক্রতো। ধনানামিন্দ্র সাতয়ে।" ৯

ব্যাখ্যা—শতক্রতো (হে শতক্রতু) ইন্দ্র (ইন্দ্রদেব) ধনানাং (ধনের) সাতয়ে (লাভের জন্য) বাজেষু (যুদ্ধে) বাজিনং (বলবন্ত) ত্বা (আপনাকে) বাজয়ামঃ (অন্নযুক্ত করিতেছি)। ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে শতক্রতু ইন্দ্রদেব ! যুদ্ধকালে আপনি প্রভূত বলশালী ; ধন অর্থাৎ অভীষ্ট লাভের জন্য আপনাকে অন্নযুক্ত করিতেছি অর্থাৎ যজ্ঞে আহুতি দিতেছি।

তাৎপর্য্যার্থ—যুদ্ধ শব্দে শত্রুগণের সহিত সংগ্রাম, কর্ম্মজীবনের সংগ্রাম, কাম ক্রোধাদি রিপুগণের সহিত সংগ্রাম সমস্তই বুঝাইতে পারে। অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার বিপদে রক্ষা পাইবার জন্য দেবতার শরণাপন্ন হইতেছে। ৯।

"যো রায়োঽবনির্মহান্ৎসুপারঃ সুন্বতঃ সখা। তস্মা ইন্দ্রায় গায়ত ॥" ১০।

ব্যাখ্যা—যঃ (যে ইন্দ্র) রায়ো (ধনের) মহান (শ্রেষ্ঠ) অবনি (রক্ষক) সুপারঃ (শোভন কর্ম্মের পালক) সুন্বতঃ (সোম-সংস্কার-নিযুক্ত যজমানের) সখা (প্রিয়) তস্মৈ ইন্দ্রায় গায়ত (সেই ইন্দ্রের স্তব কর)। ১০।

বঙ্গানুবাদ—যে ইন্দ্রদেব ধনের প্রধান রক্ষক, শোভন কর্ম্মের পালক, সোম-সংস্কার-নিযুক্ত যজমানগণের প্রিয় সেই ইন্দ্রদেবের স্তব কর। ১০।

তাৎপর্য্যার্থ—সরল ভাব। ১০ ॥

ওঁ নমো নারায়ণায় ॥

ওঁ বেদঃ ।

ঋগ্বেদ-সংহিতা ।

প্রথম মণ্ডল । পঞ্চম সূক্ত

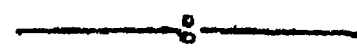
ঋষি—মধুচ্ছন্দা । ছন্দ—গায়ত্রী । দেবতা—ইন্দ্র ।

"আ ত্বেতা নি ষীদতেন্দ্রমভি প্রগায়ত । সখায়ঃ স্তোমবাহসঃ ।" ১ ॥

ব্যাখ্যা—সখায় (হে সখা) স্তোমবাহসঃ (স্তোমবাহক ঋত্বিকগণ) আ তু আ ইত (ক্ষিপ্র আগমন কর, আগমন কর) নিষীদত (উপবেশন কর) ইন্দ্রং (ইন্দ্রদেবকে অভিপ্রগায়ত (সর্ব্বপ্রকার স্তব কর) । ১ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে সখা স্তোমবাহক (ঋত্বিকগণ) শীঘ্র আগমন কর আগমন কর উপবেশন কর এবং ইন্দ্রদেবের সর্ব্বপ্রকার স্তব কর । ১ ॥

তাৎপর্য্যার্থ—স্তোমবাহ অর্থাৎ স্তব-বাহক, যাহাদের উচ্চারিত স্তব দেবতার নিকট পৌঁছিবেই । স্তব যে সে লোকে পাঠ করিলেই হয় না, পাঠ কর্ত্তারও শক্তি চাই সত্যসিদ্ধ ও কালজ্ঞ হওয়া দরকার । সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি দেবতাকে ডাকিলে তাঁহার বাক্য ব্যর্থ হইতে পারে না । এইরূপ লোকই স্তববাহক বা ঋত্বিক হইবার যোগ্য । তাই যাজ্ঞিক ব্যগ্রতার সহিত স্তব-বাহক ঋত্বিককে আহ্বান করিতেছে । দেবতা আসিয়াছেন, স্তবে এবং অভ্যর্থনায় যেন ত্রুটী না হয় । ঋত্বিককে সখা বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে যেহেতু "সমপ্রাণঃ সখামতঃ ।" তোমরা আমার সখা, প্রাণসম অর্থাৎ আমার মন-প্রাণ তোমাদেরই হাতে, দেখিও আমার কর্ম্ম যেন নিষ্ফল না হয় । শীঘ্র শীঘ্র আগমন কর ও স্তব কর । ১ ॥



"পুরূতমং পুরূণামীশানং বার্য্যাণাং । ইন্দ্রং সোমে সচা সুতে ।" ২ ॥

ব্যাখ্যা—[সখায় (হে সখাস্বরূপ ঋত্বিকগণ)] সচা (সকলে সমাগত হইয়া) সুতে (সোম অভিষুত হইতে আরম্ভ করিলে) পুরূতমং (বহু শত্রুনাশক) বার্য্যাণাং পুরূণাং (বরণীয় ধনের) ঈশানং (প্রভু, ঈশ্বর) ইন্দ্রং (ইন্দ্রদেবকে) [প্রগায়ত (স্তব করুন) পূর্ব্ব ঋকের সহিত অন্বয়] । ২ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে সখাস্বরূপ ঋত্বিকগণ! সোম অভিষুত হইতে আরম্ভ করিলে সকলে সমবেত হইয়া বহু শত্রুনাশক ও বরণীয় ধনের প্রভু ইন্দ্রদেবের স্তব করুন। ২ ॥

তাৎপর্য্যার্থ—যজ্ঞের অনেক শত্রু তাই ধনাদি কামনার সঙ্গে সঙ্গে দেবতাগণের শত্রু নাশক বা তদ্রূপ ভাব প্রকাশক বিশেষণ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যাইবে। ২ ॥

"স ঘা নো যোগ আ ভুবৎ স রায়ে স পুরন্ধ্যাং। গমদ্বাজেভিরা সনঃ।" ৩ ॥

ব্যাখ্যা—সঘা (সেই শত্রুহননকারী) নঃ (আমাদের) যোগে (পূর্ব্বের অপ্রাপ্ত পুরুষার্থের জন্য) স (সেই ইন্দ্র) নঃ (আমাদের) রায়ে (ধনের জন্য) স (সেই ইন্দ্র) পুরন্ধ্যাং (বহুবিধ বুদ্ধির জন্য) আভুবৎ (কৃপাবান হউন অর্থাৎ আমাদিগকে পুরুষার্থ, ধন ও বুদ্ধি দান করুন) স (সেই ইন্দ্র) বাজেভিঃ (অন্ন সহ) আগমৎ (আগমন করুন)। ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—সেই শত্রুঘ্ন ইন্দ্র আমাদিগকে পূর্ব্বে অপ্রাপ্ত পুরুষার্থ, ধন ও বুদ্ধি দান করুন (এবং) অন্নের সহিত আগমন করুন। ৩ ॥

তাৎপর্য্যার্থ—সরল প্রার্থনা। স ঘ=স এব ইন্দ্রঃ=পূর্ব্বোক্ত গুণ বিশিষ্টঃ। যোগে=পূর্ব্বম্ অপ্রাপ্তস্য পুরুষার্থস্য সম্বন্ধে। পুরন্ধ্যাং=যোষি আভুবৎ (স্ত্রী দান করুন) যদ্বা বহু বিধায়াং বুদ্ধাবাভুবৎ (বহুবিধবুদ্ধি দানকরুন) (সায়ণ)। সুতরাং "পুরন্ধ্যাং" শব্দের "স্ত্রী" অথবা "বহুবিধ বুদ্ধি" দান করুন এই দুই ভাবেই হইতে পারে। ৩ ॥

—:—

"যস্য সংস্থে ন বৃণ্বতে হরী সমৎসু শত্রবঃ। তস্মা ইন্দ্রায় গায়ত ॥" ৪।

ব্যাখ্যা—সমৎসু (যুদ্ধে) যস্য (যে ইন্দ্রের) সংস্থে (রথে যুক্ত) হরী (অশ্বদ্বয়কে) শত্রবঃ (শত্রুগণ) ন বৃণ্বতে (বরণ করেনা) তস্মা (সেই ইন্দ্রের প্রীতির জন্য) গায়ত (গান-করুন) ॥ ৪।

বঙ্গানুবাদ—যুদ্ধে যে ইন্দ্রদেবের রথাশ্বকে শত্রুগণ (ভয়ে) বরণ করেনা অর্থাৎ রথাশ্ব দর্শন মাত্রই ভয়ে পলায়ন করে সেই ইন্দ্রদেবের প্রীতির জন্য গান করুন। ৪।

তাৎপর্য্যার্থ—এই মন্ত্রে যজমান ঋত্বিককে স্তব করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। ৪।

—:—

"সুতপাব্নে সুতা ইমে শুচয়ো যন্তি বীতয়ে। সোমাসো দধ্যাশিরঃ ॥" ৫।

ব্যাখ্যা—ইমে (এই যজ্ঞে) দধ্যাশিরঃ (দধিযুক্ত) শুচয়ঃ (পবিত্র) সোমাসঃ (সোম) সুতপাব্নে (অভিষুত সোমের পানকর্ত্তা ইন্দ্রের) বীতয়ে (পানার্থ) যন্তি (প্রাপ্ত হয় তাঁহাকে= প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তাঁহার নিকট গমন করে।) ॥ ৫।

বঙ্গানুবাদ—এই যজ্ঞে দধিযুক্ত পবিত্র সোম, অভিষুত সোমের পানকর্ত্তা ইন্দ্রের নিকট গমন করিতেছে। ৫।

তাৎপর্য্যার্থ—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে সোম কোন গাছের বা লতার রস নহে, ঋষিদের তৈয়ারী বিভিন্ন দ্রব্যের মিশ্রণোৎপন্ন এক প্রকার পানীয়। এই ঋকদ্বারা তাহা সমর্থিত হইতেছে। যেহেতু দেখা যাইতেছে যে দধিও সোমরসের একটী উপকরণ এবং দধিযুক্ত সোমই বিশেষ আদরণীয়। "দধ্যাশিরসোম" অর্থাৎ শির-সহ-দধি-যুক্ত সোম। দধি+আশির= দধ্যাশির। আশির= শির সহ অর্থাৎ অগ্রভাগ সহ। সুতরাং দধিযুক্ত সোমের মধ্যেও আশির অর্থাৎ দধির শির অর্থাৎ অগ্রভাগযুক্ত সোম সর্ব্বোৎকৃষ্ট। পূর্ব্বে আরও বলাহইয়াছে যে সোম অভিষুত হইলেই দেবসন্নিধানে পৌছিতে চাহে। এই ঋকের শেষাংশ তাহাও সমর্থন করে॥ ৫।

"ত্বং সুতস্য পীতয়ে সদ্যো বৃদ্ধো অজায়থাঃ।
ইন্দ্র জ্যৈষ্ঠ্যায় সুক্রতো॥" ৬।

ব্যাখ্যা—সুক্রতো ইন্দ্র (হে শোভনপ্রজ্ঞ ইন্দ্রদেব!) ত্বং (আপনি) সুতস্য(অভিষুত-সোমের) পীতয়ে (পানকরিবার নিমিত্ত) জ্যৈষ্ঠ্যায় (দেবগণের মধ্যে জেষ্ঠত্ব হেতু) সদ্যঃ (সেইক্ষণে) বৃদ্ধঃ অজায়থাঃ (বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, শ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন)। ৬।

বঙ্গানুবাদ—হে শোভন-প্রজ্ঞ ইন্দ্রদেব! অভিষুত-সোম-পানে দেবগণের মধ্যে আপনি প্রধান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন॥ ৬।

তাৎপর্য্যার্থ—ইন্দ্রদেব, দেবগণের মধ্যে সোমপানে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বলিয়াই সর্ব্ব বিষয়েই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। ইহাদ্বারা সোমরসের উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। আর সোমরস মাদক দ্রব্য বলিয়া অধুনা তাহার যে একটা অপবাদ, এই ঋক্ দ্বারা তাহাও দূরীভূত হইয়াছে। যেহেতু সোম মাদকদ্রব্য হইলে এত অধিক সোমপায়ী কখনও সকলের উপর প্রাধান্য লাভকরিতে পারেনা। ৬।

"আ ত্বা বিশন্ত্বাশবঃ সোমাস ইন্দ্র গির্ব্বণঃ।
শংতে সন্তু প্রচেতসে॥" ৭।

ব্যাখ্যা—গির্ব্বণঃ (ভজনীয়) ইন্দ্র (ইন্দ্রদেব!) ত্বা (আপনাকে) আশবঃ (সবনত্রয়ে ব্যাপ্ত) সোমাসঃ (সোম) আ বিশন্তু (সম্যকরূপে প্রবেশ করুক) প্রচেতসে (প্রকৃষ্ট জ্ঞানের জন্য) তে (আপনার) শং (সুখপ্রদ) সন্তু (হউক)। ৭।

বঙ্গানুবাদ—হে ভজনীয় ইন্দ্রদেব! সবনত্রয়ে ব্যাপ্ত সোম সম্যকরূপে আপনাতে প্রবিষ্টহউক, প্রকৃষ্ট জ্ঞান হেতু আপনার সুখপ্রদ হউক। ৭॥

তাৎপর্য্যার্থ—"সোম আপনাতে প্রবৃষ্ট হউক" ইহাদ্বারা এই বুঝিতে পারা যায় যে সোম আপনা হইতেই প্রকৃতির অধিপতি দেবতাগণে প্রবেশ করিয়া থাকে। ইহা স্বাভাবিক

পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে বিশেষরূপ আলোচনা করা হইয়াছে। সবনত্রয়ে—ত্রৈকালিক যজ্ঞে অর্থাৎ প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্নকাল ও সায়ংকালের যজ্ঞে। ৭।

"ত্বাং স্তোমা অবীবৃধনৃত্বামুক্থা শতক্রতো।
ত্বাং বর্দ্ধন্তু নো গিরঃ॥" ৮।

ব্যাখ্যা—শতক্রতো (হে শতক্রতু ইন্দ্র !) ত্বাং (আপনাকে) স্তোমা (সামগদিগের স্তোত্র সমূহ) অবীবৃধন্ (বর্দ্ধিত করিয়াছিল অর্থাৎ সামগান দ্বারা আপনার মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছিল) উক্থাঃ (ব্রহ্মার মুখনিঃসৃত উক্থ মন্ত্র) ত্বাং (অবীবৃধন্) (আপনাকে গুণ-কীর্ত্তন দ্বারা বর্দ্ধিতকরিয়াছিল) নঃ (আমাদের) গিরঃ (স্তব) ত্বাং বর্দ্ধন্তু (আপনাকে বর্দ্ধিত করুক, আপনার গুণ কীর্ত্তনকরুক)॥ ৮।

বঙ্গানুবাদ—হে শতক্রতু ইন্দ্র ! সামগদিগের স্তোত্র সমূহ ও ব্রহ্মার মুখ-নিঃসৃত উক্থ মন্ত্র আপনার গুণ কীর্ত্তনকরিয়াছে ; আমাদের স্তবও (তদ্রূপ) আপনার গুণ কীর্ত্তন করুক॥ ৮।

তাৎপর্য্যার্থ—সামগানে আপনার প্রশংসা বাচক স্তুতি আছে, ব্রহ্মা আপনার স্তব করিয়াছেন এবং আমরাও করিতেছি॥ ৮।

"অক্ষিতোতিঃ সনেদিমং বাজমিন্দ্রঃ সহস্রিণং।
যস্মিন্ বিশ্বানি পৌংস্যা॥" ৯।

ব্যাখ্যা—অক্ষিতোতিঃ (বিরামহীন-ভাবে রক্ষক) ইন্দ্রঃ (ইন্দ্রদেব) সহস্রিণং (সহস্র সংখ্যা) ইমং বাজং (সোমরূপ অন্ন) সনেৎ (গ্রহণ করেন) যস্মিন্ (যে অন্নে) বিশ্বানি (সর্ব্ব প্রকার) পৌংস্যা (পৌরুষশক্তি আছে)॥ ৯।

বঙ্গানুবাদ—সর্ব্ব কালের রক্ষক ইন্দ্রদেব বহুবিধ সোমরূপ অন্ন গ্রহণ করেন, যে অন্নে বিশ্বের সর্ব্বপ্রকার পৌরুষ বা শক্তি বিদ্যামান আছে॥ ৯।

তাৎপর্য্যার্থ—এই ঋকে প্রকারান্তরে সোমেরই গুণ ব্যাখ্যাকরা হইয়াছে। যে সোম সর্ব্বপ্রকার শক্তিদান করে সেই প্রকারের বহুবিধ সোম ইন্দ্রকে দেওয়া হয় এবং তিনি তাহা গ্রহণ করেন। দেবতাকে যাহা নিবেদন করা যায়, সাধক বহুগুণে তাহা পুনঃ প্রাপ্ত হয়। তাই ঐ প্রকার গুণসম্পন্ন সোমদ্বারা ইন্দ্রের তৃপ্তিসাধন করিতেপারিলে, তাঁহার কৃপায় বহুগুণ পৌরুষ ও শক্তি লাভ করা যায়। সুতরাং উৎকৃষ্ট সোম দ্বারাই দেবতার পূজা করিতে হইবে॥ ৯।

"মা নো মর্তা অভি দ্রুহন্তনূনামিন্দ্র গির্বণঃ।
ঈশানো যবয়া বধং॥ ১০।

ব্যাখ্যা—গির্ব্বণ ইন্দ্র (হে স্তুত্য ইন্দ্রদেব !) মর্তা (বিরোধী মনুষ্যগণ) নঃ (আমাদের) তনূনাং (দেহের) মা অভিদ্রুহন্ (যেন কোন হিংসা না করে) ঈশানঃ (সমর্থ) বধং (বধকার্য্য অর্থাৎ বৈরিগণ কর্ত্তৃক হত্যাকার্য্য) যবয় (আমাদের নিকট হইতে পৃথক করুন)॥ ১০।

বঙ্গানুবাদ—হে স্তুত্য ইন্দ্রদেব ! বিরোধীগণ অর্থাৎ শত্রুগণ আমাদের দেহের যেন কোন হিংসা করিতে না পারে ; তাহাদের হত্যাকার্য্য আমাদের নিকট হইতে পৃথক করুন অর্থাৎ দূরকরুন ; (আপনিই তাহাতে) সমর্থ॥ ১০।

তাৎপর্য্যার্থ—তাহাদের বধকার্য্য দূরকরুন অর্থাৎ তাহারা যেন আমাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্তহইয়া হত্যাকার্য্যের অনুষ্ঠানকরিতে না পারে॥ ১০।

ওঁ নমো নারায়ণায়।

ওঁ বেদঃ।

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

-(*)-

১ম মণ্ডল। ষষ্ঠ সূক্ত।

ঋষি—মধুচ্ছন্দা। ছন্দ—গায়ত্রী। দেবতা—ইন্দ্র।

———(০)———

"যুঞ্জন্তি ব্রধ্নমরুষং চরন্তং পরি তস্থুষঃ।
রোচন্তে রোচনা দিবি॥" ১।

ব্যাখ্যা—ব্রধ্নং (আদিত্যরূপে অবস্থিত) অরুষং (হিংসকরহিত) চরন্তং (বায়ুরূপে সর্ব্বত্র চরণশীল ইন্দ্রদেবকে) পরিতস্থুষঃ (ত্রিলোকবাসিগণ) যুঞ্জন্তি (অর্চ্চনা করিয়া থাকে) রোচনা (সেই ইন্দ্রদেবের মূর্ত্তি বিশেষ নক্ষত্রগণ) দিবি (আকাশে) রোচন্তে (প্রকাশ পায়)॥ ১।

বঙ্গানুবাদ—আদিত্যরূপে অবস্থিত, হিংসকরহিত, বায়ুরূপে সর্ব্বত্র বিচরণশীল ইন্দ্রদেবকে ত্রিলোকবাসী অর্চ্চনাকরিয়াথাকে; সেই ইন্দ্রদেবের মূর্ত্তি-বিশেষ নক্ষত্রগণ আকাশে প্রকাশ পায়॥ ১।

তাৎপর্য্যার্থ—দেবতার বিবিধ প্রকার গুণ বা শক্তির আলোচনা করিতে করিতে সাধকের জ্ঞান ক্রমশঃ প্রসারিত হইতেছে। এখন তিনি ইন্দ্রে বিশ্বরূপ দর্শনকরিতে আরম্ভ করিয়াছেন, যেমন অর্জ্জুন দেখিয়াছিলেন—

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে
সর্ব্বাংস্তথা ভুত বিশেষ সঙ্ঘান্। ইত্যাদি (গীতা-১১। ১৫)

———:———

**"যুঞ্জন্ত্যস্য কাম্যা হরী বিপক্ষসা রথে।
শোণা ধৃষ্ণূ নৃবাহসা॥" ২।**

ব্যাখ্যা—অস্য (এই ইন্দ্রের অর্থাৎ পূর্ব্ব বর্ণিত ইন্দ্রের) রথে (রথে) বিপক্ষসৌ (বিভিন্ন পার্শ্বে অর্থাৎ উভয় পার্শ্বে) কাম্যা (কাম্য) শোণা (রক্তবর্ণ) ধৃষ্ণূ (কর্ম্মদক্ষ) নৃবাহসা (লোকবহনকারী) হরী (অশ্বদ্বয়) যুঞ্জতি (সংযুক্ত করিয়া থাকে)॥ ২।

বঙ্গানুবাদ—এই ইন্দ্রের রথে উভয় পার্শ্বে কাম্য, লোহিতবর্ণ, কর্ম্মদক্ষ, নৃবাহক অশ্বদ্বয় সংযোজিত থাকে॥ ২।

তাৎপর্য্যার্থ—সাধনার প্রথমাবস্থা কামনা-প্রসূত, একটু অগ্রসর হইলেই ত্যাগের বা জ্ঞানের মৃদু হাওয়া আসিতে থাকে। তখন কামনা ও ত্যাগ,—ঐশ্বর্য্য ও জ্ঞান,—মিশামিশি ভাবে চলিতে থাকে। তাই পূর্ব্ব ঋকে জ্ঞানের বিকাশ এবং বর্ত্তমান ঋকে আবার ঐশ্বর্য্যের ছবি। পূর্ণ জ্ঞান না আসা পর্য্যন্ত এইরূপ মাখামাখিভাব থাকিবে, তবে সাধকের কর্ম্মের প্রভাবের তারতম্যানুসারে ক্রমশঃ ঐশ্বর্য্যের হ্রাস ও জ্ঞানের বৃদ্ধি উপস্থিত হইতে থাকে। পূর্ব্ব ঋকে সূর্য্য, বায়ু, নক্ষত্র প্রভৃতি সর্ব্বত্রই ইন্দ্রকে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। এখন আবার তিনি দিব্যাশ্বযুক্ত রথে অবস্থিত। সাধকের কামনা অনুসারে দেবতার রূপ যথা—

**যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে,
তাং স্তথৈব ভজাম্যহং।** (গীতা ৪—১১)

মানব কিরূপে কর্ম্মের দ্বারা জ্ঞানের দিকে অগ্রসর হইবে, তাহাই পরমেশ্বর বেদ-মন্ত্র দ্বারা বুঝাইয়া দিয়াছেন। প্রথম কামনা, পরে কামনা ও ত্যাগের সংমিশ্রণ এবং সর্ব্বশেষে কামনার বিনাশ, ত্যাগের পূর্ণ বিকাশ॥ ২।

**"কেতুং কৃণ্বন্নকেতবে পেশো মর্য্যা অপেশসে।
সমুষদ্ভিরজায়থাঃ॥ ৩।"**

ব্যাখ্যা—মর্য্যা (হে মরণধর্ম্মশীল মানবগণ!) অকেতবে (নিদ্রাভিভূত চৈতন্য-রহিত দিগকে) কেতুং কৃণ্বন্ (চৈতন্যযুক্ত করিয়া অর্থাৎ জাগ্রত করিয়া) অপেশসে (রূপ-রহিত দিগকে, অন্ধকারনিবন্ধন অদৃশ্যদিগকে) পেশঃ (রূপসম্পন্ন করিয়া অর্থাৎ দৃশ্যমান করিয়া) উষদ্ভিঃ (উষার সহিত, উষাকালে) সম্ অজায়থাঃ (সমুদিত হয়েন)॥ ৩।

বঙ্গানুবাদ—হে মরণশীল মানবগণ! (সূর্য্যরূপ ইন্দ্র) নিদ্রাভিভূত অচৈতন্যদিগকে চৈতন্য দান করিয়া, অদৃশ্যদিগকে দৃশ্যমান করিয়া উষাকালে সমুদিত হয়েন॥ ৩।

তাৎপর্য্যার্থ—প্রথমা ঋকে ইন্দ্রকে "আদিত্য রূপে অবস্থিত" বলা হইয়াছে। তাই এখন বলা হইতেছে যে সেই ইন্দ্র উষাকালে সূর্য্যরূপে উদিত হইলে নিদ্রাভিভূত প্রাণিগণ

চৈতন্য লাভকরে এবং রাত্রিকালে অন্ধকারনিবন্ধন যাহা সব-অদৃশ্য থাকে তাহা পুনরায় রূপ লাভ করে অর্থাৎ দর্শন যোগ্য হয়। এই ঋকের অন্য এক প্রকার অর্থও হইতে পারে। যথা সৃষ্টির প্রারম্ভে সমস্ত জগৎ অন্ধকারময় ছিল, পরে সর্ব্বপ্রথমে পূর্ব্বাকাশে ইন্দ্রদেব সূর্য্যরূপে সমুদিতহইয়া সুপ্তজীবগণকে জাগরিত এবং সমস্ত জগৎকে প্রকাশিত করিয়াছিলেন॥ ৩।

"আদহ স্বধামনু পুনর্গর্ভত্বমেরিরে।
দধানা নাম যজ্ঞিয়ং॥ ৪॥"

ব্যাখ্যা—আদহ (অনন্তর, অন্ধকারের অবসানে জগৎ প্রকাশিত হইলে পর) যজ্ঞিয়ং (যজ্ঞার্হ, যাজ্ঞিক) নাম দধানাঃ (নাম ধারণ করিয়া) স্বধাং (মন্ত্র) অনু (ধ্যান করতঃ) পুনর্গর্ভত্বং (নব জীবন) এরিরে (সম্যক রূপে প্রাপ্ত হয়)॥ ৪।

বঙ্গানুবাদ—অন্ধকারের অবসানে জগৎ প্রকাশিত হইলে পর (মানব) যাজ্ঞিক নাম গ্রহণ পূর্ব্বক স্বধামন্ত্র ধ্যান করতঃ নব জীবন লাভ করে॥ ৪।

তাৎপর্য্যার্থ—রাত্রির অবসানে অথবা সৃষ্টির প্রারম্ভে সূর্য্যোদয় হইলে নবালোকে উদ্ভাসিত হইয়া সমস্ত জগৎ যেন নবজীবন প্রাপ্ত হয় এবং মানবগণ যজ্ঞাদিরূপ ভগবদারধনায় নিযুক্ত হয়॥ ৪।

—:—

"বীলু চিদারুজত্নুভিগুর্হা চিদিন্দ্র বহ্নিভিঃ।
অবিন্দ উস্রিয়া অনু॥" ৫।

ব্যাখ্যা—ইন্দ্র (হে ইন্দ্রদেব !) বীলুচিৎ (দৃঢ় দুর্গমস্থান) গুহাচিৎ (গুহা) বহ্নিভিঃ (বজ্রাগ্নি দ্বারা) আরুজত্নুভিঃ (ভেদকরিয়া) উস্রিয়া (গো সকল) অনু (পশ্চাৎ) অবিন্দ (লাভ করিয়াছিলেন, উদ্ধার করিয়াছিলেন)॥ ৫।

বঙ্গানুবাদ—হে ইন্দ্রদেব ! দুর্গম গুহা বজ্রাগ্নিদ্বারা ভেদকরিয়া পশ্চাতে গোসকল উদ্ধারকরিয়াছিলেন॥ ৫।

তাৎপর্য্যার্থ—দেবলোক হইতে পণি নামক অসুরগণ গো সকল হরণ করিয়া দুর্গম অন্ধকার গুহার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, ইন্দ্রদেব সেই গুহা ভেদকরতঃ গোগণকে উদ্ধার করিয়াছিলেন॥ ৫।

দেবয়ন্তো যথা মতিমচ্ছা বিদদ্বসুং গিরঃ।
মহামনূষত শ্রুতং॥ ৬।

ব্যাখ্যা—দেবয়ন্তো (মরুদ্দেবগণের উদ্দেশ্যে) গিরঃ (ঋত্বিকরূপ স্তোতৃগণ) মহাং (প্রৌঢ়) বিদদ্বসুং (ধন সমূহ যুক্ত) শ্রুতং (বিখ্যাত মরুদ্দেবগণকে) অচ্ছ

(পাইবার নিমিত্ত) অনূষত (স্তব করিয়াছিলেন) যথামতিং (ইন্দ্রদেবের ন্যায় অর্থাৎ ইন্দ্রদেবকে যেমন স্তব করিয়াছিলেন)॥ ৬ ।

বঙ্গানুবাদ—মরুদ্দেবগণের উদ্দেশে ঋত্বিকগণ প্রৌঢ়, ধনযুক্ত, বিখ্যাত (সেই মরুদ্দেবগণকে) পাইবার নিমিত্ত, ইন্দ্রদেবের ন্যায় স্তব করিয়াছিলেন। (ইন্দ্রদেবকে যেরূপ স্তব করিয়াছিলেন সেইরূপ)॥ ৬ ।

তাৎপর্য্যার্থ—দেবয়ন্তঃ=মরুৎ সংজ্ঞান্ দেবান্ ইচ্ছন্তঃ অর্থাৎ মরুৎ নামক দেবতাগণকে ইচ্ছা বা লক্ষ্য করিয়া (সায়ণ)॥ ৬ ।

———:———

"ইন্দ্রেণ সং হি দৃক্ষসে সংজগ্মানো অবিভ্যুষা।
মন্দূ সমানবর্চসা॥" ৭ ।

ব্যাখ্যা—(হে মরুদ্গণ ! আপনারা) অবিভ্যুষা (ভীতিরহিত) ইন্দ্রেণ (ইন্দ্রের সহিত) সঞ্জগ্মানঃ (সম্যকপ্রকারে গমন করিয়া থাকেন) সং দৃক্ষসে হি (এবং নিশ্চয়ই দর্শনীয় হইয়া থাকেন) মন্দূ (আপনারা নিত্য হর্ষযুক্ত) সমানবর্চসা (সমদীপ্তিযুক্ত)॥ ৭ ।

বঙ্গানুবাদ—হে মরুদ্গণ ! আপনারা ভীতিরহিত ইন্দ্রের সহিত সম্যকপ্রকারে গমনকরিয়া থাকেন এবং নিশ্চয়ই দর্শনীয় হইয়া থাকেন ; আপনারা নিত্য হর্ষযুক্ত ও সমদীপ্তিযুক্ত॥ ৭ ।

তাৎপর্য্যার্থ—মরুদ্গণকে বলা হইয়াছে যে "আপনারা ভীতিহীন ইন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া সুন্দররূপে শোভা পাইতেছেন, আপনারা সর্ব্বদাই প্রফুল্ল ও সমানরূপে দীপ্তিযুক্ত।" "ইন্দ্র ও মরুদ্গণকে এক করিয়া দেওয়া হইয়াছে, অর্থাৎ প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে যে মরুদ্গণ ও ইন্দ্র একই॥ ৭ ।

———:———

"অনবদ্যৈরভিদ্যুভির্মখঃ সহস্বদর্চতি।
গণৈরিন্দ্রস্য কাম্যৈঃ" ॥ ৮ ।

ব্যাখ্যা—মখঃ (প্রবর্ত্তমান এই যজ্ঞ) অনবদ্যৈঃ (দোষ-শূন্য) অভিদ্যুভিঃ (স্বর্গাভিগত) কাম্যৈঃ (বাঞ্ছিত) গণৈঃ (মরুদ্গণের সহিত) ইন্দ্রস্য (ইন্দ্রের) সহস্বদ্ (বলের জন্য) অর্চতি (পূজাকরে)॥ ৮ ।

বঙ্গানুবাদ—প্রবর্ত্তমান এই যজ্ঞ দোষশূন্য, স্বর্গাভিগত, বাঞ্ছিত মরুদ্গণের সহিত ইন্দ্রের বলের জন্য অর্চ্চনা করে॥ ৮ ।

তাৎপর্য্যার্থ—এই যজ্ঞ ইন্দ্র ও মরুদ্গণকে বলশালী অর্থাৎ প্রীত করে॥ ৮

———:———

"অতঃ পরিজ্মন্নাগহি দিবো বা রোচনাদধি।
সমস্মিন্নৃঞ্জতে গিরঃ"॥ ৯।

ব্যাখ্যা—হে পরিজমন্! [হে সর্ব্বব্যাপী মরুদ্‌গণ!] অতঃ [অন্তরীক্ষ হইতে] দিবো বা [অথবা স্বর্গলোক হইতে] রোচনাৎ অধি [অথবা দীপ্যমান আদিত্য মণ্ডল হইতে] অস্মিন [এই যজ্ঞে] আগহি [আগমন কর] গিরঃ [স্তব=আমাদিগের স্তব] সম্ [সম্যক রূপে] ঋঞ্জতে [শ্রবণ করুন]॥ ৯।

বঙ্গানুবাদ—হে সর্ব্বব্যাপী মরুদ্‌গণ! অন্তরীক্ষ হইতে বা স্বর্গলোক হইতে অথবা আদিত্য মণ্ডল হইতে অর্থাৎ যেখানে থাক সেই স্থান হইতে এই যজ্ঞে আগমন কর এবং আমাদিগের স্তুতিবাক্য শ্রবণ কর। ৯।

তাৎপর্য্যার্থ—সর্ব্বব্যাপিন্ শব্দদ্বারা দেবতাগণের মধ্যেও ব্রহ্মভাব প্রকাশিত হইতেছে অর্থাৎ ব্রহ্মের অংশও ব্রহ্ম। তাঁহারা যখন সর্ব্বত্রই আছেন, তখন স্বর্গ, অন্তরীক্ষ বা শূন্য মণ্ডল, যেখান হইতেই হউক আগমন করতঃ আমাদিগের প্রার্থনা শ্রবণ করুন। ৯।

———(*)———

"ইতো বা সাতিমীমহে দিবো বা পার্থিবাদধি।
ইন্দ্রং মহো বা রজসঃ॥ ১০।"

ব্যাখ্যা—ইতঃ [এই] পার্থিবাৎ [পৃথিবী হইতে] বা দিবঃ [অথবা স্বর্গ হইতে] বা মহঃ [অথবা মহর্লোক হইতে] বা রজসঃ [অথবা অন্তরীক্ষ লোক হইতে] ইন্দ্রং [ইন্দ্রের নিকট] অধি [অধিক অর্থাৎ মনোমত] সাতিং [দান, অভিলষিত ধন] ঈমহে [প্রার্থনা করিতেছি]॥ ১০।

বঙ্গানুবাদ—হে ইন্দ্রদেব! পৃথিবীতে, স্বর্গে, মহর্লোকে বা অন্তরীক্ষে যেখানেই তুমি থাক না কেন, আমরা তোমর নিকট অভিলষিত ধন কামনা করিতেছি॥ ১০।

তাৎপর্য্যার্থ—তুমি যখন সর্ব্বব্যাপী, তখন যেখানেই থাক না কেন, সেখান হইতেই প্রার্থনানুযায়ী বর দানে সক্ষম। সাতিং=ধনদানং [সায়ণ]॥ ১০।

ওঁ নমো নারায়ণায়।

ওঁ বেদঃ।

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথম মণ্ডল। সপ্তম সূক্ত

ঋষি—মধুচ্ছন্দা। ছন্দ—গায়ত্রী। দেবতা—ইন্দ্র।

"ইন্দ্রমিদ্ গাথিনো বৃহদিন্দ্রমর্কেভিরর্কিণঃ।
ইন্দ্রং বাণীরনূষত॥" ১।

ব্যাখ্যা—ইন্দ্রং ইৎ [ইন্দ্রকেই] গাথিনঃ [উদ্গাতাগণ অর্থাৎ গায়কগণ] বৃহৎ [বৃহৎ নামক সামমন্ত্রের দ্বারা] ইন্দ্রং [ইন্দ্রকে] অর্কিণঃ [ঋগ্বেদীয় হোতৃগণ] অর্কেভিঃ [ঋগ্বেদের মন্ত্র দ্বারা] [এবং] ইন্দ্রং [ইন্দ্রদেবকে] বাণীঃ [অধ্বর্য্যুগণ যজুর্ম্মন্ত্রে] অনূষত [স্তবকরিয়া থাকেন]॥ ১।

বঙ্গানুবাদ—সাম-গায়কগণ "বৃহৎ" নামক সাম-মন্ত্রের দ্বারা ইন্দ্রদেবকেই স্তবকরিয়া থাকেন, ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণগণও ঋঙ্মন্ত্র দ্বারা ঐ ইন্দ্রদেবের আরাধনা করিতেছে এবং যজুর্ব্বেদাভিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণও যজুর্ম্মন্ত্রদ্বারা ইন্দ্রদেবের আরাধনা করিয়া থাকেন॥ ১।

তাৎপর্য্যার্থ—একটা সাধারণ কথা আছে "যে, যেভাবে ডাকে সেই ভাবেই পায়।" "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং" (গীতা—৪। ১১) ভগবানের এই উক্তি এই মন্ত্রদ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে। আরাধ্যদেব ইন্দ্র, তাঁহাকে যে ব্যক্তি যে মন্ত্রেই উপাসনা করুক না কেন, তাহাতেই কাজ হইবে। সকলেরই লক্ষ্য এক, পন্থা বিভিন্ন মাত্র। কিন্তু ভ্রমান্ধ মানব ইহা লইয়া দিবারাত্রি কলহ করিতেছে। কেহ শাক্ত, কেহ বৈষ্ণব, কেহ শৈব ইত্যাদি। সকলেরই উদ্দেশ্য ভগবৎ সঙ্গ লাভ। এই বিভিন্ন পন্থা লইয়া যে কলহ করিবার কিছুই নাই, এই ঋক্ তাহাই বুঝাইয়া দিতেছে"॥ ১।

"ইন্দ্র ইদ্ধর্য্যোঃ সচা সংমিশ্ল আ বচোযুজা।
ইন্দ্রো বজ্রী হিরণ্যয়ঃ" ॥ ২ ।

ব্যাখ্যা—ইন্দ্রইৎ [ইন্দ্রদেব] বচোযুজা [বাক্য যুক্ত অর্থাৎ বাক্যানুসরণকারী] হর্য্যোঃ [হরি নামক অশ্বদ্বয়] সচা [সহ] আসংমিশ্ল [সম্যকরূপে মিশ্রিত অর্থাৎ যুক্ত আছেন] ইন্দ্রঃ [ইন্দ্রদেব] বজ্রী [বজ্রধারী] হিরণ্যয়ঃ [হিরণ্যময়]॥ ২ ।

বঙ্গানুবাদ—ইন্দ্রদেব, বাক্য যুক্ত অর্থাৎ আদেশ-প্রতিপালনকারী হরি নামক অশ্বদ্বয় সহ সর্ব্বদাই যুক্ত। ইন্দ্র বজ্রধারী ও হিরন্ময়॥ ৩ ।

তাৎপর্য্যার্থ—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে "ইন্দ্রদেব সর্ব্বত্র আছেন।" কিরূপে তিনি সর্ব্বত্র থাকিতে পারেন অর্থাৎ কিরূপে ইচ্ছামাত্রই সর্ব্বত্র উপস্থিত হইতে পারেন, তাহা বুঝাইবার জন্যই এই ঋকে বলাহইয়াছে আদেশ-প্রতিপালনকারী দ্রুতগামী অশ্বদ্বয় সর্ব্বদাই তাঁহার রথে যুক্ত থাকে, যেন আদেশ মাত্র তাঁহাকে গন্তব্য স্থানে পৌছাইতে পারে। তাই সাধক স্বর্গে, পৃথিবীতে, আদিত্যলোকে অর্থাৎ সর্ব্বত্র তাঁহার বিদ্যমানতা উপলব্ধি করিতেছেন। ইন্দ্র শক্রবিমর্দ্দক, সাধকের মনোরঞ্জক ও কর্ত্তব্যপালনে বজ্রী এবং সাধকের পক্ষে হিরণ্য। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্রে এই ভাব প্রকৃষ্টরূপে প্রতিফলিত হইয়াছিল। যেমন তিনি দয়া ও কোমলতার আধার ছিলেন তেমনি কর্ত্তব্য পালনের জন্য বজ্র-সম কঠোর হইতে পারিতেন। যে রাম সীতাহরণে ও লক্ষণের শক্তিশেলে শোকাভিভূত হইয়া বালকের ন্যায় রোদন করিয়াছিলেন, কর্ত্তব্যের অনুরোধে সেই রামের আদেশেই আবার সীতার বনবাস ও লক্ষ্মণবর্জ্জন। তাই ইন্দ্রদেবকে কোমলতা ও কঠোরতার আধার বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। এইপ্রকার ভাব দেবতায়ই সম্ভবে॥ ২ ।

"ইন্দ্রো দীর্ঘায় চক্ষস আ সূর্য্যং রোহয়দ্দিবি।
বি গোভিরদ্রিমৈরয়ৎ॥ ৩ ।

ব্যাখ্যা—ইন্দ্রঃ (ইন্দ্রদেব) দীর্ঘায় (নিরন্তর) চক্ষসে (লোকের দর্শনের নিমিত্ত) দিবি (দ্যুলোকে বা শূন্য লোকে) সূর্য্যং (সূর্য্যদেবকে) আরোহয়ৎ (স্থাপন করিয়াছেন) স চ সূর্য্যঃ (সেই সূর্য্য) গোভিঃ (নিজের রশ্মিদ্বারা) অদ্রিং (সপর্ব্বতাধরাকে) বিঐরয়ৎ (প্রকাশিত করিয়াছেন)॥ ৩ ।

বঙ্গানুবাদ—লোক সকলের নিরন্তর দর্শনের নিমিত্ত ইন্দ্রদেব দ্যুলোকে সূর্য্যকে স্থাপন করিয়াছেন। সেই সূর্য্যদেব নিজরশ্মিদ্বারা সপর্ব্বতা ধরণীকে উদ্ভাসিত করিয়া রাখিয়াছেন॥ ৩ ।

তাৎপর্য্যার্থ—ইন্দ্রদেবে ব্রহ্মের সর্ব্বশক্তিমত্তাভাব আরোপিত হইতেছে। ইহা যে কেবল আরোপ বা কল্পনা তাহা নহে। ইন্দ্র যখন ব্রহ্মশক্তি, তখন ব্রহ্মেরও যে কাজ

ইন্দ্রেরও সেই কাজ। পূর্ব্বে উপক্রমণিকায় বলা হইয়াছে ব্রহ্ম স্বয়ং কিছুই করেন না। তাঁহার বিভিন্ন গুণ বা শক্তির অধিপতি দেবতাগণই সব করিয়া থাকেন। সুতরাং ইন্দ্রে ব্রহ্মশক্তির আরোপ বা অনুভূতি কল্পিত নহে। যে, যে দেবতারই আরাধনা করুকনা কেন; তাঁহার জ্ঞানে সেই দেবতাই সর্ব্বশক্তিমান। সুধু তাহার "জ্ঞানে" নহে, বাস্তবিকই তাই। যেহেতু সবই তো এক। এখন যে, যেভাবে বা যে ভাষায়, ভাবে বা ডাকে, তাহাতে শক্তির ব্যত্যয় ঘটিবে কেন? তাই সাধক ইন্দ্রের আরাধনায় বসিয়া এমনি তদ্গত চিত্ত হইয়াছেন, যে তাঁহাকে সর্ব্বশক্তির আধার বলিয়া দেখিতেছেন। সাধক আরও যেন বলিতেছেন "হে দেব তুমি যেমন চিরভাস্বর সূর্য্যদেবকে শূন্যে স্থাপন করতঃ জগতের অন্ধকাররাশি বিদূরিত করিয়াছ, তেমনি আমাদিগের হৃদয়াকাশে জ্ঞানজ্যোতির প্রতিষ্ঠা করতঃ অজ্ঞানতারূপ তমোরাশিকে নিরাকৃত কর। আমরা যেন দয়া ও কঠোরতার সমাবেশ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মরূপ, জ্ঞানালোকের সাহার্য্যে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইতেপারি অর্থাৎ সর্ব্বদাই যেন তোমার ব্রহ্মভাব আমাদের জ্ঞানচক্ষুর সম্মুখে বিরাজমান থাকে। নারায়ণ! গোবিন্দ! ৩।

"ইন্দ্র বাজেষু নোঽব সহস্র প্রধনেষু চ
উগ্র উগ্রাভিরূতিভিঃ ॥" ৪।

ব্যখ্যা—হে ইন্দ্র (হে ইন্দ্রদেব!) ত্বং উগ্র (তুমি শত্রুগণের ভয়প্রদ) উগ্রাভিঃ (অপ্রতিহত) উতিভিঃ (রক্ষাশক্তিদ্বারা) বাজেষু (সংগ্রামে) সহস্র প্রধনেষু (মহা সংগ্রামে) নঃ (আমাদিগকে) অব (রক্ষ=রক্ষাকর)॥ ৪।

বঙ্গানুবাদ—হে ইন্দ্রদেব! আপনি শত্রুগণের ভয়প্রদ, সংগ্রামে ও মহা সংগ্রামে অপ্রতিহত রক্ষা-শক্তিদ্বারা আমাদিগকে রক্ষা করুন॥ ৪।

তাৎপর্য্যার্থ—এই মন্ত্র সরলভাবে আত্ম রক্ষার জন্য প্রার্থনা এবং প্রশংসা বাচক শব্দ দ্বারা স্তুতিবাদ মাত্র॥ ৪।

"ইন্দ্রং বয়ং মহাধন ইন্দ্রমর্ভে হবামহে।
যুজং বৃত্রেষু বজ্রিণং ॥" ৫।

ব্যাখ্যা—বয়ং (আমরা যজ্ঞানুষ্ঠাতাগণ) মহাধনে (প্রভূতধন নিমিত্ত অথবা মহারণে) অর্ভে (অল্পধননিমিত্ত বা সামান্য রণে) বৃত্রেষু (ধনলাভের প্রতিবন্ধকতাকারী শত্রুর অথবা বৃত্রের) যুজং (যোগ্য) বজ্রিণং (বজ্রধারী) ইন্দ্রং (ইন্দ্রদেবকে) হবামহে (আবাহন করি)॥ ৫।

বঙ্গানুবাদ—এই মন্ত্রের দুইরূপ ব্যাখ্যা হইতে পারে, যেমন উপরে দেখান হইল। সুতরাং বঙ্গানুবাদও দুই প্রকার হইতে পারে, যথা;—

(১) বহুধন লাভে বা অল্পধন লাভে প্রতিবন্ধকতা উৎপাদনকারী শত্রু দমনের যোগ্য বজ্রধারী ইন্দ্রদেবকে আমরা আহ্বান করিতেছি।

(২) ক্ষুদ্র সংগ্রামে অথবা বৃহৎ সংগ্রামে যজ্ঞবিরোধী বৃত্রাসুরকে দমনের যোগ্য বজ্রধারী ইন্দ্রদেবকে আহ্বান করিতেছি।

তাৎপর্য্যার্থ—উক্তপ্রকারের যে অর্থই করা যাউক না কেন, উদ্দেশ্য একই, যথা, শত্রু বা অসুরগণের অত্যাচার হইতে যজ্ঞ রক্ষাকরা। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে পূর্ব্বকালে ঋষিরা শত্রুর আক্রমণ হইতে যজ্ঞ রক্ষার জন্য সর্ব্বদাই উদ্বিগ্ন থাকিতেন এবং ইন্দ্রদেব তাঁহাদিগের যজ্ঞ রক্ষার সহায় ছিলেন, তাই পুনঃ পুনঃ তাঁহার বীরত্বের উল্লেখ ও প্রশংসা॥ ৫।

"স নো বৃষন্নমুং চরুং সত্রাদাবন্নপা বৃধি।
অস্মভ্যমপ্রতিষ্কুতঃ॥" ৬।

ব্যাখ্যা—হে সত্রাদাবন্ (যজ্ঞে অভিষ্টফল-প্রদ) নঃ (আমাদের) বৃষণ্ (বর্ষণকারী বা প্রার্থনা পূরক ইন্দ্রদেব !) অস্মভ্যং (আমাদিগের পক্ষে) অপ্রতিষ্কুতঃ (প্রতিশব্দ রহিত অর্থাৎ বিরুদ্ধ-উত্তর-রহিত) স (সেই তুমি) অমুং (দৃশ্যমান) চরুং (মেঘ বা গুপ্তচর) অপাবৃধি (উৎপাটন কর বা দূরকর)॥ ৬।

বঙ্গানুবাদ—এই ঋকেরও দুইপ্রকার অর্থ হইতেপারে যথা, ঃ—

(১) হে আমাদিগের অভীষ্ট-প্রদ, প্রার্থনাপূরক ইন্দ্রদেব ! আমাদিগের কোন প্রার্থনারই বিরুদ্ধ উত্তর আপনি দিয়া থাকেন না অর্থাৎ কোন প্রার্থনাই 'পূর্ণ হইবে না,' এরূপ উত্তর আপনি দিয়া থাকেন না অর্থাৎ আমাদিগের কোন প্রার্থনাই আপনি অপূর্ণ রাখেন না। আপনি দৃশ্যমান গুপ্তচরকে দূরীভূত করুন।

(২) হে আমাদিগের অভীষ্টদাতা, বৃষ্টিপ্রদ ইন্দ্রদেব ! আপনি আমাদিগের কোন প্রার্থনাই অপূর্ণ রাখেন না। দৃশ্যমান মেঘকে বিদীর্ণ করিয়া জলদান করুন॥ ৬।

তাৎপর্য্যার্থ—এস্থানে প্রথম অর্থই সঙ্গত বলিয়া মনেহয় এবং তাহা হইলে পূর্ব্ববর্ত্তিনী ঋকের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। যেহেতু এই হইতেছিল শত্রু হইতে রক্ষার কথা, তারপরই হঠাৎ বৃষ্টিদানের কথাটা যেন অপ্রাসঙ্গিক হইয়া পরে॥ ৬।

"তুঞ্জে তুঞ্জে য উত্তরে স্তোমা ইন্দ্রস্য বজ্রিণঃ।
ন বিন্ধে অস্য সুষ্টুতিং॥ ৭।"

ব্যাখ্যা—তুঞ্জে তুঞ্জে (স্তরে স্তরে, পুঞ্জে পুঞ্জে) উত্তরে (উৎকৃষ্ট) যে স্তোমা (যে সকল স্তুতিমন্ত্র আছে) [তাহা] বজ্রিণঃ (বজ্রধারী) অস্য ইন্দ্রস্য (এই ইন্দ্রের) সুষ্টুতিং (যোগ্য, উপযুক্ত) ন বিন্ধে (হয় না)॥ ৭।

বঙ্গানুবাদ—পুঞ্জে পুঞ্জে যে-সমস্ত স্তুতিমন্ত্র (অন্য সকল দেবতার আরাধনার জন্য) আছে তাহা সমস্তও এক ইন্দ্রদেবের যোগ্য হয় না। অর্থাৎ অন্যান্য সমস্ত দেবতাগণের আরাধনার জন্য যে সমস্ত স্তুতিমন্ত্র আছে, তাহা সমস্ত এক ইন্দ্রদেবে প্রযুক্ত হইলেও, তাঁহার মহিমা সম্যকরূপে কীর্ত্তিত হইতে পারে না॥ ৭।

তাৎপর্য্যার্থ—যে দেবতারই আরাধনা করা যাউক না কেন, সেই দেবতাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানে পূজা করিতে হইবে। সে বিশ্বাস যতক্ষণ পর্য্যন্ত সাধকের না জন্মে ততক্ষণ তাহার সিদ্ধি অসম্ভব। যেহেতু সে পর্য্যন্ত তাহার অনন্য-চিত্ত-ভাবের উদয় হয় নাই। যদি ধারণা থাকে আমার আরাধ্য দেবতা অপেক্ষা অপর এক দেবতা শক্তিতে বড় অথবা উভয়ে তুল্য তাহা হইলে আমার দেবতার প্রতি পরাভক্তি আসিতে পারে না। বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও ইন্দ্রের প্রতি ভক্তি এত উচ্চস্তরে উঠিয়াছে যে সে ইন্দ্র ছাড়া আর কিছুই দেখিতেছে না, ইন্দ্রের মধ্যে যেন সে জগৎপাতার অনন্ত শক্তির বিকাশ দেখিতে পাইতেছে, তাই বলিতেছে অপরাপর সমস্ত দেবতার পুঞ্জীকৃত স্তবরাশিদ্বারাও ইন্দ্রের যথেষ্ট স্তব করা যাইতে পারে না। অর্থাৎ তাঁহার গুণ বা শক্তি বর্ণনাতীত॥ ৭।

"বৃষা যূথেব বংসগঃ কৃষ্টীরিয়র্ত্ত্যোজসা।
ঈশানো অপ্রতিষ্কুতঃ॥" ৮।

ব্যাখ্যা—বৃষা (বৃষভ) বংশগঃ (বংশরক্ষার্থ) যূথাঃইব (যূথের প্রতির ন্যায়) অপ্রতিষ্কুতঃ (প্রত্যাখ্যানসূচক-শব্দ-রহিত) ঈশানঃ (পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ইন্দ্রদেব) ওজসা (বলের সহিত অনুগ্রহ করিবার জন্য) কৃষ্টীঃ (সাধন-মার্গাবলম্বী মনুষ্যদিগকে) ইয়র্ত্তি (প্রাপ্ত হইয়া থাকেন অর্থাৎ উদ্ধার করিয়াথাকেন)॥ ৮।

বঙ্গানুবাদ—গোযূথের প্রতি, বংশরক্ষাকামী বৃষের ন্যায়, অভিষ্টপ্রদ পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ইন্দ্রদেব, রক্ষা করিবার জন্য বা উদ্ধার করিবার জন্য সাধকগণের নিকট গমন করিয়া থাকেন।

তাৎপর্য্যার্থ—দেবতার প্রতি প্রকৃষ্টরূপে ভক্তিপরায়ণ হইতে পারিলে তাঁহার কি প্রকার অনুগ্রহ লাভ করা যায় অর্থাৎ তিনি কেমন ভাবে সাধকের নিকট আগমন করিয়া থাকেন, তাহাই দেখান হইয়াছে।

এই মন্ত্রেও বৃষ, গোযূথ ইত্যাদির উল্লেখ দেখিয়া কেহ কেহ ইহাকে চাষার গান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উপমা বা উপমান দেখিয়াই এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যে সমীচীন নহে, তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। হিন্দুর সার সর্ব্বস্ব বেদ, যাহাকে ব্রহ্মজ্ঞানে পূজা করা হয়, তাহাকে "চাষার গান" বলিয়া সাধারণ দৃষ্টির সম্মুখে হেয় করা কতদূর সঙ্গত হইয়াছে ইহা চিন্তা করিতে গেলে স্তম্ভিত হইতে হয়। আজ কাল ভাল-হউক, মন্দ-হউক, সঙ্গত-হউক, অসঙ্গত-হউক নূতন একটা কিছু বলিতে পারিলেই অনেক "কেয়াবাত" পাওয়া

যায়। সেই কেয়াবাতের লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া কেহ কেহ যাহা হয় একটা কিছু লিখিয়া বসেন। তখনি শিষ্য-সাবক বা চেলার মধ্য হইতে দুই একটা "কেয়াবাত" উঠিতে থাকে॥ ৮।

"য একশ্চর্ষণীনাং বসূনামিরজ্যতি।
ইন্দ্রঃ পঞ্চক্ষিতীনাং॥ ৯।

ব্যাখ্যা—যঃ ইন্দ্রঃ (যে ইন্দ্রদেব) চর্ষণীনাং (মনুষ্যগণের) বসূনাং (ধনের) একঃ (অদ্বিতীয়) ইরজ্যতি (ঈশ্বর, স্বামী) স হি (সে-ই) পঞ্চক্ষিতীনাং (ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতগণের ঈশ্বর)॥ ৯।

বঙ্গানুবাদ—যে ইন্দ্রদেব মনুষ্যগণের ও সমস্ত ধনরত্নের অদ্বিতীয় ঈশ্বর, তিনিই ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতের কর্ত্তা বা নিয়ন্তা।

তাৎপর্য্যার্থ—এই মন্ত্রে ইন্দ্রদেবকে সর্ব্বময় কর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তিনি মনুষ্য ও ধনরত্নের তো কর্ত্তাই, পঞ্চভূতেরও কর্ত্তা বা নিয়ামক তিনি।

এখানে "পঞ্চক্ষিতীনাং" কথাটা লইয়া কিছু গোল বাঁধিয়াছে। সায়নাচার্য্য বলেন, পঞ্চক্ষিতীনাং শব্দে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও নিষাদ এই পাঁচটী জাতিকে বুঝাইতেছে। তাহা হইলে বৈদিক যুগ হইতে জাতিভেদ চলিয়া আসিয়াছে একথা স্বীকার করিতে হয়। মোক্ষমূলার প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন পঞ্চক্ষিতী অর্থে পঞ্জাব প্রদেশকে বুঝায়। কিন্তু যে ইন্দ্রকে সকলের কর্ত্তা বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইতেছে, তাঁহাকে পঞ্চনদের অর্থাৎ পঞ্জাবের মালিক বলিলে যে তাহার কি উৎকর্ষ সাধিত হয় বুঝিতে পারা যায় না। তাহা হইলে যেন তাঁহাকে রণজীৎ সিংহের তুল্য করিয়া দেওয়া হয়। আর ব্রাহ্মণাদি এই পঞ্চজাতির কর্ত্তা বলিলেও বিশেষ একটা গৌরব বর্দ্ধিত হয় বলিয়া মনে হয় না। এই মাত্র যাঁহাকে সমস্ত মানবগণের অদ্বিতীয় কর্ত্তা বলা হইল, তাঁহাকে মাত্র ৫টী জাতির কর্ত্তা বলিলে তাঁহার নামের মাহাত্ম্য কি বৃদ্ধি পাইবে? তাই আমরা মনে করি পঞ্চক্ষিতি বলিতে ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম এই পাঁচটীকে বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে বিশেষণের সার্থকতা থাকে। তবে যদি সায়নাচার্য্যের মত গ্রহণ করা যায় তবে বৈদিক যুগ হইতেই যে জাতিভেদ ছিল একথা অস্বীকার করা চলে না॥ ৯।

"ইন্দ্রং বো বিশ্বতস্পরি হবামহে জনেভ্যঃ।
অস্মাকমস্তু কেবলঃ॥ ১০।

ব্যাখ্যা—বিশ্বতঃ জনেভ্যঃ (বিশ্বের সমস্ত লোকের) পরি (উপরে) ইন্দ্রং (ইন্দ্রদেবকে) হবামহে (আহ্বানকরি) স হি (তিনিই) অস্মাকং (আমাদিগের) বঃ (তোমাদিগের) কেবলঃ (কৈবল্যপ্রদ) অস্তু (হউক)॥ ১০।

বঙ্গানুবাদ—সর্ব্বোপরিস্থ যে ইন্দ্রদেবকে আমরা আহ্বান করি, তিনি আমাদের ও তোমাদের (অর্থাৎ সকলেরই) কৈবল্য অর্থাৎ মোক্ষ দাতা ॥ ১০।

তাৎপর্য্যার্থ—কেহ কেহ এই ঋকের "কেবল" শব্দের অর্থ কেবল (only) করিয়া সমস্ত ঋকেরই অনুরূপ অর্থ করিয়া থাকেন। তাহারা বলেন "ইন্দ্রদেব কেবল আমাদের ও তোমাদের ত্রাণকর্ত্তা" অর্থাৎ আর কাহারও নহে অর্থাৎ তিনি যেন কেবল আমাদের ও তোমাদের বাঁধা। তবে আর একপ্রকার অর্থও করাযাইতে পারে যথা আমাদের ও তোমাদের রক্ষাকর্ত্তা বা ত্রাণকর্ত্তা কেবল তিনিই, আরকেহ নহে ॥ ১০

ॐ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

(*)-

প্রথম মণ্ডল। অষ্টম সূক্ত।

ঋষি—মধুচ্ছন্দা। ছন্দ—গায়ত্রী। দেবতা—ইন্দ্র।

-(০)-

"এন্দ্র সানসিং রয়িং সজিত্বানং সদাসহং।
বর্ষিষ্ঠমূতয়ে ভর"॥ ১।

ব্যাখ্যা—ইন্দ্র (হে ইন্দ্রদেব !) উতয়ে (আমাদের রক্ষার্থ) সানসিং (সুখসেব্য) সজিত্বানং (সদা শত্রুজয়শীল) সদাসহং (সদা স্থিতিকর, স্থায়ী) বর্ষিষ্ঠম্ (প্রভূত, বর্দ্ধনশীল) রয়িং (ধন) আভর (দান কর)॥ ১।

বঙ্গানুবাদ—হে ইন্দ্রদেব ! আমাদের রক্ষার্থ সুখভোগ্য, সদা শত্রুজয়কারী, স্থায়ী, সদা বর্দ্ধনশীল ধন দান করুন॥ ১।

তাৎপর্য্যার্থ—অর্থলাভের নিমিত্ত অর্থাৎ পার্থিব সুখের জন্য কামনা। পূর্ব্বে ইন্দ্রদেবকে একপ্রকার সর্ব্বশক্তিমান বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, এখন তাঁহার নিকট পার্থিব কামনা-সিদ্ধির উপযোগী বর প্রার্থনাকরাহইতেছে॥ ১।

"নি যেন মুষ্টিহত্যয়া নি বৃত্রা রুণধামহৈ।
ত্বোতাসো ন্যর্বতা॥" ২।

ব্যাখ্যা—যেন (যে ধনদ্বারা) নি (নিশ্চয়) বৃত্রা (শত্রুদিগকে) মুষ্টিহত্যয়া (মুষ্ট্যাঘাতে) ত্বোতাসঃ (তোমাদ্বারা রক্ষিত) অর্ব্বতা (অশ্ব অর্থাৎ অশ্বারোহী সৈন্য দ্বারা) নি রুণধামহৈ (বিনাশ করিব)॥ ২।

বঙ্গানুবাদ—যে ধনদ্বারা, তোমাকর্তৃক রক্ষিত সৈন্য ও অশ্বারোহী-সৈন্যের সাহায্যে ও মুষ্ট্যাঘাতে শক্রদিগকে বিনাশ করিব ॥ ২ ।

তাৎপর্য্যার্থ—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে যাজ্ঞিকগণ যজ্ঞ-বিঘ্নকারী শক্রগণকে বড়ই ভয়করিত, তাই পুনঃ পুনঃ তাহাদিগেরই বিনাশের ব্যবস্থা করা হইতেছে ॥ ২ ।

"ইন্দ্র ত্বোতাস আ বয়ং বজ্রং ঘনা দদীমহি।
জয়েম সং যুধি স্পৃধঃ ॥" ৩ ।

ব্যাখ্যা—ইন্দ্র (হে ইন্দ্রদেব !) ত্বোতাসঃ (তোমাদ্বারা রক্ষিত) বয়ং (আমরা) ঘনা (ঘন, দৃঢ়) বজ্রং (অস্ত্র) আদদীমহি (গ্রহণে) যুধি (যুদ্ধক্ষেত্রে) স্পৃধঃ (স্পর্দ্ধাযুক্ত শক্রদিগকে) সংজয়েম (সম্যকরূপে পরাজিত করিতে সক্ষম হইব) ॥ ৩ ।

বঙ্গানুবাদ—হে ইন্দ্রদেব ! আপনার রক্ষিত আমরা দৃঢ় অস্ত্রগ্রহণে যুদ্ধক্ষেত্রে স্পর্দ্ধাযুক্ত শক্রদিগকে সম্যকরূপে জয়করিতে পারিব ॥ ৩ ।

তাৎপর্য্যার্থ—ইন্দ্রদেব আমাদের সহায় থাকিলে শক্রদিগকে পরাজিত করিতে পারিব ॥ ৩ ।

"বয়ং শূরেভিরস্তৃভিরিন্দ্র ত্বয়া যুজা বয়ং ।
সাসহ্যাম পৃতন্যতঃ" ॥ ৪ ।

ব্যাখ্যা—ইন্দ্র (হে ইন্দ্রদেব !) ত্বয়া যুজা (তোমার সহিত যুক্ত হইলে) বয়ং (আমরা) শূরেভিঃ (শৌর্য্য বীর্য্যশালী) অস্তৃভিঃ (অস্ত্র-পরিচালন-পটু সৈন্যগণের সহিত মিলিত হইয়া) পৃতন্যতঃ (যুদ্ধেচ্ছু শক্রগণকে) সাসহ্যাম (পরাভব করিতে পারি) ॥ ৪ ।

বঙ্গানুবাদ—হে ইন্দ্রদেব ! তোমার সহিত মিলিত হইলে শৌর্য্য-বীর্য্যশালী অস্ত্র-পরিচালন-পটু বীরগণের একত্রে সংগ্রামেচ্ছু শক্রদিগকে সর্ব্বতোভাবে পরাজিত করিতে পারি ॥ ৪ ।

তাৎপর্য্যার্থ—যজ্ঞ রক্ষার্থ ইন্দ্রের সাহায্য পাইবার জন্য প্রার্থনা। "ত্বয়া যুজা" তোমার সহিত যুক্ত হইতে পারিলে অর্থাৎ তোমার কৃপালাভে সমর্থ হইলে আমরা কোন শক্রকে ভয় করি না ॥ ৪ ।

"মহাঁ ইন্দ্রঃ পরশ্চ নু মহিত্বমস্তু বজ্রিণে।
দ্যৌর্ন প্রথিনা শবঃ ॥" ৫ ।

ব্যাখ্যা—ইন্দ্র (ইন্দ্রদেব !) মহান্ (শ্রেষ্ঠ) পরঃ (গুণাতীত) নু (নিশ্চয়) বজ্রিণে (বজ্রধারী ইন্দ্রে) মহিত্বং (মহত্বং) অস্তু (সদাকাল বিরাজ করুক) শবঃ (এই ইন্দ্রের বল বা প্রভাব) দ্যৌর্ন (দ্যুলোকেও) প্রথিনা (প্রথিত, সুপরিচিত) ॥ ৫ ।

বঙ্গানুবাদ—ইন্দ্রদেব মহান ও পর (গুণাতীত)। বজ্রধর ইন্দ্রে মহত্ব নিশ্চিতরূপে সর্বদা বিরাজকরে। এই ইন্দ্রের প্রভাব দ্যুলোকেও প্রথিত অর্থাৎ সুপরিচিত ॥ ৫ ।

তাৎপর্য্যার্থ—আরাধ্য দেবতার যশোগানই এই ঋকের উদ্দেশ্য। পরশ্চ—গুণৈরুৎকৃষ্টোঽপি (সায়ণ) ॥ ৫ ।

"সমোহে বা য আশত নরস্তোকস্য সনিতৌ।
বিপ্রাসো বা ধিয়াযবঃ ॥" ৬ ।

ব্যাখ্যা—সমোহে (সংগ্রামে) বা (অথবা) যে নরঃ (যে পুরুষগণ) তোকস্য (পুত্র পৌত্রাদি) সনিতৌ (লাভে) বা (অথবা) যে বিপ্রাসঃ (মেধাবী বা জ্ঞানী ব্যক্তি) ধিয়াযবঃ (প্রজ্ঞা কামনাকরে) তে (তাহারা) আশত (প্রাপ্তহয়) ॥ ৬ ।

বঙ্গানুবাদ—যে ব্যক্তি সংগ্রামে লিপ্ত থাকিতে, যে পুত্র পৌত্রাদি লাভ করিতে অথবা যে জ্ঞানীজন প্রজ্ঞা অর্থাৎ জ্ঞানার্জ্জন করিতে অভিলাষ করে, তাহাদের সেই সেই বাসনাই পূর্ণহয় ॥ ৬ ।

তাৎর্য্যার্থ—এই ঋকে বুঝাইতেছে, যে যাহা কামনা করে সে তহাই পায়। পার্থিব সুখৈশ্বর্য্যের কামনা যত সহজে পূর্ণ হয়, জ্ঞান লাভের অর্থাৎ ব্রহ্ম-দর্শন-লাভের কামনা তত সহজে হয় না। কারণ পার্থিব সুখৈশ্বর্য্য দেওয়ার কর্ত্তা দেবতাগণ এবং তাহা সহজেই পাওয়া যায়। কিন্তু জ্ঞানলাভ তত সহজ নহে।

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা ॥ (গীতা ৪।১২।)

কর্ম্মফল লাভকরিবার জন্য লোকে ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে এই সংসারে ভজনা করিয়া থাকে। তবে ঋকে একথা বলা হইল কেন যে, যে ব্যক্তি জ্ঞান লাভের কামনা করে তাহার সে কামনাও সিদ্ধ হয়। এ কামনা ও ধনাদি লাভের কামনা পৃথক। জ্ঞান লাভের যে প্রচেষ্টা তাহাকে কামনা বলে না। সে কেবল কর্ম্ম—কামনাহীন কর্ম্ম। সেই কর্ম্মের মারফতে জ্ঞান আপনা হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়। তবে ধনাদি লাভের জন্য যে কামনা সেই কামনা সিদ্ধির উপযোগী কর্ম্ম করিতে করিতে আপনা হইতেই আরাধ্য দেবতায়ে ব্রহ্মজ্ঞানের বিকাশ হয়। সে জ্ঞানের দাতা কেহ নাই—তাহা স্বয়ম্ভু। কামনা-প্রসূত কর্ম্মদ্বারা দেবতায়ে ব্রহ্মজ্ঞানের আবির্ভাবহয় বলিয়া এই ঋকে বলাহইয়াছে জ্ঞানাকাঙ্ক্ষীর কামনাও পূর্ণ হয়। এই জন্য গুণাতীত ব্রহ্মকে লাভ করিতে হইলেও ত্রিগুণাত্মক বৈদিক কর্ম্মের অনুশীলন করিতে হইবে। ইহার আভাষ পূর্ব্বেও দেওয়া হইয়াছে ॥ ৬ ।

"যঃ কুক্ষিঃ সোমপাতমঃ সমুদ্র ইব পিন্বতে।
উর্বীরাপো ন কাকুদঃ ॥ ৭ ।

ব্যাখ্যা—যঃ কুক্ষি (যে কুক্ষি, অভ্যন্তর, মধ্য) সোমপাতমঃ (সোমপানশীল) সকুক্ষিঃ (সেই কুক্ষি, অভ্যন্তর) সমুদ্র ইব (অর্ণব ইব) পিন্বতে (বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়) কাকুদঃ (মুখের) উর্ব্বীঃ (বিস্তৃতি) আপঃ ন (জলেরন্যায়) ॥ ৭ ।

বঙ্গানুবাদ—যে কুক্ষি অর্থাৎ অভ্যন্তর ভাগ সোমপানশীল অর্থাৎ সোমপানে অর্থাৎ সোমগ্রহণে রত, সেই কুক্ষি সমুদ্রের ন্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং মুখের বিস্তৃতি জল-পূর্ণের ন্যায় ॥ ৭ ।

তাৎপর্য্যার্থ—"যে কুক্ষি" দ্বারা কোন দেবতা বিশেষের কুক্ষিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। সাধারণ ভাবে সমস্ত দেবতাকেই বুঝাইতে পারে। অর্থাৎ যে দেবতাগণ সোম-পান-প্রিয়, তাঁহাদিগের কুক্ষি সোম ধারণকরিবারজন্য সমুদ্রের ন্যায় বিস্তৃত হইতে পারে এবং মুখ সর্ব্বদাই সোম-সিক্ত থাকে। সোমরসের পরিচয় সম্বন্ধে বায়বীয় স্থক্তের পরিচয়াংশে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা এখন একবার স্মরণ করিতে হইবে। নচেৎ তাৎপর্য্য বুঝিতে অসুবিধা হইবে।

অগ্নি, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি ব্রহ্মশক্তিস্বরূপ দেবতাগণকে, সৃষ্টির সমতা রক্ষার জন্য কর্ম্মতৎপর রাখিতে হইলে অর্থাৎ তাঁহাদিগকে উদ্বোধিত রাখিতে হইলে অনবরত তাহাতে সোমরসরূপ ইন্ধন যোগাইতে হয়। আর সোমরস-গ্রহণের শক্তি তাঁহাদিগের এতই বেশী যে কখনও ক্লান্তি বা অনিচ্ছা নাই, তাই সমুদ্রের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। সৃষ্টির প্রকৃতিগত শক্তি বা দেবতাসমূহকে সর্ব্বদা ক্রিয়াশীল রাখিতে হইলে এবং সৃষ্টির রক্ষণ ও পালন ব্যাপারের বিষয় সমূহের মধ্যে সমতারক্ষণের উপযোগী করিয়া রাখিতে হইলে, তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা সোম-সিক্ত রাখিতে হইবে, নচেৎ প্রকৃতির কার্য্য বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইবে, যেরূপ এখন হইতেছে। মটর গাড়ীকে গতিশীল রাখিতে হইলে সর্ব্বদা পেট্রল রূপ ইন্ধন যোগাইতে হয় এবং রেলগাড়ী ও ষ্টীমারকে চালাইতে হইলে জল ও কয়লা যোগাইতে হয়। তাই এই পৃথিবীটাকে মনের মতন করিয়া অর্থাৎ মানবের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের বা যোগ-তপস্যার উপযুক্ত করিয়া চালাইতে হইলে, সময় মতন ইন্ধন যোগাইতে হইবে—কলে তৈলনিশেক করিতে হইবে। সেই ইন্ধনই সোমরস।

কেহ বলেন সোমরস এক প্রকার মাদকদ্রব্য। দেবতা ও ঋষিগণ অত্যন্ত মদ্য-প্রিয় ছিলেন, তাই দেবতাগণের সোমপানে অনিচ্ছা ছিল না। বরং সোমের নামে তাহাদিগের উদরটী সমুদ্রের ন্যায় বিস্তৃতি লাভ করিত। এই গ্রন্থ আমাদিগের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম গ্রন্থ, তাই আমাদিগের আরাধ্য দেবতা সম্বন্ধে এই প্রকার মন্তব্যের উল্লেখ করাও সঙ্গত নহে। তবে এইরূপ ব্যাখ্যা পূর্ব্বে হয়ত অনেক পাঠকের কর্ণগোচর হইয়া থাকিবে। তাই কোন ব্যাখ্যা সঙ্গত তাহা তুলনা দ্বারা বুঝাইবার জন্য উল্লেখ করা গেল। সোমরস

যদি মাদক দ্রব্যই হইত এবং ইহার ব্যবহারের যেরূপ বাহুল্য ছিল, তাহাতে অনেক দেবতাকে এবং অনেক ঋষিকে মাতাল অবস্থায় রাস্তায় পড়িয়া থাকিতে দেখিতে বা শুনিতে পাওয়া যাইত। কিন্তু কোন শাস্ত্রে বা পুরাণে তদ্রূপ কিছু দেখা যায় না। সুতরাং যাঁহারা সোমরসকে মাদক দ্রব্য এবং দেবতা ও ঋষি দিগকে মদ্যপ্রিয় বলিয়া ব্যাখ্যাকরেন তাঁহাদের কথা বেদের আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ না করাই ভাল॥ ৭।

এবা হ্যস্য সূনৃতা বিরপ্শী গোমতী মহী।
পক্কা শাখা ন দাশুষে॥ ৮।

ব্যাখ্যা—অস্য (ইন্দ্রস্য) বিরপ্শী (বৈচিত্র বিশিষ্ট, বিবিধভাব যুক্ত) গোমতী (জ্ঞান প্রদ) মহী (মহতী) সূনৃতা (প্রিয় সত্যরূপ বাক্য) দাশুষে (যজমানের পক্ষে) পক্কা (বহু-পক্কফলযুক্ত) শাখা (বৃক্ষের শাখার) ইব (তুল্য) এবাহি (এবং নিশ্চয়ই)॥ ৮।

বঙ্গানুবাদ—ইন্দ্রদেবের বৈচিত্রময়, জ্ঞানপ্রদ, মহান, ও সত্যরূপ বাক্য যজমানের পক্ষে বহু সুপক্ক-ফল-সম্বলিত বৃক্ষ-শাখার ন্যায়। ইহাতে অন্যথা নাই।

তাৎপর্য্যার্থ—কেহ "গোমতী" শব্দের অর্থ করেন গোদাতা। এইরূপ অর্থ করিলে অর্থের সামঞ্জস্য রক্ষা পায়না। আর "সূনৃতা" শব্দের যেরূপ সব বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে "গোমতী" শব্দের অর্থ জ্ঞান দাতা করিলেই ভাল হয়। যে বাক্য বহু সুপক্কফল দান করে তাহাকে "গোদাতা" বলা অপেক্ষা "জ্ঞানপ্রদ" বলিলেই ঋকের এবং তাহার অর্থের উৎকর্ষ সাধিত হয় এবং ইহাই প্রকৃত অর্থ বলিয়া মনে হয়॥ ৮।

এবা হি তে বিভূতয় উতয় ইন্দ্র মাবতে।
সদ্যশ্চিৎ সন্তি দাশুষে॥ ৯।

ব্যাখ্যা—ইন্দ্র (হে ইন্দ্রদেব!) তে (তব) বিভূতয় (ঐশ্বর্য্য সমূহ) মাবতে (মাদৃশ) দাশুষে (যজমানের) এব (নিশ্চয়) সদ্যশ্চিৎ (সর্ব্বক্ষণ) উতয়ঃ (রক্ষাস্বরূপ) সন্তি (হইয়া থাকে)॥ ৯।

বঙ্গানুবাদ—হে ইন্দ্রদেব! তোমার বিভূতি সমূহ আমার ন্যায় যজমানের নিশ্চয়ই সর্ব্বক্ষণ রক্ষাস্বরূপ হইয়া থাকে॥ ৯।

তাৎপর্য্যার্থ—সাধকের সাধনার পথে ক্রমোন্নতি হইতেছে। তাই দেবতার মধ্যে বিশালত্বের ভাব দেখিতেছে—দেখিতেছে ইন্দ্রদেবই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রক্ষাকর্ত্তা, এমনকি, তাহার ন্যায় হীন ব্যক্তিকেও তিনি রক্ষা করিয়াথাকেন। সাধকের মধ্যে বিনয়ের ভাব আসিয়াছে এবং নিজকে এমনই হীন বলিয়া মনে করিতেছে, যে সে যেন কোন কৃপালাভেরই যোগ্য নহে।

কিন্তু দেখিতেছে "তাহাতো নহে, কেহই তাঁহার কৃপা হইতে বঞ্চিত হয় না, সকলকেই রক্ষা করিবার জন্য তিনি সতত প্রস্তুত।" তাই যেন আনন্দে অভিভূত হইয়া সাধক বলিতেছেন, আর ভয় কি, মাদৃশ দুস্কৃত ও অধমগণকেও তিনি রক্ষাকরিয়া থাকেন, সুতরাং আর ভয় কি? তাঁহাতে আত্ম সমর্পণ কর। শত্রুর ভয় নাই, দস্যুর ভয় নাই, রাক্ষসের ভয় নাই, অসুরের ভয় নাই, তিনিই সমস্ত বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন, কেবল তাঁহার দিকে চাহিয়া থাক ॥ ৯।

এবা হ্যস্য কাম্যা স্তোম উক্থং চ শংস্যা।
ইন্দ্রায় সোমপীতয়ে ॥ ১০।

ব্যাখ্যা—অস্য (এই প্রকার ঐশ্বর্য্যশালী ইন্দ্রের) স্তোমঃ (সাম-স্তোত্র) উক্থং চ (ঋক্মন্ত্রও) সোম পীতয়ে (সোম পায়ী) ইন্দ্রায় (ইন্দ্রের) কাম্যা (কাম্য)। ১০।

বঙ্গানুবাদ—এই প্রকার ঐশ্বর্য্যশালী ইন্দ্রের সামস্তোত্র ও উক্‌থমন্ত্র সোম-পায়ী ইন্দ্রের কাম্য ॥ ১০।

তাৎপর্য্যার্থ—ঐশ্বর্য্যশালী ইন্দ্রদেব অর্থাৎ এই প্রকার বাসনাপূর্ণকারী ইন্দ্রদেব। ইন্দ্রকে বিভূতিহীন বা ঐশ্বর্য্যহীন অর্থাৎ পূর্ণ ব্রহ্ম রূপে দেখিলে কামনা সিদ্ধির উপায় থাকিবে না এবং তদ্রূপ ইন্দ্রের কাম্য অকাম্য কিছুই থাকিতে পারে না। তাই বলা হইয়াছে যে সেই ঐশ্বর্য্যশালী যে ইন্দ্র, তিনি সামমন্ত্রের ও ঋক্মন্ত্রের স্তোত্র শুনিতে ভাল বাসেন অর্থাৎ ঐরূপ মন্ত্রদ্বারা তাঁহার স্তুতিকরিলে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন অর্থাৎ বিশ্ব-নিয়ন্তার বাসনা-পূর্ণকারী-রূপ ঐন্দ্রশক্তি উদ্বোধিত হইয়া থাকে ॥ ১০।

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিত

-(*)-

প্রথম মণ্ডল। নবম সূক্ত।

ঋষি—মধুচ্ছন্দা। ছন্দ—গায়ত্রী। দেবতা—ইন্দ্র।

"ইন্দ্রেহি মৎস্যন্ধসো বিশ্বেভিঃ সোমপর্ব্বভিঃ।
মহাঁ অভিষ্টিরোজসা" ॥ ১।

ব্যাখ্যা—ইন্দ্র (ইন্দ্রদেব!) এহি (আগমন কর) বিশ্বেভিঃ (বিশ্ববাসী জনগণের অনুষ্ঠিত) অন্ধসঃ সোম পর্ব্বভিঃ (এই অন্ন মহাযজ্ঞে) মৎসি (হৃষ্ট হউন) ওজসা (স্বপ্রভাবে) অভিষ্টিঃ (অভীষ্টদাতা অর্থাৎ শত্রু-দমন-কার্য্যে অভীষ্টদাতা হউন)॥ ১।

বঙ্গানুবাদ—হে ইন্দ্রদেব! আগমন করুন। বিশ্ববাসী ভক্তজনগণের অনুষ্ঠিত এই অন্নযজ্ঞের অন্ন গ্রহণ করতঃ সন্তুষ্ট হউন এবং নিজ প্রভাব দ্বারা শত্রু-দমনরূপ অভীষ্ট দানকরুন॥ ১।

তাৎপর্য্যার্থ—অভীষ্ট-লাভার্থ প্রার্থণা। "বিশ্বেভিঃ" এই শব্দ দ্বারা মনে হয় কেবল আমাদের এই যজ্ঞে আগমন করুন, তাহা নহে, বিশ্বের যাহারাই আপনার প্রীতির জন্য এইরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছে, তাহাদের সকলের যজ্ঞেই আগমন করুন ও শত্রু-নাশের ব্যবস্থা করুন। পুর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে সৃষ্টির রক্ষারজন্যই প্রার্থনা। সুতরাং আমাদের এই যজ্ঞে মাত্র আসিলে সমস্ত সৃষ্টির রক্ষার কাজ হয় কি প্রকারে! তাই বলা হইয়াছে বিশ্বের এই প্রকার সমস্ত যজ্ঞেই আগমন করতঃ শত্রু-দমনরূপ অভীষ্ট দানকরুন॥ ১।

"এমেনং সৃজতা সুতে মন্দিমিন্দ্রায় মন্দিনে।
চক্রিং বিশ্বানি চক্রয়ে ॥ ২।

ব্যাখ্যা—এমেনং (এবম্বিধ) চক্রিং (সাধুকরণশীল) মন্দিং (হর্ষোৎপাদনেরহেতু, প্রীতিপ্রদ) সুতে (সুসংস্কৃত সোম) মন্দিনে (নিত্য হর্ষযুক্ত, নিত্যানন্দ) বিশ্বানি চক্রয়ে (সর্ব্ব-কর্ম্ম-ক্ষম) ইন্দ্রায় (ইন্দ্রদেবকে) অর্পণকর ॥ ২।

বঙ্গানুবাদ—এবম্বিধ সাধুকর্ম্মকরণশীল, হর্ষোৎপাদনকারী, সুসংস্কৃত সোম নিত্যানন্দ, সর্ব্ব-কর্ম্ম ক্ষম ইন্দ্রদেবকে অর্পণ কর॥ ২।

তাৎপর্য্যার্থ—কেহ কেহ বলেন সোমকে যখন হর্ষোৎপাদনকারী বলা হইয়াছে তখন নিশ্চয় উহা মদ বা সুরা, যেহেতু তাহাদের মতে বোধহয় একমাত্র মদেই হর্ষ বা স্ফূর্ত্তি জন্মাইয়া থাকে। মদ্যপায়ীর পক্ষে তাই বটে, সবক্ষেত্রে তাহা নহে। দরিদ্রের ধন পাইলে হর্ষ হয়, বুভুক্ষু ব্যক্তির অন্ন পাইলে হর্ষ হয়, যাজ্ঞিকের হবিঃ ও সমিধ পাইলে হর্ষ হয়। তাই সোমরস হর্ষোৎপাদন করে বলিয়া মদ ব্যতীত আর কি কিছু হইতে পারে না? সোমরসের পরিচয় সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আলোচনা করা হইয়াছে এবং পাঠকগণ যদি আমাদের মত গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে নিশ্চই বুঝিতে পারিয়াছেন "সোমরস" মদ নহে, দেবতাগণের কর্ম্মশক্তির উদ্দীপক বা উদ্বোধক একপ্রকার ঋষিরচিত অপূর্ব্ব পদার্থ। তাই বলা হইয়াছে নিত্যহর্ষযুক্ত, সর্ব্ব-কর্ম্ম-ক্ষম ইন্দ্রদেবের কর্ম্ম-শক্তিকে উদ্বোধিত করিবার জন্য তাঁহার নিকট উৎকৃষ্ট সুসংস্কৃত সোম নিবেদন কর॥ ২।

"মৎস্বা সুশিপ্র মন্দিভিঃ স্তোমেভির্বিশ্বচর্ষণে।
সচৈষু সবনেষ্বা" ॥ ৩।

ব্যাখ্যা—সুশিপ্র (হে সুনাশিক! হে সুশোভন!) বিশ্বচর্ষণে (সর্ব্বজন-পূজিত দেব!) মন্দিভিঃ (আনন্দোৎপাদক) স্তোমেভিঃ (স্তবে) মৎস্ব (হৃষ্টহও) এষু সবনেষু (এই যজ্ঞে) আ সচা (আগমন কর॥ ৩।

বঙ্গানুবাদ—হে সুশোভন দেহ, সর্ব্বজন পূজিত দেব! আনন্দপ্রদ স্তবে হৃষ্টহও, এই যজ্ঞে আগমন কর॥ ৩।

তাৎপর্য্যার্থ—পূর্ব্বমন্ত্রে সোমকে হর্ষোৎপাদক বলা হইয়াছে, এইমন্ত্রে স্তবকে আনন্দদায়ক বলা হইয়াছে। দেবতাগণের তৃপ্তি সাধন জন্য সোম ও সু-উচ্চারিত সাম ও ঋঙ্মন্ত্র উভয়ই প্রয়োজন। সোম দেবতাগণের প্রীতিপদ কেন, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। বেদমন্ত্র সকল যথাযথভাবে উচ্চারিত হইয়া উপযুক্ত সময়ে যোগ্য লোক দ্বারা গীতহইলে প্রকৃতিস্থ প্রচ্ছন্ন ব্রহ্ম-শক্তি বা দেব-শক্তি সমূহ স্ফূর্ত্তি-সম্পন্ন অর্থাৎ উদ্বোধিত বা ক্রিয়াশীল হইয়া উঠে। ধ্বনি বায়ুমণ্ডলে ইতস্ততঃ পরিচালিত হইয়া প্রকৃতির

মধ্যে তরঙ্গের সৃষ্টিকরে। তাহাতে প্রকৃতির অধিপতি দেবতাগণ সেই কম্পনে জাগ্রত হইয়া কর্ম্মোন্মুখ হয়। পুকুরের মধ্যে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে তাহার জলে তরঙ্গ উত্থিত হয়, সে তরঙ্গ অল্লাধিক পরিমাণে তদভ্যন্তরস্থ সমস্ত জীবই অনুভব করিয়া থাকে এবং কেহ কেহবা তরঙ্গাঘাতে ইতস্ততঃ চালিতও হইয়া থাকে। তবে কম্পন ও তরঙ্গের অনুভূতির পরিমাণ নিক্ষেপ কারীর শক্তির পরিমাণ, নিক্ষিপ্ত লোষ্ট্রের আকার ও ওজন পুকুরের জলের অবস্থা প্রভৃতির উপর নির্ভর করে। এক্ষেত্রেও তদ্রূপ, যেরূপ লোকদ্বারা যেরূপ সময়ে ও যেরূপ ভাবে মন্ত্রোচ্চারিত হইবে তাহার কার্য্যও তদ্রূপ হইবে। তাই বলাহইয়াছে উপযুক্ত সময়ে, যোগ্য লোকদ্বারা, উপযুক্তরূপে বেদমন্ত্র উচ্চারিত হইলে তাহা দেবগণের প্রীতি-সম্পাদনে সমর্থ হইয়া থাকে ॥ ৩।

"অসৃগ্রমিন্দ্র তে গিরঃ প্রতি ত্বামুদহাসত।
অজোষা বৃষভং পতিং ॥ ৪।

ব্যাখ্যা—ইন্দ্র (হে ইন্দ্রদেব !) তে (তব) গিরঃ (স্তোত্র) অসৃগ্রং (প্রকাশিতবান) বৃষভং (অভীষ্ট-পূরক) পতিং (পালক) ত্বাং প্রতি (তোমার নিকটে) উদহাসত (উপস্থিত হয়) ত্বং (তুমি) অজোষাঃ (গ্রহণকারী অর্থাৎ গ্রহণ করিয়া-থাক) ॥ ৪।

বঙ্গানুবাদ—হে ইন্দ্রদেব ! তোমার প্রকাশিতবান স্তোত্র, অভীষ্ট-পূরক ও পালক তোমার নিকট গমন করে এবং তুমি তাহা গ্রহণ কর ॥ ৪।

তাৎপর্য্যার্থ—যজমানের উচ্চারিত বেদ মন্ত্রাদি যে দেবতাগণের নিকট উপস্থিত হইয়া থাকে তাহাই এই মন্ত্রে বলা হইয়াছে। "তে গিরঃ" "তোমার স্তব" ইহার অর্থ এইরূপ হইতে পারে যে তোমার দত্ত স্তব অথবা তোমার স্তুতির জন্য স্তব। বেদমন্ত্র অপৌরুষেয় অর্থাৎ ব্রহ্মদত্ত। সুতরাং তোমারই দত্ত স্তব, তোমারই নিকট গমন করিবে না কেন ? ৪।

সং চোদয় চিত্রমর্বাগ্রাধ ইন্দ্র বরেণ্যং।
অসদিত্তে বিভু প্রভু ॥ ৫।

ব্যাখ্যা—ইন্দ্র (হে ইন্দ্রদেব !) তে (তব) বিভু (ভোগের জন্য পর্য্যাপ্ত) প্রভু (পর্য্যাপ্ত হইতেও অধিক) রাধঃ (ধন) অসৎ (আছে) ইৎ (ও) চিত্রং (বিচিত্র মণি-মুক্তাদি) বরেণ্যং (শ্রেষ্ঠ, "নিত্যমিতিভাবঃ") অর্ব্বাক্ (আমাদিগের প্রতি) সংচোদয় (সম্যকরূপে প্রেরণ কর) ॥ ৫।

বঙ্গানুবাদ—হে ইন্দ্রদেব! (আমাদিগের) ভোগের জন্য পর্য্যাপ্ত ধন এবং পর্য্যাপ্ত হইতে অধিক ধনও তোমার আছে। বিচিত্র মণিমুক্তাদি ও তাহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ধন তুমি (আমাদিগকে) প্রেরণ কর বা দান কর॥ ৫।

তাৎপর্য্যার্থ—এই ঋকে বলা হইয়াছে যে হে দেব আমাদিগের ভোগের জন্য যাহা প্রয়োজন তাহা এবং তদপেক্ষাও অধিক ধন তোমার আছে অর্থাৎ তুমি অফুরন্ত ধনের অধিকারী; তাই তুমি আমাদিগের ভোগের জন্য যাহা প্রয়োজন তাহা তো দিয়াই থাক, তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ট যে ধন তাহাও দিয়া থাক। এই শ্রেষ্ঠ ধন কি? মনে হয় এই শ্রেষ্ঠ ধন ভোগের সামগ্রী নহে। অর্থাৎ যখন লোকের ভোগের কামনা থাকে না তখন এই ধন পাওয়া যায়। সে ধন "চরম জ্ঞান" বা "মোক্ষ" যাহা ভোগের অতীত। তখন সবই এক হইয়া যায় "ভোগ্য" বা "ভোক্তা" পৃথক থাকে না। প্রকারান্তরে দেখান হইয়াছে "ভোগের ভিতর দিয়া ভোগাতীতকে লাভ করা যায়" অর্থাৎ "সকামের ভিতর দিয়া নিষ্কামে উপনীত হওয়া যায়"॥ ৫।

অস্মানৎসু তত্র চোদয়েন্দ্র রায়ে রভস্বতঃ।
তুবিদ্যুম্ন যশস্বতঃ॥ ৬।

ব্যাখ্যা—তুবিদ্যুম্ন (হে বহুধনশালিন্) ইন্দ্র (ইন্দ্রদেব!) রভস্বতঃ (উদ্যোগবান্) যশস্বতঃ (কীর্ত্তিমান) অস্মান্ (আমাদিগকে) রায়ে (ধন লাভার্থ, অভীষ্ট লাভার্থ) তত্র (তাহাতে, কর্ম্মে) সু (সম্যক্‌রূপে) চোদয় (প্রেরণ কর, প্রেরণা দেও, উৎসাহবান কর)॥ ৬।

বঙ্গানুবাদ—হে বহুধনশালিন্ ইন্দ্রদেব! আমরা উদ্যোগী ও কীর্ত্তিমান, আমাদিগকে ধন-লাভ-জন্য কর্ম্মে উৎসাহ দান কর।

তাৎপর্য্যার্থ—আমরা যজ্ঞানুষ্ঠাতাগণ উদ্যোগী ও কীর্ত্তিমান হইলেও ভগবৎ প্রেরণা ব্যতীত কোন কর্ম্মেই সাফল্য লাভের সম্ভাবনা নাই। "নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্।" (গীতা—১১।৩৩) এই উক্তি দ্বারা শ্রীভগবান এই মন্ত্রের মর্ম্ম বুঝাইয়া দিয়াছেন॥ ৬।

সং গোমদিন্দ্র বাজবদস্মে পৃথুশ্রবো বৃহৎ।
বিশ্বায়ুর্ধেহ্যক্ষিতং॥ ৭।

ব্যাখ্যা—ইন্দ্র (ইন্দ্রদেব) ত্বং (তুমি) অস্মে (আমাদিগকে) গোমৎ (প্রভূত গোযুক্ত) বাজবৎ (বহু অশ্বযুক্ত) পৃথু (পরিমাণে অধিক) বৃহৎ (গুণে) অক্ষিতং (ক্ষয়রহিত, নিত্য) বিশ্বায়ু (আয়ুর্ব্বৃদ্ধিকর) শ্রবঃ (ধন) সং (সম্যক্) ধেহি (দান কর)॥ ৭।

বঙ্গানুবাদ—হে ইন্দ্রদেব! পরিমাণে অধিক ও গুণে অধিক, অক্ষয় আয়ুর্ব্বৃদ্ধিকর, বহু গো-অশ্বাদিযুক্ত ধন সম্যকরূপে আমাদিগকে দান কর॥ ৭।

তাৎপর্য্যার্থ—প্রার্থনায় কিছুই বাদ না পড়ে তাই ক্রমশঃ একে একে সমস্ত কামনাই প্রকাশ করিতেছে। এখানে কেবল গো-অশ্বাদি পার্থিব ধনের কামনা করা হয় নাই। অক্ষয় ধনের কামনাও আছে। আবার ধনগুলি কেবল পরিমাণে অধিক হইলে চলিবে না, গুণেও হওয়া চাই॥ ৭।

অস্মে ধেহি শ্রবো বৃহদ্দ্যুম্নং সহস্রসাতমং।
ইন্দ্র তা রথিনীরিষঃ॥ ৮।

ব্যাখ্যা—ইন্দ্র (হে ইন্দ্রদেব!) অস্মে (আমাদিগকে) বৃহৎ (মহতী) শ্রবঃ (কীর্ত্তি) সহস্র সাতমং (বহুদান সামর্থ্য যুক্ত) দ্যুম্নং (ধন) রথিনীঃ (বহু রথ পূর্ণ) তাঃ (সেই) ইষঃ (অন্ন সকল) ধেহি (দান কর)॥ ৮।

বঙ্গানুবাদ—হে ইন্দ্রদেব! আমাদিগকে মহতী কীর্ত্তি, বহুদানোপযোগী ধন ও বহু শকটপূর্ণ অন্নাদি দান কর॥

তাৎপর্য্যার্থ—প্রথম প্রথম দেবতার গুণ, শক্তি প্রভৃতির প্রশংসাসূচক স্তব ছিল, তদ্দ্বারা দেবতার তৃপ্তিসাধন করিয়া এখন কাম্যবিষয় সকল খোলাসা করিয়া যাওয়া হইতেছে। ইহা ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য নহে, জগতের স্বার্থের জন্য। ধনৈশ্বর্য্য দেও, কিন্তু তাহা এত হওয়া চাই যেন বহু লোককে দান করা যাইতে পারে। আমরা তোমার আরাধনা করিতে পারিতেছি, এমন অনেক আছে, যাহারা তাহা পারিতেছে না। তাহাদিগের উপায় কি হইবে? তাই এমন ভাবে দেও যেন সকলে মিলিয়া ভোগ করিতে ও আত্মরক্ষা করিতে পারি। এই মন্ত্রদ্বারা আর্য্যঋষিরা বুঝিয়াছিলেন যে নিজকে রক্ষা করিতে হইলে জগৎ রক্ষা করিতে হইবে। জগৎ রক্ষা করিতে না পারিলে নিজের রক্ষারও উপায় থাকিবে না, জগৎকে লইয়া আমি, আমাকে লইয়া জগৎ। তাই এখনক[illegible] মতন তাঁহারা আত্মসর্ব্বস্ব ছিলেন না॥ ৮।

বাসোরিন্দ্রং বসুপতিং গীর্ভির্গৃণন্ত ঋগ্মিয়ং।
হোম গন্তারমূতয়ে॥ ৯।

ব্যাখ্যা—বসুপতিং (নিখিল ধন স্বামী) ঋগ্মিয়ং (স্তবার্হ) গন্তারং (সর্ব্বত্র গমনশীল) ইন্দ্রং (ইন্দ্রদেবকে) বসোঃ (ধনের) ঊতয়ে (আমাদের জন্য ধন রক্ষণার্থ) গীর্ভিঃ (স্তব দ্বারা) গৃণন্ত (স্তুতি করিয়া) হোম (আহ্বান করিতেছি)॥ ৯।

বঙ্গানুবাদ—আমাদিগের জন্য ধনরক্ষার্থ, স্তবার্হ, সর্ব্বত্রগমনশীল, ইন্দ্রদেবকে স্তব-দ্বারা আরাধনা করতঃ আহ্বান করিতেছি ॥ ৯ ।

তাৎপর্য্যার্থ—ইন্দ্রদেব ধনের রক্ষক। তিনি সর্ব্বত্র গমনশীল, তাঁহাকে স্তবদ্বারা অর্থাৎ বৈদিক মন্ত্রদ্বারা আরাধনা করিলে বা ডাকিলে সাধকের বাসনা পূর্ণ করেন ॥ ৯ ।

সুতে সুতে ন্যোকসে বৃহদ্বৃহত এদরিঃ ।
ইন্দ্রায় শূষমর্চতি ॥ ১০ ।

ব্যাখ্যা—এদরিঃ (রিপু দমনশীল) ন্যোকসে (আশ্রয় স্থান ভূত) বৃহতে (শ্রেষ্ঠ) ইন্দ্রায় (ইন্দ্রদেবের) সুতে সুতে (প্রত্যেক সোম যজ্ঞে) বৃহৎ (শ্রেষ্ঠ) শূষং (ভগবৎ শক্তির) অর্চ্চতি (প্রশংসা করিয়া থাকে, যজমানঃ ইতি ভাবঃ) ॥ ১০ ।

বঙ্গানুবাদ—প্রত্যেক সোমযজ্ঞে রিপুদমনশীল, আশ্রয়স্থানভূত, শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রদেবের প্রধান ভগবতী শক্তির (যজমানগণ) প্রশংসা করিয়া থাকে ॥ ১০ ।

তাৎপর্য্যার্থ—এই প্রকার পুনঃ পুনঃ প্রশংসার উদ্দেশ্য তদ্ভাবে ভাবিত হওয়া। দেবতার রূপ-গুণ- শক্তির অহরহঃ চিন্তাদ্বারা সাধক তদ্ভাবাপন্ন হইয়া যায়, অর্থাৎ সাধকও সেই রূপ-গুণ-শক্তির অধিকারী হইয়া পড়ে। দেবতাদের গুণের বা শক্তির আলোচনা করিতে করিতে যখন তাহাতে অসীমের সমাবেশ দেখিতে পায়, অমনি তার মোহ কাটিয়া যায়, কামনা ডুবিয়া যায়, তখন সে কেবল ভাবময় হইয়া অনন্তলীলার মাহাত্ম্য অনুভব করিতে থাকে।

* * * সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মরযুধ্য চ ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামে বৈষ্যস্য সংশয়ঃ ॥ (গীতা—৮।৭)

ভগবান বলিয়াছেন ঃ—সমস্ত সময়ে আমায় স্মরণ কর এবং যুদ্ধ কর (অর্থাৎ কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর)। যাহার মন ও বুদ্ধি আমাতে অর্পিত অর্থাৎ যে সর্ব্বদা আমাকেই ভাবে সে নিশ্চয়ই আমাকে প্রাপ্ত হয়" তাই তন্ময়ত্বভাব আনিবার জন্য প্রার্থনার এত বাহুল্য ॥ ১০ ।

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথম মণ্ডল। দশম সূক্ত

ঋষি—মধুচ্ছন্দা। ছন্দ—অনুষ্টুপ্। দেবতা—ইন্দ্র।

গায়ন্তি ত্বা গায়ত্রিণোঽর্চন্ত্যর্কমর্কিণঃ।
ব্রহ্মাণস্ত্বা শতক্রত উদ্বংশমিব যেমিরে॥ ১।

ব্যাখ্যা—শতক্রতো (বহু প্রজ্ঞাবিশিষ্ট ইন্দ্রদেব) গায়ত্রিণঃ (উদ্গাতাগণ, সাম গান-কারিগণ) গায়তি (উচ্চৈঃস্বরে গাইয়া থাকে) অর্কিণঃ (ঋঙ্মন্ত্রোচ্চারিগণ) অর্কং (ঋঙ্মন্ত্র) অর্চতি (উচ্চারণ করিয়া থাকে) ব্রহ্মাণঃ (স্তোত্র পাঠকারিগণ) ত্বা (ত্বাং=তোমাকে) বংশমিব (বংশদণ্ডের ন্যায়) উদ্ যেমিরে (উন্নত বরে)॥ ১।

বঙ্গানুবাদ—হে বহু প্রজ্ঞাবিশিষ্ট ইন্দ্রদেব! উদ্গাতাগণ উচ্চৈঃস্বরে তোমারই গুণগান করিয়াথাকে, হোতাগণ তোমারই উদ্দেশ্যে ঋঙ্মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া থাকে, ঋত্বিকগণ (প্রশংসা সূচক গান দ্বারা) তোমাকে বংশদণ্ডের ন্যায় উন্নত করে॥ ১।

তাৎপর্য্যার্থ—এভাবের মন্ত্র পূর্ব্বেও পাওয়া গিয়াছে। যে যেভাবেই ডাকুক না কেন, তদ্দ্বারা সেই এক জনকেই ডাকা হয় এবং সকলেরই অভীষ্ট সিদ্ধ হয়॥ ১।

যৎসানোঃ সানুমারুহদ্ভূর্যস্পষ্ট কর্ত্বং।
তদিন্দ্রো অর্থং চেততি যূথেন বৃষ্ণিরেজতি॥ ২।

ব্যাখ্যা—যত্ (যখন যজমান) সানোঃ সানুং (পর্ব্বতের অধিত্যকায় সমিধাদি আহরণার্থ,) আবহৎ (আরোহণ বরে) ভূরি (প্রভূত) কর্ত্বং (কর্ত্তব্য কর্ম্ম, অর্থাৎ যজ্ঞের

প্রথম অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম) অস্পষ্ট (করিতে আরম্ভ করে) তৎ (তখন) ইন্দ্রঃ (ইন্দ্র, আরাধ্য দেবতা) অর্থং (ভক্তের অভিপ্রায়) চেততি (জানিতে পারে) বৃষ্ণিঃ (অভিলাষপূরক হইয়া) যূথেন (সঙ্গিগণের সহিত) এজতি (কম্পিত অর্থাৎ চঞ্চল হইয়া উঠে যজমানেরঅ ভীষ্ট পূরণের জন্য) ॥ ২ ।

বঙ্গানুবাদ—যজমান যখনই সমিধাদি আহরণ জন্য পর্ব্বতের উপত্যকা হইতে উপত্যকান্তরে আরোহণ করিতে থাকে ও প্রভূত আনুষ্ঠানিক কর্ম্ম আরম্ভ করে, তখনই আরাধ্য দেবতা, তাহাদের অভিপ্রায় জানিতে পারে এবং স্বগণ-সহ কম্পিত অর্থাৎ চঞ্চল হইয়া উঠে (সাধকের) অভিলাষ পূর্ণ করার জন্য ॥ ২ ।

তাৎপর্য্যার্থ—ইহার তাৎপর্য্য কতকটা পূর্ব্বে সোমরসের আলোচনা কালে এবং ৯ম সূক্তের ৩য়া ঋকের তাৎপর্য্যাংশে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ফলতঃ ঐ ঋকের তাৎপর্য্যে যাহা বলিয়াছি এইঋক্ দ্বারা তাহারই যাথার্থ্য প্রতিপাদিত হইতেছে। মানবের ইচ্ছার সহিত প্রকৃতির অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। তাই মানব যখন সত্যনিষ্ঠ হইয়া ঐকান্তিক চিত্তে প্রকৃতির অধিপতি দেবতার আরাধনায় প্রবৃত্ত হয় ও অনুষ্ঠান করে তখনই সর্ব্বত্র একটা ক্রিয়া আরম্ভ হয় অর্থাৎ অনুভূতির সঞ্চার হয়। তাহাকে এস্থানে কম্পন বলা হইয়াছে। আরও সহজ কথায় বলা যাইতে পারে যে কর্ম্মানুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গেই দেবতাগণের "শান্ত" ভাব অর্থাৎ dormant stage কাটিয়া যায়, একটা জাগরণের ভাব আসায় তাঁহারা কর্ম্মোন্মুখ হয় এবং যজমানের সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্য যজ্ঞস্থানে আগমন করে ॥ ২ ।

"যুক্ষ্বা হি কেশিনা হরী বৃষনা কক্ষ্যপ্রা ।
অথা ন ইন্দ্র সোমপা গিরামুপশ্রুতিং চর ॥ ৩ ।

ব্যাখ্যা—সোমপাঃ ইন্দ্র (হে সোমপায়ি ইন্দ্রদেব !) কেশিনা (কেশযুক্ত) বৃষনা (যুবা) কক্ষ্যপ্রা (উদর-বন্ধন-রজ্জু-শোভিত) হরী (অশ্বযুগল) যুক্ষ্বাহি (তোমার রথে সংযোজিত রাখ) তথা (অনন্তর) গিরাং (স্তুতিসমূহ) শ্রুতিং (শ্রবন করিবার জন্য) উপ (নিকটে) চর (ভ্রমণ কর) ॥ ৩ ।

বঙ্গানুবাদ—হে সোমপ ইন্দ্রদেব ! কেশরযুক্ত, পুষ্টাঙ্গ, উদর-বন্ধন-রজ্জু-শোভিত অশ্বদ্বয় তোমার রথে যুক্ত রাখিয়া তুমি আমাদিগের স্তুতি শ্রবণ করিবার জন্য নিকটে ভ্রমণ করিতে থাক ॥ ৩ ।

তাৎপর্য্যার্থ—পূর্ব্ব মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে যজ্ঞের অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গেই তুমি স্বগণ সহ আগমন কর। এখন বলা হইতেছে তুমি আসিয়া মন্ত্র পাঠ শ্রবণ করিবার জন্য নিকটে বিচরণ কর। অর্থাৎ মন্ত্রপাঠমাত্রই তোমার আবির্ভাব। তাই বোধহয় লোকে নাম মাহাত্ম্যের এত প্রশংসা করিয়া থাকে। এই ঋক্ দ্বারা শব্দের সহিত ব্রহ্ম-শক্তির অর্থাৎ

দেবতাগণের কিরূপ নিকট সম্বন্ধ তাহাই দেখান হইয়াছে। দেখান হইয়াছে শব্দই ব্রহ্ম—শব্দের আবির্ভাবে দেবতারও আবির্ভাব॥ ৩।

এহি স্তোমাঁ অভি স্বরাভি গৃণীহ্যারুব।
ব্রহ্ম চ নো বসো সচেন্দ্র যজ্ঞং চ বর্ধয়॥ ৪।

ব্যাখ্যা—বসো (নিবাসের কারণভূত, আশ্রয় স্থান) ইন্দ্র (ইন্দ্রদেব!) এহি (আগচ্ছ, আগমনকর) স্তোমান্ (সাম স্তোত্র সকল) অভি (লক্ষ্য করিয়া) স্বর (শব্দকর) অভিগৃণীহি (অনুমোদন কর) আরুব (উচ্চৈঃস্বরে স্বীকার কর) নঃ (আমাদের) ব্রহ্ম (মন্ত্র) চ (ও) যজ্ঞং চ (যাগাদিরূপ কর্ম্মও) সচা (যুগপৎ) বর্ধয় (বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক, যজ্ঞ-কার্য্য সফল হউক)॥ ৪।

বঙ্গানুবাদ—আমাদের বাসস্থানের কারণভূত অর্থাৎ আশ্রয় স্থান ইন্দ্রদেব! আগমন কর, স্তোত্র সকল লক্ষ্য করিয়া আনন্দ প্রকাশ কর, অনুমোদন কর, এবং উচ্চৈঃস্বরে স্বীকার কর আমাদের যজ্ঞ ও মন্ত্র যুগপৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অর্থাৎ সফল হউক॥ ৪।

তাৎপর্য্যার্থ—একথাটা যেন কেমন কেমন লাগে। স্তব করিয়া দেবতাগণকে বলা হইয়াছে "তোমরা বল যে তোমরা সন্তুষ্ট হইয়াছ এবং আমাদিগের স্তবের প্রশংসা কর"। সাংসারিক বিষয়ের সঙ্গে আধ্যাত্মিক বিষয়ের সর্ব্বাঙ্গীন তুলনা সব সময়ে সম্ভবপর হয় না। তাই এই ভাবটা কেমন কেমন লাগিতে পারে।

সাধক যখন সমস্ত ভুলিয়া ভগবদ্ধ্যানে আত্মনিয়োগ করেন, তখন তাঁহার আরাধ্য দেবতার তৃপ্তিসাধন হইল কিনা, তিনি স্তবে সন্তুষ্ট করিতে পারিয়াছেন কিনা ইহা জানিবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়া পড়ে, তখন দেবতার নিকট হইতে আশ্বাসবাণী না পাইলে কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না। দেবতাকে দেখিতে পাইতেছেন তবু সন্দেহ মিটিতেছে না, তাই আব্দার করিয়া বলিতেছেন "বল, আমার প্রার্থনায় তুমি সন্তুষ্ট হইলে কি না, বল, উচ্চৈঃস্বরে বল।" সাধক যখন সিদ্ধির দ্বারে উপনীত তখন জোর করিয়া ঐরূপ বলিতে পারে এবং দেবতাও ভক্তের মনোরথ পূর্ণ করিয়া থাকেন। সাধক বলিতেছেন, "বল, আমাদের প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হইয়াছ, নচেৎ ছাড়িব না, তুমি সন্তুষ্ট হইয়াছ বুঝিতে না পারিলে আমার যজ্ঞ পূর্ণ হইবে না।" সর্ব্বানন্দ ঠাকুর সিদ্ধি লাভ করিলে মা জগদম্বা আসিয়া বলিলেন, "বর চাও।" সর্ব্বানন্দ বলিলেন, "আমি জানিনা, কি বর চাহিব, পূর্ণা দাদাকে উঠাও, সে বলিয়া দিবে কি বর চাহিব।" জগন্মাতাকে তাহাই করিতে হইয়াছিল। সাধকের ক্ষমতা জন্মিলে সে সবই বলিতে পারে, সবই করিতে পারে, সবই করাইতে পারে। সুতরাং এই মন্ত্রের ভাব দেখিয়া "কেমন, কেমন" মনে করিবার কিছুই নাই॥ ৪।

উকুথমিন্দ্রায় শংস্যং বর্ধনং পুরুনিষ্‌ষিধে।
শক্রো যথা সুতেষু ণো রারণৎ সখ্যেষু চ॥ ৫।

ব্যাখ্যা—যথা (যে প্রকারে) শক্রঃ (পরম শক্তি-শালী ইন্দ্রদেব) নঃ (আমাদের) সুতেষু (পুত্রে) সখ্যেষু (সখ্যের) রারণৎ (অতিশয় প্রশংসা করিয়া থাকেন) পুরুনিষ্‌ষিধে (বহু শত্রুহন্তা) ইন্দ্রায় (ইন্দ্রদেবের) বর্ধনং (তৃপ্তি-বৃদ্ধি কারক) উকৃথং (স্তোত্র) শংস্যং (গেয়)॥ ৫।

বঙ্গানুবাদ—পরমশক্তিশালী ইন্দ্রদেব যেমন আমাদিগের সন্তানসন্ততিগণের ও সখ্যভাবের প্রশংসা করিয়া থাকেন, আমাদেরও বহু-শত্রু-হন্তা ইন্দ্রদেবের তৃপ্তি-বৃদ্ধি-কারক স্তোত্র গান করা কর্ত্তব্য॥ ৫।

তাৎপর্য্যার্থ—ইন্দ্রদেব যেমন আমাদের শুভানুধ্যায়ী, আমাদেরও সর্ব্বদা তাঁহার তৃপ্তির জন্য স্তব পাঠ করা কর্ত্তব্য॥ ৫।

তমিৎসখিত্ব ঈমহে তং রায়ে তং সুবীর্য্যে।
স শক্র উত নঃ শকদিন্দ্রো বসু দয়মানঃ॥ ৬।

ব্যাখ্যা—তং (ইন্দ্রকে) সখিত্বে (সখ্য নিমিত্ত) তং (ইন্দ্রকে) রায়ে (ধনের নিমিত্ত) তং (সেই ইন্দ্রকে) সুবীর্য্যে (সুবীর্য্যের নিমিত্ত) ঈমহে (প্রার্থনা করি) উত সঃ শক্রঃ ইন্দ্রঃ ইৎ (প্রভুত শক্তিশালী সেই দেবরাজ ইন্দ্রই) নঃ (আমাদের) বসু (ধন) দয়মানঃ (দিতে) শকৎ (সক্ষম)॥ ৬।

বঙ্গানুবাদ—সখ্যের নিমিত্ত, ধনের নিমিত্ত, ও সুবীর্য্যের নিমিত্ত সেই ইন্দ্রদেবের নিকট প্রার্থনা করি। প্রভূত শক্তিশালী সেই ইন্দ্রদেবই ধন দানে সক্ষম॥ ৬।

তাৎপর্য্যার্থ—সাধারণ কামনামূলক স্তুতিবাদ॥ ৬।

সুবিবৃতং সুনিরজমিন্দ্র ত্বাদাতমিদ্‌যশঃ।
গবামপ ব্রজং বৃধি কৃণুষ্ব রাধো অদ্রিবঃ॥ ৭।

ব্যাখ্যা—অদ্রিবঃ (পর্ব্বতবৎ কঠোর বজ্রধারিন্) ইন্দ্র (ইন্দ্রদেব) সুবিবৃতং (অনায়াস লভ্য) সুনিরজং (সর্ব্বতঃ সুখ প্রাপ্য) যশঃ (কর্ম্মফল স্বরূপ অন্ন বা যশঃ) ত্বাদাতং ইৎ (তোমার দ্বারা শোধিত অর্থাৎ সম্পন্ন) ত্বং গবাং (গো সমূহের) ব্রজং (বাসস্থান) অপবৃধি (উদ্‌ঘাটিত-দ্বার কর) রাধঃ (অভীষ্ট ধন) কৃণুষ্ব (সম্পাদন কর)॥ ৭।

বঙ্গানুবাদ—হে পর্ব্বত-কঠোর-বজ্রধারিন্ ইন্দ্রদেব ! অনায়াসলভ্য, ও সুখ-প্রাপ্য কর্ম্মফল রূপ অন্ন (বা যশঃ) তোমার দ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে অর্থাৎ তুমিই দিয়া থাক। ক্ষীরদ গো সমূহের বাসস্থান উদ্‌ঘাটিত-দ্বার কর। অভীষ্ট ধন দান কর॥ ৭।

তাৎপর্য্যার্থ—পূর্ব্বে ধন, বস্ত্র, পুত্রাদির প্রার্থনা করা হইয়াছে এখন গাভীর জন্য প্রার্থনা করা হইতেছে। আমাদিগকে ক্ষীরদ গো সমূহ দানকর যেন আমরা যথোপযুক্ত গব্যাদি লাভকরতঃ যজ্ঞাদি সুসম্পন্ন ও শরীর রক্ষা করিতেপারি। ইন্দ্রদেব দাতা, অথচ তিনি পর্ব্বততুল্য কঠোর, তাহা হইলে অন্ন বা যশঃ সুখ-লভ্য হয় কি প্রকারে? যিনি দাতা তিনিই যদি কঠোর হন, তবে তাহার নিকট প্রার্থয়িতব্য বিষয় সুখে আদায়করাযায় কি প্রকারে? কর্ম্মদ্বারা। তাই বলা হইয়াছে কর্ম্মফলরূপ অন্ন বা যশঃ। অন্ন বা যশঃ সুখলভ্য হয় কখন, না, যখন মানব কর্ম্মের দ্বারা তাহা লাভের উপযোগী হয়॥ ৭।

নহি ত্বা রোদসী উভে ঋঘায়মাণমিন্বতঃ।
জেষঃ স্বর্বতীরপঃ সংগা অস্মভ্যং ধূনুহি॥ ৮।

ব্যাখ্যা—হে ইন্দ্র ঋঘায়মাণং (শত্রু বধ জনিত) ত্বা (তব মহিমা) রোদসী (স্বর্গ ও পৃথিবী) উভে (উভয় স্থানে) নহি ইন্বতঃ (ধারণে অক্ষম) ত্বং স্বর্বতীঃ (স্বর্গস্থিত) অপঃ (জল সমূহ) জেষঃ (প্রেরণ কর) অস্মভ্যং (আমাদের জন্য) গাঃ (গাভী সমূহ) সং ধূনুহি (প্রেরণ কর)॥ ৮।

বঙ্গানুবাদ—হে ইন্দ্রদেব! শত্রুবধ জনিত তোমার মহিমা স্বর্গ ও পৃথিবী উভয় স্থানে ধরে না। তুমি স্বর্গস্থিত পবিত্র জল (বৃষ্টিরূপে) পাঠাইয়া থাক এবং আমাদিগের জন্য গো সকল প্রেরণ করিয়া থাক॥ ৮।

তাৎপর্য্যার্থ—শুধু শত্রুর হাত হইতে রক্ষা করিলেই কাজ শেষ হইল না। শত্রু-নাশের জন্য তাঁহার মহিমা অবর্ণনীয়। তাহা হইলেও তাঁহার দেয় আরও আছে, যথা, অন্ন ও গব্য। অন্নের জন্য বৃষ্টির প্রয়োজন এবং চাষের ও গব্যের জন্য গোরুর প্রয়োজন। তাই বৃষ্টি ও গোরুর জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে যখন বৃষ্টি ও গোরুর জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে তখন ইহা নিশ্চয়ই কৃষকের গান। অন্ন ও গব্যে কেবল চাষারই প্রয়োজন, অন্যের নহে; চাষ এবং গোরুর দ্বারা কেবল চাষাই স্বার্থবান আর কেহ নহে, একথা যদি সত্য হয় তবে কৃষকের গান হইলেও হইতে পারে। যাহারা কৃষক তাহারাই কি কেবল সুবৃষ্টি ও উত্তম শস্যের কামনা করে, অন্যে কি তাহা করে না। সুবৃষ্টিও উত্তম শস্যের অভাবে পৃথিবীই যে ধ্বংসের পথে পতিত হইবে। সুতরাং বৃষ্টি ও গোরুর কামনায় সমগ্র পৃথিবীর লোকের স্বার্থ, কেবল চাষার নহে। ব্রাহ্মণ জগতের মঙ্গল কামনায় যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিতেন, তাই সমস্ত পৃথিবীর মঙ্গল কামনায় উক্তরূপ প্রার্থনা করা হইয়াছে॥ ৮।

আশ্রুৎকর্ণ শ্রুধী হবং নূ চিদ্ দধিষ্ব মে গিরঃ।
ইন্দ্র স্তোমমিমং মম কৃষ্বা যুজশ্চিদন্তরং॥ ৯।

ব্যাখ্যা—আশ্রুৎকর্ণ (সর্ব্ব-শ্রবণ-শক্তি-সম্পন্ন) ইন্দ্র (হে ইন্দ্রদেব !) হবং (আমাদিগের আহ্বান) নু (শীঘ্র) শ্রুধী (শ্রবণ কর) মে (আমার) গিরঃ চিৎ (স্তুতিও) দধিষ্ব (চিত্তেধারণ কর, শ্রবণ কর) মম (আমার) ইমং (উচ্চারিত এই) স্তোমং (স্তোত্ররূপ বাক্য) যুজঃ চিৎ (বন্ধুবৎ) অন্তরং (হৃদ্‌গত) কৃষ্ব (কর) ॥ ৯ ।

বঙ্গানুবাদ—হে সর্ব্ব-শ্রবণ-শক্তি-শালী ইন্দ্রদেব ! আমাদিগের আহ্বান শীঘ্র শ্রবণ কর, আমাদিগের স্তুতি চিত্তে ধারণ কর, আমাদের উচ্চারিত স্তোত্ররূপ বাক্য হৃদ্‌গত কর॥ ৯ ।

তাৎপর্য্যার্থ—সাধকের চক্ষুর সম্মুখে আরাধ্য দেবতায় ক্রমশঃ ব্রহ্মের শক্তিমত্তা-ভাব স্ফুরিত হইতেছে। তাই বলিতেছে "সর্ব্ব-শ্রবণ-শক্তি-শালী"। আবার ক্রমশঃ প্রাণে আকুলতাও বৃদ্ধি পাইতেছে, তাই বলিতেছে শীঘ্র আমাদিগের প্রার্থনা শ্রবণ কর, আর বিলম্ব সহ্য হয় না॥ ৯ ।

বিদ্মা হি ত্বা বৃষন্তমং বাজেষু হবনশ্রুতং ।
বৃষন্তমস্য হূমহ ঊতিং সহস্রসাতমাং ॥ ১০ ।

ব্যাখ্যা—ইন্দ্র (হে ইন্দ্রদেব !) ত্বাং (তুমি) বৃষন্তমং (শ্রেষ্ঠকামনাপূরক) বাজেষু (সংগ্রামে) হবনশ্রুতং (আমাদের আহ্বান-শ্রবণকারী, যুদ্ধের সহায়) বিদ্মা হি (জানি) বৃষন্তমস্য (ইষ্ট সাধকের) সহস্রসাতমাং (অশেষসুখসাধক) ঊতিং (রক্ষার উদ্দেশ্যে) হূমহে (আহ্বান করি) ॥ ১০ ।

বঙ্গানুবাদ—ইন্দ্রদেব ! তুমি শ্রেষ্ঠ-কামনা-পূরক, যুদ্ধকালে অর্থাৎ সংগ্রামে আমাদের আহ্বান শ্রবণ কর (আমাদের সহায় হও) ইহা আমরা জানি। ইষ্টসাধকের **অশেষমঙ্গল**-কারক রক্ষার উদ্দেশ্যে আহ্বান করি॥ ১০ ।

তাৎপর্য্যার্থ—পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নানাপ্রকার কামনা সিদ্ধির জন্য প্রার্থনা করিয়া, শেষে বলা হইতেছে যে সর্ব্বপ্রকারে সমস্ত বিপদ হইতে আমাদিগকে রক্ষাকর॥ ১০ ।

"আ তূ ন ইন্দ্র কৌশিক মন্দসানঃ সুতং পিব ।
নব্যমায়ুঃ প্র সূ তির কৃধী সহস্রসামৃষিং" ॥ ১১ ।

ব্যাখ্যা—কৌশিক (কুশিকনন্দন) ইন্দ্র (ইন্দ্রদেব !) তু (শীঘ্র) নঃ (আমাদিগের প্রতি) আ (আগমন কর) মন্দসানঃ (হৃষ্টচিত্তে) সুতং (অভিষুত সোম) পিব (পান কর) নব্যং আয়ুঃ (নবজীবন বা নবযৌবন) প্রসূতির (প্রকৃষ্টরূপে বর্দ্ধিত কর) সহস্রসাং (বহুদানশীল) ঋষিং (অতীন্দ্রিয় দ্রষ্টা) কৃধি (কর) ॥ ১১ ।

বঙ্গানুবাদ—হে কৌশিকনন্দন ইন্দ্রদেব! শীঘ্র আমাদের প্রতি আগমন কর; হৃষ্টচিত্তে সোমপান কর, প্রকৃষ্টরূপে নবজীবন দান কর, (এবং আমাদিগকে) বহুদানশীল ঋষি কর॥ ১১।

তাৎপর্য্যার্থ—ইন্দ্রকে কুশিকপুত্র বলা হইল কেন? কুশিকের পুত্র বিশ্বামিত্র। সায়ণ বল্লেন "ধনুর্ব্বিদ্যাবিশারদ কুশিক ইন্দ্রের ন্যায় পুত্র কামনা করিয়া ব্রত আচরণ করিয়াছিলেন, তাই ইন্দ্রদেব গাথি (বিশ্বামিত্র) রূপে তাঁহার পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।"

সাধক ক্রমশঃ পার্থিব সুখের কামনা পরিত্যাগ করিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রার্থনা করিতেছে। তাই বলিতেছে আমি যেন বহুদানশীল ও ঋষি হইতে পারি—আমার স্বভাবের কৃপণতা অর্থাৎ ক্ষুদ্রদৃষ্টি দূর কর ও ঋষিত্ব দান কর।

ঋষিত্ব লাভ করিতে হইলে সময়ের প্রয়োজন, তাই প্রার্থনা করিতেছেন, "আমাদিগকে নবজীবন দান কর, নচেৎ পরমায়ু শেষ হইলে ঋষিত্ব লাভ করিব কখন!"॥ ১১।

"পরি ত্বা গির্বণো গির ইমা ভবন্তু বিশ্বতঃ।
বৃদ্ধায়ুমনু বৃদ্ধয়ো জুষ্টা ভবন্তু জুষ্টয়ঃ"॥ ১২।

ব্যাখ্যা—গির্ব্বণঃ (স্তুতিমন্ত্রসেব্য ইন্দ্রদেব!) বিশ্বতঃ (সর্ব্বকর্ম্মে প্রযুজ্যমান্) **ইমাঃ গিরঃ** (এই স্তুতি) পরি ভবন্তু (সর্ব্বতোভাবে আপনাকে প্রাপ্ত হউক) **জুষ্টাঃ** (তোমাদ্বারা সেবিত সেই স্তুতি) বৃদ্ধায়ুঃ (দীর্ঘায়ু, নিত্যস্বরূপ তোমার) **অনুবৃদ্ধয়** (**সুখ বর্দ্ধিত করিয়া**) জুষ্টয়ঃ (আমাদের প্রীতিপ্রদ হউক)॥ ১২।

বঙ্গানুবাদ—হে স্তুতিমন্ত্রসেব্য ইন্দ্রদেব! সর্ব্বকর্ম্মেপ্রযুজ্যমান এই স্তুতি সর্ব্বতোভাবে আপনাকে প্রাপ্ত হউক, আপনার সেবিত সেই স্তুতি দীর্ঘায়ুঃ অর্থাৎ নিত্য বিদ্যমান থাকিয়া আপনার তৃপ্তি সাধন করিয়া আমাদের প্রীতিপ্রদ হউক॥ ১২।

তাৎপর্য্যার্থ—সাধক এই মন্ত্রে ইন্দ্রদেবকে সর্ব্বদেবময় ভাবিতেছেন। তাই বলিতেছেন সর্ব্ব-কর্ম্মে-প্রযুক্ত-স্তুতিই যেন আপনাকে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ "আমি যখনই যে কোন দেবতার স্তব করিনা কেন, তাহাতে যেন আপনারই স্তব করা হয় এবং সে সমস্ত স্তবই যেন আপনার তৃপ্তির হেতু হয়।" তাই আবার বলিতেছেন, "আমার আর কিছুতেই তৃপ্তি নাই, আপনার তৃপ্তিতেই আমার তৃপ্তি। আমার উচ্চারিত এই মন্ত্র আপনার সন্তোষ বিধান করিতে পারিলেই আমি সন্তুষ্ট। সাধক এখন তন্ময়ত্ব ভাবের নেশার আবিল্যের বশীভূত হইয়া আসিয়াছে—কেবল দেবতাকে ও নিজকে দেখিতেছে। খানিক পরে একটী ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইবে না। তখনই শেষ। ওঁ নারায়ণঃ॥ ১২।

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথম মণ্ডল। একাদশ সূক্ত

ঋষি—জেতা। ছন্দ—অনুষ্টুপ্। দেবতা—ইন্দ্র।

"ইন্দ্রং বিশ্বা অবীবৃধন্‌ৎসমুদ্রব্যচসং গিরঃ।
রথীতমং রথীনাং বাজানাং সৎপতিং পতিং" ॥ ১।

ব্যাখ্যা—বিশ্বাঃ (সকল, বিশ্ববাসিগণের উচ্চারিত) গিরঃ (স্তব দ্বারা) সমুদ্রব্যচসং (সমুদ্রের ন্যায় ব্যাপ্ত) রথীনাং (রথিগণের মধ্যে) রথীতমং (রথিশ্রেষ্ঠ) বাজানাং অন্নের, ধনের) পতিং (অধিপতি) সৎপতিং (সজ্জনরক্ষক) ইন্দ্রং (ইন্দ্রদেব) অবীবৃধন্ (বর্দ্ধিতব্য) ॥ ১।

বঙ্গানুবাদ—বিশ্ববাসিগণের উচ্চারিত স্তোত্র, সমুদ্রের ন্যায় ব্যাপ্ত অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী, রথিশ্রেষ্ঠ, অন্ন বা ধনের অধিপতি, সজ্জনরক্ষক ইন্দ্রদেবের মহিমা বর্দ্ধিত করে ॥ ১।

ভাৎপর্য্যার্থ—ব্রহ্মজ্ঞানের দিকে সাধক কি প্রকারে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে তাহাই দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তুমি সব শুনিতে পাও, সব বুঝিতে পার, সব দেখিতে পাও ইত্যাদি। এখন বলিতেছে তুমি সর্ব্বময়। আর একটী লক্ষ্যের বিষয় আছে এই ঋকে। আমাদিগের স্তোত্র তাঁহার মহিমা বর্দ্ধিত করে। ইহার তাৎপর্য্য কি তাহাও বুঝিবার বিষয়। যাঁহার অনন্ত মহিমা তাঁহার মহিমা আবার বর্দ্ধিত হইবে কিপ্রকারে? ইহার তাৎপর্য্য এই মনে হয় আমাদিগের প্রার্থনা দ্বারা তাঁহার মহিমা জগতে আরও বিঘোষিত হইবে, লোকে তাঁহাকে চিনিবার ও বুঝিবার সুযোগ পাইবে। তাহার মহিমা যত প্রচারিত হইবে লোকের চিত্ত তত তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইবে। জগদীশ্বরের বেদ-দানের উদ্দেশ্যই তাই, অজ্ঞান-মানবকে জ্ঞানদ্বারা তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট করা ॥ ১।

"সখ্যে ত ইন্দ্র বাজিনো মা ভেম শবসস্পতে।
ত্বামভি প্রণোনুমো জেতারমপরাজিতং" ॥ ২ ।

ব্যাখ্যা—শবসস্পতে (পরাক্রমশালী) ইন্দ্র (ইন্দ্রদেব) বাজিনঃ (বলবন্ত, অন্নবন্ত) তে (তোমার) সখ্যে (সখিত্বে) মা ভেম (শত্রু হইতে ভয় হয় না) জেতারং (জয়শীল) অপরাজিতং (অপরাজিত) ত্বাং (তোমাকে) অভিপ্রণোনুমঃ (সর্ব্বপ্রকার প্রকৃষ্টরূপে স্তুতি করিতেছি) ॥ ২ ।

বঙ্গানুবাদ—হে পরাক্রমশালী ইন্দ্রদেব! তুমি বলবন্ত, তোমার সখিত্বে অর্থাৎ তোমায় কৃপায় শত্রু-ভয়ে ভীত হইতে হয় না, তুমি জয়শীল ও অপরাজিত; আমরা প্রকৃষ্টরূপে তোমার স্তব করি ॥ ২ ।

তাৎপর্য্যার্থ—সরল প্রার্থনা।

"পূর্বীরিন্দ্রস্য রাতয়ো ন বিদস্যন্ত্যূতয়ঃ ।
যদী বাজস্য গোমতঃ স্তোতৃভ্যো মংহতে মঘং" ॥ ৩ ।

ব্যাখ্যা—ইন্দ্রস্য (ইন্দ্রদেবের) রাতয়ঃ (ধনদান) পূর্ব্বীঃ (অনাদিকাল হইতে প্রসিদ্ধ) স্তোতৃভ্যঃ (স্তোতৃগণকে) গোমতঃ (গোযুক্ত) বাজস্য (অন্নরূপ) মঘং (ধন) মংহতে (প্রচুর পরিমাণে দিয়া থাকেন) ঊতয়ঃ (আমাদের রক্ষাস্বরূপ সেই ধন) ন বিদস্যন্তি (বিনাশ পায় না) ॥ ৩ ।

বঙ্গানুবাদ—ইন্দ্রদেবের ধনদান অনাদি কাল হইতে প্রসিদ্ধ। তিনি প্রার্থনাকারি-দিগকে গোযুক্ত অন্নরূপ প্রচুর ধন দান করিলেও, আমাদের রক্ষকরূপ সেই ধনের ক্ষয় হয় না ॥ ৩ ।

তাৎপর্য্যার্থ—যজমানগণের কোন ভয়ের কারণ নাই, ইন্দ্রদেব যতই ধন দান করুন না কেন, তাঁহার ভাণ্ডার নিঃশেষ হইবার নহে। কাহারই প্রার্থনা অপূর্ণ থাকিবে না। কেহ যেন মনে না করেন, ইন্দ্রদেব আর কত দিবেন, সব তো শেষ হইয়া গেল। তিনি অনাদিকাল ধরিয়া দিতেছেন এবং অনন্ত কাল ধরিয়া দিবেন ॥ ৩ ।

"পুরাং ভিন্দুর্যুবা কবিরমিতৌজা অজায়ত ।
ইন্দ্রো বিশ্বস্য কর্মণো ধর্ত্তা বজ্রী পুরুষ্টুতঃ" ॥ ৪ ।

ব্যাখ্যা—ইন্দ্রঃ (সেই ইন্দ্রদেব) পুরাং (শত্রুগণের পুর, আবাস) ভিন্দুঃ (ভেদকারী) যুবা (চিরনবীন) কবিঃ (মেধাবী) অমিতৌজাঃ (প্রভূতবলশালী) বিশ্বস্য (জগতের) কর্ম্মণঃ (সর্ব্ববিধ সদনুষ্ঠানের) ধর্ত্তা (পোষণ কর্ত্তা) বজ্রী (বজ্রযুক্ত) পুরুষ্টুতঃ (বহু লোকের দ্বারা স্তুত) অজায়ত (প্রকাশিতবান্) ॥ ৪ ।

বঙ্গানুবাদ—সেই ইন্দ্রদেব শত্রুগণের পুরভেদকারী, চিরযুবা, মেধাবী, প্রভূত বলশালী, জগতের সর্ব্ববিধ সদনুষ্ঠানের পোষণকর্ত্তা, বজ্রহস্ত, বহুলোকবন্দিত এবং কর্ম্মদ্বারা প্রকাশমান্॥ ৪।

তাৎপর্য্যার্থ—শত্রুর আক্রমণ হইতে লোকদিগকে তিনি রক্ষা করিয়া থাকেন এবং তজ্জন্য তিনি সর্ব্বদা প্রস্তুত এবং তাঁহারই সাহায্যে যজ্ঞাদি সমস্ত সৎকার্য্য সাধিত হইয়া থাকে॥ ৪।

"ত্বং বলস্য গোমতোঽপাবরদ্রিবো বিলং।
ত্বাং দেবা অবিভ্যুষস্তুজ্যমানাস আবিষুঃ॥" ৫।

ব্যাখ্যা—অদ্রিবঃ (পর্ব্বতকঠোর) ত্বং (তুমি) গোমতঃ (গো-অপহারক) বলস্য (বলনামক অসুরের) বিলং (গুহা) অপাবঃ (অবরুদ্ধ করিয়াছিলে) (তাহাতে) তুজ্যমানাসঃ (শত্রুগণ কর্ত্তৃক হিংস্যমান্) দেবাঃ (দেবতাগণ) অবিভ্যুষঃ (তোমার ভরষায় নির্ভীক হইয়া) ত্বাং আবিষুঃ (তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল)॥ ৫।

বঙ্গানুবাদ—হে ইন্দ্রদেব! আপনি পর্ব্বততুল্য কঠোর। আপনি সসৈন্যে গো-অপহারক বলনামক অসুরের গুহা অবরোধ করিয়াছিলেন। তাহাতে দেবতাগণ শত্রু কর্ত্তৃক হিংস্যমান্ হইয়াও আপনার ভরষায় নির্ভীক-চিত্ত হইয়া আপনাকে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ আপনারই আশ্রয়লাভ করে॥ ৫।

তাৎপর্য্যার্থ—বৃত্রাসুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা "বল" নামক অসুর দেবতাগণের গাভিসমূহ হরণ করিয়া কোন এক সুরঙ্গের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিল, পরে ইন্দ্র সসৈন্যে সেই সুরঙ্গ অবরোধ করতঃ গোসকল উদ্ধার করিয়াছিলেন এবং দেবতাগণকে অসুরের ভয় হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন॥ ৫।

"তবাহং শূর রাতিভিঃ প্রত্যায়ং সিন্ধুমাবদন্।
উপাতিষ্ঠন্ত গির্বণো বিদুষ্টে তস্য কারবঃ॥" ৬।

ব্যাখ্যা—শূর (হে শৌর্য্যশালিন্) তব (তোমার) রাতিভিঃ (ধনদানের দ্বারা) অহং (আমি প্রার্থনাকারী) সিন্ধুং (সিন্ধুবৎ অশেষ মহিমা) আবদন (সম্যকরূপে প্রশংসা করিতে করিতে) প্রত্যায়ং (তোমার নিকট পুনরায় আসিয়াছি) গির্ব্বণঃ (স্তুতিদ্বারা ভজনীয় ইন্দ্রদেব) কারবঃ (যজ্ঞানুষ্ঠাতাগণ) তস্য (তাদৃশ দানশীলের) তে (তব ধনদান) বিদুঃ (জানে)॥ ৬।

বঙ্গানুবাদ—হে শৌর্য্যশালিন্! তোমার ধনদানে মুগ্ধ হইয়া আমি হোতা, তোমার অপার সিন্ধুবৎ মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে তোমার নিকট পুনরায় আসিয়াছি। হে স্তুতিসেব্য! যজ্ঞানুষ্ঠাতাগণ তোমার দানমহিমা জ্ঞাত আছে॥ ৬।

তাৎপর্য্যার্থ—এই মন্ত্র দ্বারা মনে হয় আরাধনা করিয়া একবার সিদ্ধকাম হইলেও আবারও প্রয়োজন মতে আসিতে হয়। ইহাদ্বারা এই বুঝিতে পারা যায় যে পার্থিব ভোগের জন্য দেবতার বর পাইলেও, তাহা চিরস্থায়ী হয় না। যেহেতু দেবতাদের, দেবতাভাবে অর্থাৎ দাতাভাবে, স্থায়ী অর্থাৎ অবিনশ্বর কিছু দেওয়ার শক্তি নাই। সে শক্তি যাঁহার আছে তিনি আবার কিছুই দেন না, তাঁহাকে পাইলেই যথেষ্ট। যাহার প্রয়োজন তাহাকে নিজের চেষ্টায় চিনিয়া লইতে হয়। তাই দেবতাদের সঙ্গ করা বা পুনঃ পুনঃ তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন। তাঁহাদের কৃপা চাহিতে চাহিতে কৃপার অতীত স্থানে গিয়া পৌঁছিতে পারিবে॥ ৬।

"মায়াভিরিন্দ্র মায়িনং ত্বং শুষ্ণমবাতিরঃ।
বিদুষ্টে তস্য মেধিরাস্তেষাং শ্রবাংস্যুত্তির॥" ৭।

ব্যাখ্যা—ইন্দ্র (হে ইন্দ্রদেব) ত্বং (তুমি) মায়িনং (মায়াশীল, ছলনাকারী) শুষ্ণং (শুষ্ণনামক অসুরকে) মায়াভিঃ (মায়াদ্বারা, সুকৌশলদ্বারা) অবাতিরঃ (হিংসা অর্থাৎ নষ্ট করিয়া থাক) মেধিরা (প্রজ্ঞাসম্পন্নগণ) তস্য তে (তাদৃশ শক্তিশালী তোমার মহিমা) বিদুঃ (জানে) তেষাং (তব মাহাত্ম্যজ্ঞাত লোকদিগের) শ্রবাংসি (অন্ন) উত্তির (বর্দ্ধিত করিয়া থাক)॥ ৭।

বঙ্গানুবাদ—হে ইন্দ্রদেব! তুমি মায়াবী, ছলনাকারী "শুষ্ণ" নামক অসুরকে সুকৌশলে (মায়াদ্বারা) নষ্ট করিয়া থাক। প্রজ্ঞাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ তাদৃশ শক্তিশালী তোমার মহিমা জ্ঞাত আছে। তুমি সেই প্রকার প্রজ্ঞাবান্ লোকদিগের অন্ন বর্দ্ধিত করিয়া থাক অর্থাৎ তাহাদিগকে অন্নদান করিয়া থাক॥ ৭।

তাৎপর্য্যার্থ—বলকে বলদ্বারা, কৌশলকে কৌশলদ্বারা, প্রীতিকে প্রীতিদ্বারা, মায়াকে মায়াদ্বারা পরাভূত অর্থাৎ বশীভূত করিতে হয়। তোমার এই বুদ্ধি বা কৌশল যাহারা জানে তাহাদের অভাব তুমি দূরিভূত করিয়া থাক অর্থাৎ তাহাদের অভাব থাকে না।

এ সম্বন্ধে একটী উপাখ্যান আছে। শুষ্ণনামক অসুর মায়াজাল বিস্তার দ্বারা লোকদিগকে শোষণ করিতেছিল, পরে ইন্দ্রদেব সেই অসুরকে সংহার করিয়াছিলেন। (কেহ বলেন শুষ্ণ অর্থাৎ অনাবৃষ্টি। ইন্দ্র অনাবৃষ্টি দূর ও বৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন।) যাঁহারা ইন্দ্রের সেই শক্তি জানেন, তাঁহারাই স্তুতি ও যজ্ঞাদি দ্বারা ইন্দ্রকে সন্তুষ্ট করিয়া অন্নলাভ করিয়া থাকেন॥ ৭।

"ইন্দ্রমীশানমোজসাভি স্তোমা অনূষত।
সহস্রং যস্য রাতয় উত বা সন্তি ভূয়সীঃ॥" ৮।

ব্যাখ্যা—যস্য [যে ইন্দ্রদেবের] রাতয়ঃ [ধনদান] সহস্রং [সহস্র সংখ্যক] সন্তি [হয়] উতবা [অথবা] ভূয়সীঃ [তাহা হইতেও অধিক] স্তোমাঃ [স্তোতৃগণ] তং ঈশানং [সেই জগতের নিয়ামক] ইন্দ্রং [ইন্দ্রদেবকে] ওজসা [বলদ্বারা, সাধনশক্তিদ্বারা] অভ্যনূষত [সর্ব্বত্র স্তুতিদ্বারা প্রাপ্ত হইয়া থাকে] ॥ ৮।

বঙ্গানুবাদ—ইন্দ্রদেবের দান সহস্র সহস্র অথবা তদপেক্ষাও অধিক। জগতের নিয়ামক সেই ইন্দ্রদেবকে স্তোতৃগণ সাধনশক্তির প্রভাবে স্তব দ্বারা প্রাপ্ত হইয়া থাকে অর্থাৎ তাঁহার দান লাভ করিয়া থাকে॥ ৮।

তাৎপর্য্যার্থ—সাধনশক্তিদ্বারা অভীপ্সিত ফল লাভ করা যায়॥ ৮।

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

-(*)-

প্রথম মণ্ডল। প্রথম অষ্টক। প্রথম অধ্যায়। দ্বাদশ সূক্ত।

সূক্ত-পরিচয়

একাদশ সূক্ত পর্য্যন্ত ইন্দ্রদেবের আরাধনা চলিতেছিল। এখন আবার অগ্নির আরাধনা আরম্ভ হইল। এই সূক্তে মোট ১২টী ঋক্, সমস্তই অগ্নির আরাধনায় প্রযুক্ত।

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথম মণ্ডল। দ্বাদশ সূক্ত।

ঋষি—মেধাতিথি, কাণ্ব। ছন্দ—গায়ত্রী। দেবতা—অগ্নি।

"অগ্নিং দূতং বৃণীমহে হোতারং বিশ্ববেদসং
অস্য যজ্ঞস্য সুক্রতুং ॥" ১।

ব্যাখ্যা—অস্য যজ্ঞস্য (এই অনুষ্ঠিত যজ্ঞের) সুক্রতুং (সুসম্পাদক) হোতারং (হোতার) বিশ্ববেদসং (সর্ব্বধনযুক্ত) দূতং (বার্ত্তাবহ) অগ্নিং (অগ্নিদেবকে) বৃণীমহে (বরণ করিতেছি)॥ ১।

বঙ্গানুবাদ—এই যজ্ঞের সম্পাদক হোতার সর্ব্বধনযুক্ত দূত অগ্নিদেবকে বরণ করিতেছি॥ ১।

তাৎপর্য্যার্থ—অগ্নির পরিচয় প্রথম আগ্নেয় সূক্তের উপক্রমণিকায় দেওয়া হইয়াছে। তাহা পাঠ করিলেই অগ্নিকে সর্ব্বধনযুক্ত ও দূত বলার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারা যাইবে। তিনি সর্ব্বধনযুক্ত অর্থাৎ সর্ব্বগুণের আধার ও সর্ব্বধনদাতা, তাঁহাকে বরণ করিলেই সর্ব্বদেবগণকে বরণ করা হয়, তাঁহাতে আহুতি দান করিলে সর্ব্বদেবগণকে দেওয়া হয়॥ ১।

"অগ্নিমগ্নিং হবীমভিঃ সদা হবন্ত বিশ্‌পতিং।
হব্যবাহং পুরুপ্রিয়ং" ॥ ২।

ব্যাখ্যা—বিশ্‌পতিং (সর্ব্বলোকপালক) হব্যবাহং (হবির্বহনকারী) পুরুপ্রিয়ং (বহুজনপ্রিয়) অগ্নিমগ্নিং (বহুপ্রকার অগ্নিকে) হবীমভিঃ (নিমন্ত্রণমন্ত্রদ্বারা) সদা (সদা) হবন্ত (আবাহন করা হইয়া থাকে)॥ ২।

বঙ্গানুবাদ—সর্ব্বলোকপালক, হবির্ব্বহনকারী, বহুজনপ্রিয়, অগ্নিকে বিবিধ প্রকারে সদা নিমন্ত্রণমন্ত্র দ্বারা আহ্বান করিয়া থাকে॥ ২ ।

তাৎপর্য্যার্থ—বিবিধ প্রকারে যত দেবতাই আহ্বান করা হয়, তদ্দ্বারা এক অগ্নিরই আহ্বান হইয়া থাকে, যেহেতু তিনি সর্ব্বময়। অগ্নির বিদ্যমানতা ব্যতীত কোন দেবার্চ্চনা হয় না, অন্ততঃ পাজাল-প্রদীপ রূপেও অগ্নিকে উপস্থিত রাখিতে হইবে। অগ্নিম্ অগ্নিম্ অর্থাৎ বহু অগ্নিকে অর্থাৎ বহুবিধ প্রকারে অগ্নির আরাধনা হইয়া থাকে ॥ ২ ।

"অগ্নে দেবাঁ ইহাবহ জজ্ঞানো বৃক্তবর্হিষে।
অসি হোতা ন ঈড্যঃ" ॥ ৩।

ব্যাখ্যা—অগ্নে (হে অগ্নিদেব) জজ্ঞানঃ (অরণ্যোৎপন্ন, কাষ্ঠোৎপন্ন) বৃক্তবর্হিষে (ছিন্ন-কুশ-যুক্ত যজমানের জন্য) ইহ (এই কর্ম্মে) দেবান্ (দেবতাদিগকে) আবহ (আনয়ন কর) নঃ (আমাদের) ঈড্যঃ (স্তুত্য) হোতা (আমাদিগের পক্ষ হইতে দেবগণের আহ্বান কর্ত্তা) অসি (হও) ॥ ৩।

বঙ্গানুবাদ—হে অগ্নিদেব ! তুমি অরণ্যোৎপন্ন অর্থাৎ কাষ্ঠঘর্ষণে উৎপন্ন। ছিন্নকুশযুক্ত এই যজমানের জন্য (যে যজমান কুশহস্তে প্রস্তুত আছে তাহার জন্য) এই কর্ম্মে দেবগণকে আনয়ন কর। আমাদের স্তুত্য হোতা হও, অর্থাৎ আমাদিগের হোতা হইয়া দেবতাগণকে আহ্বান কর ॥ ৩ ।

তাৎপর্য্যার্থ—যজ্ঞের অগ্নি অরণি কাষ্ঠ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাই অগ্নিকে অরণ্যোৎপন্ন বলা হইয়াছে। ঋকের অপরাংশ দ্বারা অগ্নির সর্ব্বময়ত্বভাব প্রকাশ পাইয়াছে। যথা, তুমি অগ্নি, তুমিই দেবতা, তুমিই হোতা, যেরূপ ১ম আগ্নেয় সূক্তে দৃষ্ট হইয়াছে ॥ ৩ ।

"তাঁ উশতো বি বোধয় যদগ্নে যাসি দূত্যং।
দেবৈরা সৎসি বর্হিষি" ॥ ৪।

ব্যাখ্যা—অগ্নে (হে অগ্নিদেব !) যৎ (যেহেতু) দূত্যং (দৌত্যকর্ম্ম) যাসি (স্বীকার করিয়াছেন) উশতঃ (হবিঃ গ্রহণাভিলাষী দেবতাগণকে) দেবৈঃ (সেই দেবতাগণসহ) আসৎসি (আসিয়া উপবেশন করুন) ॥ ৪ ।

বঙ্গানুবাদ—হে অগ্নিদেব ! যেহেতু আপনি দৌত্য গ্রহণ করিয়াছেন, যজ্ঞাভিলাষী দেবতাগণকে উদ্বোধিত করুন এবং তাঁহাদের সহিত কুশাসনে উপবেশন করুন ॥ ৪ ।

তাৎপর্য্যার্থ—সর্ব্বদেবতাগণ তাঁহাতেই আছে। তাই কর্ম্মোন্মুখ করিবার নিমিত্ত উদ্বোধিত করিবার জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে ॥ ৪ ।

"ঘৃতাহবন দীদিবঃ প্রতিষ্ম রিষতো দহ।
অগ্নে ত্বং রক্ষস্বিনঃ" ॥ ৫।

ব্যাখ্যা—ঘৃতাহবন (ঘৃতদ্বারা আহুয়মান) দীদিবঃ (দীপ্যমান) অগ্নে (অগ্নিদেব) ত্বং রক্ষস্বিনঃ (রাক্ষসযুক্ত, রাক্ষসবলে বলীয়ান) প্রতি (আমাদের প্রতিকূল) রিষতঃ (হিংসাপরায়ণ শত্রুদিগকে) দহস্ব (দগ্ধকরুন) ॥ ৫।

বঙ্গানুবাদ—হে ঘৃতদ্বারা আহুয়মান দীপ্তিশালী অগ্নিদেব! রাক্ষসবলে বলীয়ান হিংস্র শত্রুগণকে ভস্মীভূত করুন ॥ ৫।

তাৎপর্য্যার্থ—অগ্নিকে পূর্ব্বে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে, ব্রহ্ম কিছু করেন না, তবে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করা কেন? এ স্থানে ব্রহ্মের দাহিকাশক্তির অধিপতি অগ্নিদেবের নিকট প্রার্থনা। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে রাক্ষসগণ আসিয়া যজ্ঞকার্য্যের বিঘ্ন ঘটাইত। তাই তাহাদিগের অত্যাচার নিবারণের জন্য ইন্দ্রদেবের আরাধনা করা হইয়াছে, এখন আবার অগ্নিদেবের নিকট প্রার্থনা। লৌকিক যজ্ঞে রাক্ষস বিনাশের প্রার্থনা আর মানস যজ্ঞে কুপ্রবৃত্তিরূপ রাক্ষসদিগের বিনাশ-প্রার্থনা ॥ ৫।

"অগ্নিনাগ্নিঃ সমিধ্যতে কবির্গৃহপতির্যুবা।
হব্যবাড্ জুহ্বাস্যঃ" ॥ ৬।

ব্যাখ্যা—কবিঃ (মেধাবী, কর্ম্মকুশল) গৃহপতিঃ (গৃহরক্ষক) যুবা (নিত্যতরুণ) হব্যবাট্ (হবির্ব্বহনকারী) জুহ্বাস্যঃ (প্রদীপ্তআনন) অগ্নিঃ (আহবনীয় অগ্নি, যজ্ঞাগ্নি) অগ্নিনা (প্রণীতঅর্থাৎ তৈয়ারী অগ্নি, অর্থাৎ অন্যান্য অগ্নি সকল) সমিধ্যতে (সমভাবে দীপ্তি পায়, অভিন্ন) ॥ ৬।

বঙ্গানুবাদ—(হে অগ্নিদেব! তুমি) কর্ম্মকুশল, গৃহরক্ষক, চিরযুবা, হবির্ব্বহনকারী ও প্রদীপ্ত-আনন আহবনীয় অগ্নি (অর্থাৎ যে অগ্নিকে যজ্ঞে আবাহন করা যায়) ও গৃহস্থিত অগ্নি (অর্থাৎ অন্যান্য অগ্নি) অভিন্ন (একই অগ্নি) ॥ ৬।

তাৎপর্য্যার্থ—সর্ব্বপ্রকার অগ্নি অর্থাৎ যজ্ঞের অগ্নি, উনুনের অগ্নি, শ্মশানের অগ্নি, ব্রহ্মাগ্নি প্রভৃতি একই অগ্নি; বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন নাম মাত্র। একথা বিশদরূপে ১ম আগ্নেয় সূক্তের উপক্রমণিকায় আলোচিত হইয়াছে ॥ ৬।

"কবিমগ্নিমুপস্তুহি সত্যধর্ম্মাণমধ্বরে।
দেবমমীবচাতনং" ॥ ৭।

ব্যাখ্যা—অধ্বরে (হিংসারহিত যজ্ঞে) কবিং (কর্ম্মকুশলী) সত্যধর্ম্মাণং (সত্যরূপ ধর্ম্মযুক্ত) অমীবচাতনং (শত্রুনাশক) দেবং (দ্যুতিবিশিষ্ট) অগ্নিং (অগ্নিদেবকে) উপস্তুহি (সমীপাগত হইয়া স্তুতি কর) ॥ ৭।

বঙ্গানুবাদ—(হে স্তোতৃগণ !) হিংসারহিত যজ্ঞে কর্ম্মকুশল, সত্যরূপ ধর্ম্মযুক্ত, শত্রু-নাশক, দ্যুতিবিশিষ্ট অগ্নিদেবের সমীপস্থ হইয়া, তাঁহার স্তব কর॥ ৭।

তাৎপর্য্যার্থ—ঋত্বিক যজমানকে সম্বোধন করিয়া এই ঋক বলিয়াছেন। "সত্যধর্ম্মাণং" শব্দটীর প্রতি আমরা পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। অগ্নিদেবকে তদ্দ্বারা সত্যকথনরূপধর্ম্মযুক্ত বলা হইয়াছে। সত্যের প্রতি তখন এতই আগ্রহ ছিল যে দেবতাদের প্রতিও "সত্যপ্রিয়" বিশেষণ প্রয়োগ গৌরবসূচক বলিয়া মনে হইত। সত্যের এত গৌরব ছিল, তাই সকলেই সত্যবাদী ছিল, মিথ্যা ছিল না। সত্যবাদী এখন বোকা বলিয়া নিন্দিত আর মিথ্যাবাদী বুদ্ধিমান বলিয়া প্রশংসিত। কেহ মিথ্যা কথা বলিয়া ঠকাইয়া আসিতে পারিলেই তাহার বাহাদুরী, আর সত্য কথা বলায় ক্ষতি হইলে উপহাস। সত্যের অপলাপে দেশের ধ্বংস, জাতির ধ্বংস, সমাজের ধ্বংস, ধর্ম্মের ধ্বংস॥ ৭।

"যস্ত্বামগ্নে হবিষ্পতির্দূতং দেব সপর্য্যতি।
তস্য স্ম প্রাবিতা ভব"॥ ৮

ব্যাখ্যা—দেব (দীপ্তিশালী বা দানাদিযুক্ত) অগ্নে (অগ্নিদেব) যঃ হবিষ্পতিঃ (যে যাজ্ঞিক) দূতং (বার্ত্তাবহ) ত্বাং (তোমাকে) সপর্য্যতি (সেবাকরে) তস্য (সেই যাজ্ঞিকের) প্রাবিতা (প্রকৃষ্টরূপে রক্ষক) ভবস্ম (হইয়া থাকে)॥ ৮।

বঙ্গানুবাদ—হে দীপ্তিশালী (বা দানাদিগুণযুক্ত) অগ্নিদেব ! যে যাজ্ঞিক তোমাকে দেবদূত জ্ঞানে সেবা করে, তুমি প্রকৃষ্টরূপে তার রক্ষক হও অর্থাৎ তাহাকে রক্ষা কর॥ ৮।

তাৎপর্য্যার্থ—যে সংবাদ বহন করে তাহাকে দূত বলে। অগ্নি ব্রহ্ম। তাঁহাতে সর্ব্বদেবগণই আছেন। সুতরাং অগ্নির নিকট যে প্রার্থনা করা হয় তাহা সমস্ত দেবতাগণের নিকট আপনা হইতে পৌঁছিয়া থাকে, যেহেতু তাঁহারা তো অগ্নির সঙ্গেই বিদ্যমান আছেন। এই জ্ঞানে যে অগ্নির আরাধনা করিতে পারে তাহার "বিনাশ" থাকিতে পারে না॥ ৮।

"যো অগ্নিং দেববীতয়ে হবিষ্মাঁ আবিবাসতি।
তস্মৈ পাবক মৃলয়"॥ ৯।

ব্যাখ্যা—যঃ হবিষ্মান্ (যে হবির্দ্দানকারী যাজ্ঞিক) দেববীতয়ে (দেবতাগণের তৃপ্তির জন্য) অগ্নিং (অগ্নিদেবকে) আবিবাসতি (সম্যকরূপ পরিচর্য্যা করে, সেবা করে) পাবক (পবিত্রকারক) অগ্নে (হে অগ্নিদেব !) তস্মৈ (সেই যাজ্ঞিককে) মৃলয় (সুখে রাখ)॥ ৯।

বঙ্গানুবাদ—যে যাজ্ঞিক দেবতাগণের তৃপ্তির জন্য সম্যকরূপ অগ্নিদেবের পরিচর্য্যা করে, হে পবিত্রকারক অগ্নিদেব! সেই যাজ্ঞিককে (তুমি) সুখে রাখ॥ ৯।

তাৎপর্য্যার্থ—একমাত্র অগ্নির আরাধনা করিলে সমস্ত দেবতাগণের আরাধনা করা হয়। তাই তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলেই সমস্ত দেবতাগণের আশীর্ব্বাদ লাভ করিতে—যেহেতু সমস্ত প্রার্থিত সম্পদ লাভে—অধিকারী হইয়া সুখী হইতে সমর্থ হওয়া যায়।

মৃলয়—(মৃড়য়) তং যজমানং সুখয়॥ (সায়ণ)॥ ৯॥

"স নঃ পাবক দীদিবোঽগ্নে দেবাঁ ইহা বহ।
উপ যজ্ঞং হবিশ্চ নঃ"॥ ১০।

ব্যাখ্যা—পাবক (পূতকারী) দীদিবঃ (দীপ্তিশীল) অগ্নে (অগ্নিদেব) সঃ (সেই আপনি) নঃ (আমাদের) ইহ (যজ্ঞভূমে) দেবান্ (দেবগণকে) আবহ (আনয়ন কর) যজ্ঞং (যজ্ঞাদি কর্ম্ম) হবিঃ চ (হবিরাদি আহুতি সকলও)॥ ১০।

বঙ্গানুবাদ—হে জগৎপাবন দীপ্তিশীল সেই (পূর্ব্বোক্তগুণযুক্ত) অগ্নিদেব! আমাদের এই যজ্ঞভূমে দেবতাগণকে আনয়ন কর। যাগাদি কর্ম্ম ও ঘৃতাদি আহুতির দ্রব্য সকল প্রস্তুত॥ ১০।

তাৎপর্য্যার্থ—এই ঋকের তাৎপর্য্যার্থ প্রথম আগ্নেয় সূক্তে ব্যাখ্যাত হইয়াছে॥ ১০।

"স নঃ স্তবান আভর গায়ত্রেণ নবীয়সা।
রয়িং বীরবতীমিষং"॥ ১১।

ব্যাখ্যা—সঃ (সেই অগ্নিদেব) নবীয়সা (চিরনূতন) গায়ত্রেণ (গায়ত্রীছন্দবিশিষ্ট স্তবের দ্বারা) স্তবান (স্তূয়মান হইয়া) নঃ (আমাদিগকে) বীরবতীং (বীর্য্যশালিপুত্র-পৌত্রাদিসমন্বিত) রয়িং (ধন) ইষং (অন্ন) আভর (সম্পাদন কর)॥ ১১।

বঙ্গানুবাদ—সেই আপনি অগ্নিদেব! চিরনূতন গায়ত্রীছন্দবিশিষ্ট স্তোত্রদ্বারা স্তূয়মান আপনি আমাদিগের জন্য বীর্য্যশালিপুত্রপৌত্রাদিযুক্ত ধন ও অন্নের ব্যবস্থা করুন॥ ১১।

তাৎপর্য্যার্থ—"গায়ত্রীছন্দ" যদিও অতি প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে তথাপি চিরনূতনের ন্যায় চিত্তাকর্ষক॥ ১১।

"অগ্নে শুক্রেণ শোচিষা বিশ্বাভির্দেবহূতিভিঃ
ইমং স্তোমং জুষস্ব নঃ"॥ ১২।

ব্যাখ্যা—অগ্নে (হে অগ্নিদেব !) শুক্রেণ (নির্ম্মল) শোচিষা (তেজদ্বারা) বিশ্বাভিঃ দেবহূতিভিঃ (সকল দেবতার আহ্বানসাধক স্তবের দ্বারা যুক্ত) নঃ (আমাদের) ইমং (এই) স্তোমং (স্তোত্র) জুষস্ব (সেবা করুন, গ্রহণ করুন) ॥ ১২ ।

বঙ্গানুবাদ—হে অগ্নিদেব ! আপনি নির্ম্মল শুভ্রতেজঃ বা দীপ্তিসমন্বিত এবং সর্ব্বদেবগণের আহ্বানসাধকস্তবযুক্ত ; আমাদের এই স্তোত্র গ্রহণ করুন ॥ ১২ ।

তাৎপর্য্যার্থ—দেবতাগণের উদ্দেশ্যে যে সকল স্তব করা হয়, তাহা অগ্নিতেই পর্য্যবসিত হয়। তাই এই স্তোত্রও তাঁহাকেই গ্রহণ করিতে বলা হইয়াছে ॥ ১২ ।

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

-(*)-

১ম মণ্ডল। ১ম অষ্টক। ১ম অধ্যায়। ১৩শ সূক্ত।

সূক্ত-পরিচয়।

এই সূক্তেও মোট ১২টী ঋক্ এবং সমস্তই অগ্নির আরাধনার প্রসঙ্গে। এই সূক্তটীকে আপ্রী বলে, যেহেতু ইহা পশুযজ্ঞে ব্যবহৃত হইত। ঋগ্বেদে মোট ১০টী আপ্রীসূক্ত আছে (রমানাথ সরস্বতীর টীকা দেখ) যথা—

১ম	মণ্ডলে	১৩, ১৪২ ও	১৮৮	সূক্ত	আপ্রী	সূক্ত
২য়	”	———	৩	”	”	”
৩য়	”	———	৪	”	”	”
৫ম	”	———	৫	”	”	”
৭ম	”	———	২	”	”	”
৯ম	”	———	৫	”	”	”
১০ম	”	———	৭০।১১০	”	”	”

এই সূক্তের ১২টী মন্ত্রে অগ্নিকে পৃথক্ পৃথক্ ১২টী নাম দেওয়া হইয়াছে। তাহা প্রত্যেক ঋকের সঙ্গে আলোচিত হইবে।

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথম মণ্ডল। ত্রয়োদশ সূক্ত

ঋষি—মেধাতিথি৹ কাণ্ব। ছন্দ—গায়ত্রী। দেবতা—অগ্নি।

"সুস৹মিদ্ধো ন আ বহ দেবাঁ অগ্নে হবিষ্মতে।
হোতঃ পাবক যক্ষি চ" ॥ ১।

ব্যাখ্যা—হোতঃ (হোম সম্পাদক) পাবক (পুতকারী) অগ্নে (হে অগ্নিদেব!) সুসমিদ্ধঃ (সম্যকদীপ্ত) নঃ (আমাদের) হবিষ্মতে (হোমসম্পাদনকারিদিগের জন্য) দেবান্ (দেবতাদিগকে) আবহ (আনয়ন কর) যক্ষি চ (যজ্ঞ সম্পাদন কর) ॥ ১।

বঙ্গানুবাদ—হে হোম সম্পাদক ও পাবক অগ্নিদেব! আপনি "সুসমিদ্ধ" (সম্যক প্রজ্বলিত, সম্যক দীপ্ত)। আমাদের হোম সম্পাদনকারিদিগর জন্য দেবতাদিগকে আনয়ন করুন (এবং) যজ্ঞ সম্পাদন করুন ॥ ১।

তাৎপর্য্যার্থ—এই ঋকে অগ্নিকে একটী নাম দেওয়া হইয়াছে "সুসমিদ্ধ" এবং যজমানগণের পক্ষে তাহাকে হোম সম্পাদক অর্থাৎ ঋত্বিক বলা হইয়াছে, অর্থাৎ পুরোহিত হইয়া দেবতাদিগকে আহ্বান করতঃ যজ্ঞকার্য্য সম্পাদন করিতে বলা হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে আমরা অজ্ঞান, কিছুই জানি না, আপনি আমাদের কার্য্যভার গ্রহণ করতঃ যজ্ঞকার্য্যে সহায় হউন ॥ ১।

"মধুমন্তং তনূনপাদ্ যজ্ঞং দেবেষু নঃ কবে।
অদ্যা কৃণুহি বীতয়ে" ॥ ২।

ব্যাখ্যা—কবে (মেধাবিন্) তনূনপাৎ (অগ্নির এক নাম, যাহার কৃপায় তনুর পাত হয় না) অদ্য (অদ্য) মধুমন্তং (মধুময়) যজ্ঞং (যজ্ঞকর্ম্ম) বীতয়ে (ভক্ষণার্থ) দেবেষু (দেবগণের সমীপবর্ত্তী) কৃণুহি (করুন) ॥ ২।

বঙ্গানুবাদ—হে মেধাবিন্ "তনূনপাৎ" (দেহরক্ষক অগ্নিদেব !) অদ্য এই মধুময় যজ্ঞ ভক্ষণার্থ দেবগণের সমীপবর্ত্তী করুন ॥ ২ ।

তাৎপর্য্যার্থ—এই ঋকে অগ্নিদেবকে আর একটী নাম দেওয়া হইয়াছে, যথা—"তনূনপাৎ" (যস্য সেবনেন হিমাৎ তনূর্ন্নপততি, তনুং দেহং ন পাতয়তি ইতি তনূনপাৎ—প্রকৃতার্থবাহিনী) ॥ ২ ।

"নরাশংসমিহ প্রিয়মস্মিন্ যজ্ঞ উপহ্বয়ে।
মধুজিহ্বং হবিষ্কৃতং" ॥ ৩ ।

ব্যাখ্যা—ইহ (এইস্থানে) অস্মিন যজ্ঞে (এই যজ্ঞে) প্রিয়ং (প্রীতির হেতু) মধুজিহ্বং (মধুরভাষিজিহ্বাযুক্ত) হবিষ্কৃতং (হবিঃসম্পাদক, যজ্ঞসম্পাদক) নরাশংস (নরাশংস নামক অগ্নিদেবকে) উপহ্বয়ে (আহ্বান করিতেছি) ॥ ৩ ।

বঙ্গানুবাদ—এই স্থানের এই যজ্ঞে প্রীতিপ্রদ, মধুরভাষী, যজ্ঞসম্পাদক নরাশংসকে (মানব-প্রশংসিত অগ্নিদেবকে) আহ্বান করিতেছি ॥ ৩ ।

তাৎপর্য্যার্থ—এই ঋকে অগ্নিদেবকে "নরাশংস" নাম দেওয়া হইয়াছে অর্থাৎ "নরগণ কর্ত্তৃক স্তুত" ॥ ৩ ।

"অগ্নে সুখতমে রথে দেবাঁ ঈড়িত আ বহ।
অসি হোতা মনুর্হিতঃ" ॥ ৪ ।

ব্যাখ্যা—অগ্নে (হে অগ্নিদেব !) ঈড়িত (ঈলিত—অগ্নির এক নাম ইলা) সুখতমে (সুখকর) রথে (রথে স্থাপন করিয়া) দেবান্ (দেবতাগণকে) আবহ (আনয়ন কর) মনুর্হিতঃ (মানবের হিতকর) হোতা (দেবতাদের আহ্বানকর্ত্তা) অসি (হও) ॥ ৪ ।

বঙ্গানুবাদ—হে ঈলিত অগ্নিদেব ! সুখতম রথে দেবতাগণকে আনয়ন কর; তুমি মনুষ্যগণের হিতকর হোতা ॥ ৪ ।

তাৎপর্য্যার্থ—"ইট্" অগ্নির একটী নাম, তাই বুঝাইবার জন্য "ঈড়িত" এই বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং ইহাও অগ্নির আর একটী নাম। তিনি মানবগণের হিতকর হোতা, তাহাতে আহুতি দিলেই সমস্ত দেবতাগণ পাইয়া থাকেন ॥৪ ।

"স্তৃণীত বর্হিরানুষগ্ ঘৃতপৃষ্ঠং মনীষিণঃ।
যত্রামৃতস্য চক্ষণং" ॥ ৫ ।

ব্যাখ্যা—মনীষিণঃ [বুদ্ধিমন্ত সাধকগণ] আনুষক্ [ক্রমানুসারে] ঘৃতপৃষ্ঠং [পৃষ্ঠে ঘৃত-যুক্ত, যাহার পৃষ্ঠোপরি ঘৃত স্থাপিত আছে] বর্হিঃ [দর্ভ, কুশ] স্তৃণীত [বিস্তৃত করিয়া রাখ] যত্র [যদুপরি] অমৃতস্য [অবিনশ্বরের] চক্ষণং [দর্শন পাইবে] ॥ ৫ ।

বঙ্গানুবাদ—হে বুদ্ধিমন্ত ঋত্বিকগণ ! সুসংযতভাবে কুশ অর্থাৎ কুশাসন বিস্তৃত করিয়া তাহার উপর ঘৃতপূর্ণ স্রুক্ সকল স্থাপন কর, যাহার উপরে [যে কুশাসনের উপরে] অমৃতের অর্থাৎ জরামরণরহিত অগ্নিরূপী পরমব্রহ্মের দর্শনলাভ হইবে॥ ৫।

তাৎপর্য্যার্থ—এখানে "অমৃত" শব্দদ্বারা অগ্নিদেবকে বুঝাইতেছে, অর্থাৎ যাহার মৃত্যু নাই। এতদ্দ্বারা অগ্নির ব্রহ্মভাব পরিস্ফুট হয়। "অক্ষরং ব্রহ্ম পরং"। [গীতা—৮।৩]। অগ্নির এক নাম বর্হিঃ [শায়ণ]। কিন্তু এ স্থানে সে অর্থ ধরিলে ঋকের কোন সুসঙ্গত অর্থ হয় না। তাই আমরা "বর্হি" শব্দের অর্থ "দর্ভ" ধরিয়া অর্থ করিলাম॥ ৫।

"বিশ্রয়ন্তামৃতাবৃধো দ্বারো দেবীরসশ্চতঃ।
অদ্যা নূনং চ যষ্টবে"॥ ৬।

ব্যাখ্যা—ঋতাবৃধঃ [যজ্ঞ ও সত্যের বর্দ্ধক] অসশ্চতঃ [প্রবেশকারিজনশূন্য] দেবীঃ [দীপ্তিশালী] দ্বারঃ [যজ্ঞশালার কপাট] অদ্য [অদ্য কিম্বা অপর কোন দিন] নূনং [নিশ্চিত] যষ্টবে [যজ্ঞকর্ম্মার্থ] বিশ্রয়ন্তাং [বিশেষরূপে সেবার জন্য উদ্ঘাটিত হউক]॥ ৬।

বঙ্গানুবাদ—যজ্ঞের বর্দ্ধক, প্রবেশকারিজনশূন্য, দীপ্তিশালী যজ্ঞশালার কপাট অদ্য [অদ্য এবং পরেও] সেবার জন্য উদ্ঘাটিত হউক॥ ৬।

তাৎপর্য্যার্থ—অগ্নিই যজ্ঞের দ্বার, সেই দ্বারের সেবার জন্যই এখন কামনা। সুতরাং যজ্ঞস্থলে প্রবেশাকাঙ্ক্ষিলোক নাই, কারণ, নিষ্প্রয়োজন। প্রবেশদ্বারে অগ্নিদেব, তাঁহার নিকট পৌছিতে পারিলেই সব কাজ হইয়া যায়। আর প্রবেশের কোন কামনা থাকে না, কারণ সবই তখন তাহার জ্ঞানাধিগম্য, সবই তখন তাহার নিকট উন্মুক্ত, তাহার যাইবার স্থানও কোথাও থাকে না, জানিবার বিষয়ও কিছু থাকে না। তাই বলা হইয়াছে "প্রবেশ-কারিজনশূন্য" অর্থাৎ যজ্ঞাগারের ভিতরে যাইবার লোক কেহ নাই, দ্বার পর্যন্ত গেলেই অর্থাৎ অগ্নিদেবের সাক্ষাৎ পাইলেই অর্থাৎ তাহাকে চিনিতে পারিলেই আর অগ্রসর হইবার প্রয়োজন থাকে না। তাই দ্বারের আর একটী বিশেষণ "দীপ্তিশালী", সেস্থানে অন্ধকার নাই, সমস্তই দ্রষ্টব্য। যদি সবই দেখিতে পাওয়া যায় তবে সন্ধান করিব কাহার ? ৬।

"নক্তোষাসা সুপেশসাস্মিন্ যজ্ঞ উপহ্বয়ে।
ইদং নো বর্হিরাসদে"॥ ৭।

ব্যাখ্যা—নঃ (আমাদের) অস্মিন্ (এই আরব্ধ) যজ্ঞে (যাগকর্ম্মে) ইদং (বিস্তীর্ণ) বর্হিঃ (দর্ভ, কুশাসন) আসদে (গ্রহণার্থে) সুপেশসা (শোভনরূপ সম্পন্ন) নক্তোষাসা (নক্তোষাস নামক বহ্নিমূর্ত্তিদ্বয়কে) উপহ্বয়ে (আহ্বান করিতেছি)॥ ৭।

বঙ্গানুবাদ—আমাদের এই আরব্ধ যজ্ঞে বিস্তৃতকুশাসনে উপবেশন করিবার জন্য সুশোভন "নক্তোষাস" বহ্নিদ্বয়কে আহ্বান করিতেছি॥ ৭।

তাৎপর্য্যার্থ—"নক্ত"ও"উষস্"শব্দে সাধারণতঃ কাল বিশেষকে, যথা, রাত্রি ও উষাকেও, বুঝায়। কিন্তু তত্তৎকালের অধিপতি অগ্নিদেবতার নামও "নক্ত" ও "উষস্"। কালানুসারে দেবতাদের নামের তারতম্য আছে, যথা--কেশবং মার্গশীর্ষেচ, পৌষে নারায়ণস্তথা ইত্যাদি, আবার ঔষধে চিন্তয়েৎ বিষ্ণুং, ভোজনে চ জনার্দ্দনং ইত্যাদি। অগ্নির তদ্রূপ রাত্রি ও উষাকালের জন্য নাম "নক্ত" ও "উষস্"। এই স্থানে এই দুই নামের উল্লেখে কোন সার্থকতা আছে কি না চিন্তার বিষয়। তাঁহাকে (অগ্নিকে) যেমন দীপ্তিমান, দাতা, রক্ষাকর্ত্তা, দূত, পুরোহিত, ইত্যাদি রূপে দেখিতে পাইতেছি তেমনি "কাল"রূপেও তিনিই বিদ্যমান॥ ৭।

"তা সুজিহ্বা উপহ্বয়ে হোতারা দৈব্যাকবী।
যজ্ঞং নো যক্ষতামিমং"॥ ৮।

ব্যাখ্যা—তা (সেই প্রসিদ্ধ) সুজিহ্বা (সুজিহ্ব) হোতারা (হোতা) কবী (মেধাবী) দৈব্যা (দীপ্তি-দানাদি গুণযুক্ত "নক্তোষাস" দেবদ্বয়কে আহ্বান করিতেছি) নঃ (আমাদিগের) ইমং (এই আরব্ধ) যজ্ঞং (যজ্ঞ) যক্ষতাং (সম্পাদনার্থ)॥ ৮।

বঙ্গানুবাদ—আমাদের এই আরব্ধ যজ্ঞ সম্পাদনার্থ, সেই প্রসিদ্ধ সুজিহ্ব হোতা, মেধাবী, দীপ্তি-দান-গুণাদিযুক্ত, নক্তোষাস নামধেয় অগ্নিদেবকে আহ্বান করিতেছি॥ ৮।

তাৎপর্য্যার্থ—এই ঋক্ পূর্ব্বোবর্ত্তিনী ঋকের সহিত সংশ্লিষ্ট। অগ্নিদেবকে "হোতা" বলা হইতেছে। ইহার তাৎপর্য্য পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। "জিহ্বা" শব্দে এখানে অগ্নির শিখাকে বুঝায়। রাত্রিতে ও উষাকালে অগ্নিশিখার সৌন্দর্য্য সুপরিস্ফুট। তাই সুজিহ্ব এবং পূর্ব্ব ঋকে সুশোভন বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে॥ ৮।

"ইড়া সরস্বতী মহী তিস্রো দেবীর্ময়োভুবঃ।
বর্হিঃ সীদন্ত্বস্রিধঃ॥" ৯।

ব্যাখ্যা—ময়োভুবঃ (সুখোৎপাদক) অস্রিধঃ (ক্ষয়রহিত) দেবীঃ (দীপ্যমান বা দানাদিগুণযুক্ত) ইড়া-সরস্বতী মহী তিস্রঃ (ইড়া-সরস্বতী-মহী এই তিন নামধারী অগ্নিদেবতা বর্হিঃ (বেদির উপরিস্থ বিস্তৃত-দর্ভ) সীদন্তু (প্রাপ্ত হউন, গ্রহণ করুন)॥ ৯।

বঙ্গানুবাদ—সুখোৎপাদক, ক্ষয়রহিত ও দীপ্যমান "ইড়া-সরস্বতী-মহী" নামধারী অগ্নিদেবতা এই বেদির উপরিস্থ বিস্তৃত দর্ভাসনে উপবেশন করুন॥ ৯।

তাৎপর্য্যার্থ—অগ্নিদেবকে ক্রমশঃ বিভিন্নভাবে ও বিভিন্ন শক্তিতে আহ্বান করা যাইতেছে। এক একবারে এক একটী নাম দিয়া বিভিন্ন গুণ বা শক্তির পরিচয় দেওয়া

হইতেছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তাহাকে জানিতে বা চিনিতে হইলে তাহার গুণের সহিত পরিচিত হইতে হইবে। পূর্ব্ববর্ত্তিনী ঋকে অগ্নিদেবের প্রাতঃ ও রাত্রিকালের রূপ বর্ণিত হইয়াছে, এখন তাঁহাকে স্তুত্য, সর্ব্ববিদ্যা ও জ্ঞানের অধিষ্ঠাতা জ্ঞানে "ইড়া-সরস্বতী-মহী" নামে অভিহিত করা হইয়াছে,। ইড়া=স্তুত্য, সরস্বতী=সরস্বতী দেবী, মহী= ভারতী (শায়ণ)। অগ্নির সর্ব্বশক্তিমত্তাভাবের ক্রম বিকাশ॥ ৯।

"ইহ ত্বষ্টারমগ্রিয়ং বিশ্বরূপমুপহ্বয়ে।
অস্মাকমস্তু কেবলঃ" ॥ ১০।

ব্যাখ্যা—ইহ (এই যজ্ঞে) অগ্রিয়ং (শ্রেষ্ঠ) বিশ্বরূপং (বিশ্বরূপ, বহুবিধ রূপের আধার) ত্বষ্টারং (ত্বষ্টানামক অগ্নিদেবকে) উপহ্বয়ে (আহ্বান করিতেছি) অস্মাকং (আমাদেরই) কেবলঃ (কেবল অথবা কৈবল্যপ্রদ)॥ ১০।

বঙ্গানুবাদ—এই যজ্ঞে শ্রেষ্ঠ ও বিশ্বরূপ ত্বষ্টাকে (ত্বষ্টা অগ্নির এক নাম) আহ্বান করিতেছি। তিনি আমাদেরই কেবল (অথবা আমাদের কৈবল্যদাতা)॥ ১০।

তাৎপর্য্যার্থ—ত্বষ্টা শব্দের অর্থ "মোচনকারী" অর্থাৎ পাপমোচনকারী। তাই অগ্নির এক নাম ত্বষ্টা। "অস্মাকং কেবল:" ইহার অর্থ নানা প্রকার হইতে পারে; যথা, তিনি আমাদেরই কেবল অর্থাৎ আর কাহারও নহে। অথবা এইরূপ অর্থও হইতে পারে যে "আমাদের কেবল তিনিই" অর্থাৎ তিনি ব্যতীত আমাদের আর কেহই নাই। এই শেষোক্ত অর্থই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। কেহ "কেবল" শব্দের অর্থ করেন কৈবল্যদাতা। অর্থাৎ তিনি আমাদের কৈবল্যদাতা। শেষোক্ত উভয় অর্থ একই ভাব প্রকাশ করে॥ ১০।

"অব সৃজা বনস্পতে দেব দেবেভ্যো হবিঃ।
প্র দাতুরস্তু চেতনং" ॥ ১১।

ব্যাখ্যা—দেব (হে দীপ্তিদানাদিগুণযুক্ত) বনস্পতে (অগ্নির এক নাম) দেবেভ্যোঃ (দেবতাদিগের) হবিঃ (হবিঃ অর্থাৎ যজ্ঞে প্রদত্ত দ্রব্য) অবসৃজ (সমর্পণ কর) প্রদাতুঃ (প্রদানকারিগণের অর্থাৎ যাজ্ঞিকগণের) চেতনং (চৈতন্য, জ্ঞান) অস্তু (হউক)॥ ১১।

বঙ্গানুবাদ—হে দেব বনস্পতে! যাজ্ঞিকগণের প্রদত্ত হবিরাদি উপহার দ্রব্য দেবতাগণকে অর্পণ করুন; যাজ্ঞিকগণের জ্ঞানোন্মেষ হউক॥ ১১।

তাৎপর্য্যার্থ—এবার অগ্নিকে "বনস্পতি" বলা হইয়াছে। বনস্পতি=বনের অধিপতি। অগ্নি যে সব তাহাই ক্রমশঃ দেখান হইতেছে। এই ঋকে সাধক "জ্ঞান" চাহিতেছেন; ধন-জনাদি-পার্থিবসম্পদ নহে। পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছি প্রথমে "ভোগ" পরে "ভোগ-ত্যাগ"; তাই ক্রমশঃ ত্যাগের দিকে চলিয়াছে। অগ্নি যে বনস্পতি, দাবানল রূপে কথনও কখনও দেখাইয়া থাকেন॥ ১১।

"স্বাহা যজ্ঞং কৃণোতনেন্দ্রায় যজ্বনো গৃহে।
তত্র দেবাঁ উপহ্বয়ে" ॥ ১২ ।

ব্যাখ্যা—যজ্বনঃ (যাজ্ঞিকের) গৃহে (গৃহে, যজ্ঞক্ষেত্রে) ইন্দ্রায় (ইন্দ্রদেবের প্রীত্যর্থ) স্বাহা (অগ্নির এক নাম) নঃ (আমাদের) যজ্ঞং (যজ্ঞকর্ম্ম) কৃণোতন (অনুষ্ঠিত করুন) অত্র (এই যজ্ঞে) দেবান্ (দেবতাগণকে) উপহ্বয়ে (আহ্বান করিতেছি) । ১২ ॥

বঙ্গানুবাদ—যাজ্ঞিকের গৃহে ইন্দ্রাদি দেবতাগণের প্রীতিসাধনার্থ "স্বাহা" আমাদের এই যজ্ঞকর্ম্ম অনুষ্ঠিত করুন। এই যজ্ঞে দেবতাগণকে আহ্বান করিতেছি ॥ ১২ ।

তাৎপর্য্যার্থ—এই ঋকে অগ্নির নাম "স্বাহা" = শুভআহ্বানকারী। তাই যজ্ঞে শুভ ফল লাভ করিবার জন্য অগ্নিকে "স্বাহা" নামে অভিহিত করা হইয়াছে। অগ্নির দ্বারায় অন্যান্য দেবতাগণের কি প্রকারে প্রীতি সাধিত হইতে পারে তাহা পূর্ব্বে নানাস্থানে বলা হইয়াছে ॥ ১২ ।

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

-(*)-

প্রথম মণ্ডল। চতুর্দ্দশ সূক্ত।

ঋষি— কণ্বপুত্র, মেধাতিথি। ছন্দ গায়ত্রী।

দেবতা—অগ্ন্যাদি বিশ্বেদেবাগণ॥

"ঐভিরগ্নে দুবো গিরো বিশ্বেভিঃ সোমপীতয়ে।
দেবেভির্যাহি যক্ষি চ। ১॥"

ব্যাখ্যা—অগ্নে (হে অগ্নিদেব!) সোমপীতয়ে (সোমপানার্থ) এভিঃ (এই যজ্ঞে) বিশ্বেভিঃ (সকল) দেবেভিঃ (দেবগণ সহ) দুবঃ (আমাদিগের পরিচর্য্যা) গিরঃ (স্তুতির প্রতি) আয়াহি (আগমন করুন) যক্ষি চ (যজন করুন অর্থাৎ যজ্ঞ সম্পাদন করুন)। ১॥

বঙ্গানুবাদ—হে অগ্নিদেব! সোমপানার্থ, এই যজ্ঞে সমস্ত দেবতাগণ সহ আমাদিগের পরিচর্য্যা ও স্তুতি গ্রহণ জন্য আগমন করুন এবং যজ্ঞ সম্পাদন করুন। ১॥

তাৎপর্য্যার্থ—"সোমপান ও অন্যান্য দেবতাগণ সহ অগ্নির আগমন" ইহার তাৎপর্য্য পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। ১॥

"আ ত্বা কণ্বা অহূষত গৃণন্তি বিপ্র তেধিয়ঃ।
দেবেভিরগ্ন আগহি। ২॥"

ব্যাখ্যা—বিপ্র (মেধাযুক্ত) অগ্নে (অগ্নিদেব!) কণ্বাঃ (মেধাবী ঋত্বিকগণ) ত্বা (আপনাকে) অহূষত (নিয়ত আহ্বান করিতেছে) তে (তব) ধিয়ঃ (কর্ম্ম সকল) গৃণন্তি (সর্ব্বদা বর্ণনা করে) দেবোভিঃ (দেবগণের সহিত) আগহি (আগচ্ছ)। ২॥

বঙ্গানুবাদ—হে মেধাবী অগ্নিদেব ! প্রাজ্ঞ ঋত্বিকগণ তোমাকে নিরন্তর আহ্বান করিতেছে। তোমার কর্ম্মসকল অর্থাৎ গুণ বর্ণনা করে। দেবগণের সহিত আগমন কর। ২ ॥

তাৎপর্য্যার্থ—এখানে সাধকের যেন নিজের প্রতি বিশ্বাস নাই, তাই বলিতেছে, "আমি অজ্ঞ, তোমাকে কিরূপে ডাকিতে হয়, জানি না, তাই প্রাজ্ঞ ও বিচক্ষণ ঋত্বিকগণ দ্বারা তোমাকে ডাকাইতেছি, তাহারা তোমার গুণ গান করিতেছে, দয়া করিয়া আগমন কর। ২ ॥

"ইন্দ্রবায়ূ বৃহস্পতিং মিত্রাগ্নিং পূষণং ভগং।
আদিত্যান্ মারুতং গণং"। ৩ ॥

ব্যাখ্যা—ইন্দ্রবায়ূ (ইন্দ্রদেবতা ও বায়ুদেবতা) বৃহস্পতিং (বৃহস্পতি) মিত্রাগ্নি (মিত্রদেবতাও অগ্নিদেবতা) পূষণং (পূষণনামক দেবতা) ভগং (ভগদেব) আদিত্যান্ (আদিত্যদেবগণ) মারুতং গণং (মরুদ্‌গণকে) [ঋত্বিকগণ আহ্বান করিতেছে]। ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—ইন্দ্র, বায়ু, বৃহস্পতি, মিত্র, অগ্নি, পূষণ, ভগ, আদিত্যাদিদেবতাগণ ও মরুদ্‌গণকে (ঋত্বিকগণ আহ্বান করিতেছে)। এই ঋক্ পূর্ব্ব ঋকেরসহিত সংশ্লিষ্ট, তাই পূর্ব্ব ঋকের "কণ্ব" ও "অহূষত" শব্দদ্বয় এই ঋক্কে উদ্ধৃত করিয়া লইতে হইবে। ৩ ॥

তাৎপর্য্যার্থ—পূর্ব্ব ঋকে সাধক বলিয়াছেন "সমস্ত দেবতাগণকে লইয়া আইস"। কিন্তু তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিতে পারিতেছেন না, মনে হইতেছে, বুঝিবা যথেষ্ট হইল না, তাই এবার সকল দেবতার, অন্ততঃ কতক দেবতার, নাম ধরিয়া ডাকিতেছেন। তেত্রিশ কোটী দেবতার সকলের নাম ধরিয়া ডাকা অসম্ভব, তথাপি যতদূর সম্ভব তাহাতে ত্রুটী করিতেছেন না। যেহেতু এখনও সাধক পূর্ণ বিশ্বাসের অধিকারী হইতে পারেন নাই। মুখে বলিতেছেন সব দেবতাই অগ্নিতে আছেন, অগ্নি আসিলেই সকলের আসা হয়, কিন্তু কাজের সময় ঠিক রাখিতে পারিতেছেন না। মনে করিতেছেন, কি জানি, যদি কাহারও আসা বাকী থাকিয়া যায়, কাজ কি নির্ভর করিয়া, যতদূর পারি একবার নাম ধরিয়াই ডাকি। পূর্ণ বিশ্বাস আসিলে এত ডাকাডাকি থাকিবে না। এক পাইলেই সব হয়। ৩ ॥

"প্র বো ভ্রিয়ন্ত ইন্দবো মৎসরা মাদয়িষ্ণবঃ।
দ্রপ্সা মধ্বশ্চমূষদঃ" ॥ ৪।

ব্যাখ্যা—হে দেবগণ ! বঃ (তোমাদের জন্য) মৎসরাঃ (তৃপ্তিপ্রদ) মাদয়িষ্ণবঃ (আনন্দের হেতুভূত) দ্রপ্সা (বিন্দুরূপ) মধ্বঃ (মধুর) চমূষদঃ (চমসাদি পাত্রস্থিত) ইন্দবঃ (সোম) প্রভ্রিয়ন্ত (যত্নের সহিত সম্পাদিত হইতেছে। ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে দেবগণ! আপনাদের জন্য তৃপ্তিপ্রদ ও আনন্দের হেতুভূত বিন্দুরূপ মধুর সোম চমসাদি পাত্রে যত্নের সহিত সম্পাদিত হইতেছে॥ ৪।

তাৎপর্য্যার্থ—আমাদের মনে হয় "যৎকিঞ্চিতার্থে" বিন্দু শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। অর্থাৎ আমরা যাহা আয়োজন করিয়াছি, তাহা আপনাদের পক্ষে বিন্দুর ন্যায়। তাহা হইলেও দয়া করিয়া আসুন॥ ৪।

"ঈড়তে ত্বামবস্যবঃ কণ্বাসো বৃক্তবর্হিষঃ।
হবিষ্মন্তো অরংকৃতঃ" ॥ ৫।

ব্যাখ্যা—অগ্নে (হে অগ্নিদেব) অবস্যবঃ (রক্ষাহেতু দেবগণের আগমনপ্রার্থী) কণ্বাসঃ (মেধাবী) বৃক্তবর্হিষঃ (আস্তরাণার্থ ছিন্নকুশযুক্ত) হবিষ্মন্ত (হবির্যুক্ত, যজ্ঞকারী) অরংকৃতঃ (অলঙ্কৃত ঋত্বিকগণ) ত্বাং (তোমাকে) ঈড়তে (স্তুতি করিতেছে)॥ ৫।

বঙ্গানুবাদ—হে অগ্নিদেব! জগতের রক্ষাহেতু দেবগণের আগমনপ্রার্থী মেধাবী, ছিন্নকুশযুক্ত, হবির্যুক্ত ও অলঙ্কৃত ঋত্বিকগণ আপনাকে আহ্বান করিতেছেন॥ ৫।

তাৎপর্য্যার্থ—এই ঋকে যজমানের আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে। বলা হইয়াছে হে দেব! জ্ঞানী ও দেবানুগ্রহপ্রার্থী ঋত্বিকগণ সজ্জিত হইয়া কুশ ও হবিঃ সহ প্রস্তুত, আগমন করুন॥ ৫।

"ঘৃতপৃষ্ঠা মনোযুজো যে ত্বা বহন্তি বহ্নয়ঃ।
আ দেবান্‌ৎ সোমপীতয়ে" ॥ ৬।

ব্যাখ্যা—ঘৃতপৃষ্ঠা (পুষ্টাঙ্গ হেতু দীপ্তিমন্তপৃষ্ঠযুক্ত) মনোযুজঃ (মনন মাত্র অর্থাৎ ইচ্ছামাত্র যাহারা রথে যুক্ত হয় এমন বাহকগণ বা অশ্বগণ) যে বহ্নয়ঃ (বহ্নিদেব) ত্বা (আপনাকে) বহন্তি (বহন করিয়া থাকে) তৈঃ (তাহাদের দ্বারা) সোমপীয়তে (সোম-পানার্থ) আ (আবাহন করুন, আনয়ন করুন)॥ ৬।

বঙ্গানুবাদ—হে অগ্নিদেব! পুষ্টাঙ্গ অর্থাৎ বলিষ্ট ও সর্ব্বদা প্রস্তুত যে অশ্বগণ আপনাকে বহন করিয়া থাকে, তাহাদের দ্বারাই দেবতাগণকে এই যজ্ঞে সোমপানার্থ আনয়ন করুন॥ ৬।

তাৎপর্য্যার্থ—শীঘ্র আগমন করিবার জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে, তাই অশ্বের উল্লেখ। সোম প্রস্তুত, সুতরাং শীঘ্র আসা প্রয়োজন, নচেৎ সোমের গুণ নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। ঘৃতপৃষ্ঠা—পুষ্টাঙ্গত্বেন দীপ্তপৃষ্ঠা। মনোযুজঃ—মনঃ সঙ্কল্পমাত্রেণ রথেযুজ্যমানাঃ। (সায়ণ)॥ ৬।

**"তান্ যজত্রাঁ ঋতাবৃধোঽগ্নে পত্নীবতস্কৃধি ।
মধ্বঃ সুজিহ্ব পায়য় ॥ ৭ ।**

ব্যাখ্যা—অগ্নে (হে অগ্নিদেব !) ঋতাবৃধঃ (সত্যের বর্দ্ধক) যজত্রান্ (অর্চ্চনীয়) তান্ (সেই সর্ব্ব দেবগণকে) পত্নীবতঃ (পত্নীযুক্ত) কৃধি (করুন) সুজিহ্ব (হে শোভনজিহ্ব) তান্ (সেই দেবগণকে) মধ্বং (মধু, যজ্ঞভাগ) পায়য় (পানকরান) ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে অগ্নিদেব ! সত্যের বর্দ্ধক এবং অর্চ্চনীয় সর্ব্বদেবতাগণকে পত্নীযুক্ত করুন। হে শোভনজিহ্ব অগ্নিদেব ! তাঁহাদিগকে অর্থাৎ সেই দেবদেবী-দিগকে মধু অর্থাৎ যজ্ঞভাগ পান করান ॥ ৭ ।

তাৎপর্য্যার্থ—দেবতাগণকে পত্নীযুক্ত করুন অর্থাৎ যাহাতে সপত্নীক তাঁহারা আগমন করেন তাহা করুন ॥ ৭ ।

**"যে যজত্রা য ঈড্যাস্তে তে পিবন্তু জিহ্বয়া।
মধোরগ্নে বষট্কৃতি" ॥ ৮ ।**

ব্যাখ্যা—অগ্নে (হে অগ্নিদেব !) যে (দেবগণ) যজত্রা (অর্চ্চনীয়) যে (যে দেবতাগণ) ঈড্যা (স্তুত্য, স্তবনীয়) তে (তাঁহারা সকলেই) বষট্কৃতি (বষট্কার কালে) তে (তোমার) জিহ্বয়া (জিহ্বাদ্বারা) মধোঃ (মধুর সোমভাগ) পিবন্তু (পান করুন) ॥ ৮ ।

বঙ্গানুবাদ—হে অগ্নিদেব ! যে দেবগণ অর্চ্চনীয় ও স্তুত্য তাঁহারা সকলেই বষট্কার কালে আপনার জিহ্বাদ্বারা মধুর সোমভাগ পান করুন ॥ ৮ ।

তাৎপর্য্যার্থ—বষট্কার কালে অর্থাৎ যজ্ঞশেষ কালে "বষট্" এই শব্দ উচ্চারিত হয়। সমস্ত দেবতার উদ্দেশ্যেই আহুতি যজ্ঞাগ্নিতে নিক্ষেপ করা হয়। তাই বলা হইয়াছে যে "আপনার জিহ্বাদ্বারা সকল দেবতাই পান করুন" ইহাদ্বারা আরও বুঝিতে পারাযায় যে দেবতাগণ যজ্ঞস্থলে আগমন করিলেও নিজেরা কোন দ্রব্য গ্রহণ করেন না। অগ্নিতে প্রদত্ত হইলেই তাঁহাদের গ্রহণ করা হয় ॥ ৮ ।

**"আকীং সূর্য্যস্য রোচনাদ্বিশ্বান্ দেবাঁ উষর্ব্বুধঃ।
বিপ্রো হোতেহ বক্ষতি" ॥ ৯ ।**

ব্যাখ্যা—বিপ্রঃ (মেধাবী) হোতা (হোতা) উষর্ব্বুধঃ (উষাকালে প্রবুধ্যমান অর্থাৎ জাগরিত) বিশ্বান্ (সমস্ত) দেবান্ (দেবতাগণকে) সূর্য্যস্য রোচনাৎ (সূর্য্যদীপ্ত স্বর্গলোক হইতে) ইহ (এই যজ্ঞে) আকীং বক্ষতি (আবাহন করুন) ॥ ৯ ।

বঙ্গানুবাদ—হে মেধাবী ও হোতা অগ্নিদেব! উষাকালে জাগরিত সমস্ত দেবতা-গণকে সূর্য্য-কিরণ-দীপ্ত স্বর্গলোক হইতে এই যজ্ঞে আবাহন করুন (আনয়ন করুন)॥ ৯।

তাৎপর্য্যার্থ—উষা সমাগত, সূর্য্যালোকে সমস্ত দিক উদ্ভাসিত, এখন দেবতাগণকে আনয়ন করুন। যেহেতু এই যজ্ঞারম্ভের সময়। উষর্ব্বুধঃ—উষঃ কালে যাগগমনায় প্রবুধ্যমানান্॥ (সায়ণ)। ৯।

"বিশ্বেভিঃ সোম্যং মধ্বগ্ন ইন্দ্রেণ বায়ুনা।
পিবা মিত্রস্যধামভিঃ"॥ ১০।

ব্যাখ্যা—[হে অগ্নে হে অগ্নিদেব!] ইন্দ্রেন বায়ুনা (ইন্দ্র ও বায়ু) বিশ্বেভিঃ (সর্ব্ব-দেবতা) মিত্রস্যধামভিঃ (মিত্রদেবতার জ্যোতিঃ সহ আগমন করতঃ) সোম্যং মধু (সোমমধু) পিব (পান করুন)॥ ১০।

বঙ্গানুবাদ—হে অগ্নিদেব! ইন্দ্র, বায়ু ও সর্ব্বদেবতা, মিত্রদেবতার জ্যোতিঃ সহ উপস্থিত হইয়া যজ্ঞমধুপান করুন॥ ১০।

তাৎপর্য্যার্থ—সরল প্রার্থনা মাত্র। মিত্র অর্থাৎ সূর্য্যদেবতা তাঁহার মণ্ডল ত্যাগ করিয়া আসিতে পারেন না, তাই তাঁহার জ্যোতিঃকে সঙ্গে আনিতে বলা হইয়াছে॥ ১০।

"ত্বং হোতা মনুর্হিতোগ্নে যজ্ঞেষু সীদসি।
সেমং নো অধ্বরং যজ"॥ ১১।

ব্যাখ্যা—[হে অগ্নে!] হোতা (যজ্ঞসম্পাদক) মনুর্হিত (মনুষ্যের হিতকারী) ত্বং (আপনি) যজ্ঞেষু (যজ্ঞে) সীদসি (অবস্থিত আছেন) স ত্বং (সেই আপনি) নঃ (আমাদের) ইমং (এই আরব্ধ) অধ্বরং (যজ্ঞ) যজ (সম্পাদন করুন)॥ ১১।

বঙ্গানুবাদ—হে অগ্নিদেব! যজ্ঞ সম্পাদক ও মনুষ্যের হিতকারী (যে) আপনি যজ্ঞে অবস্থিত আছেন সেই আপনিই এই আরব্ধ যজ্ঞ সম্পাদন করুন॥ ১১।

তাৎপর্য্যার্থ—সরল ও সহজবোধ্য প্রার্থনা। "মনুর্হিত" শব্দের কেহ কেহ অর্থ করেন মনুর হিতকারী। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে মনুষ্য যখন যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা, তখন "মনুষ্যের হিতকারী" অর্থ করাই সঙ্গত॥ ১১।

"যুক্ষ্বা হ্যরুষী রথে হরিতো দেব রোহিতঃ।
তাভির্দ্দেবাঁ ইহাবহ"॥ ১২।

ব্যাখ্যা—দেব (হে অগ্নে) অরুষীঃ (গতিমতী, গতিশীলা) হরিতঃ (বহনসমর্থা) রোহিতঃ (রোহিৎ নামে বড়বা, অশ্বী) রথে (রথে) যুক্ষ্বা (যোজিত করুন) হি (পাদপূরণে) তাভিঃ (তাহাদের দ্বারা, বড়বাদের দ্বারা) ইহ (এই যজ্ঞে) দেবান্ (দেবতাগণকে) আবহ (আনয়ন করুন)॥ ১২।

বঙ্গানুবাদ— হে অগ্নিদেব ! গতিশীলা বহনসমর্থা রোহিৎ-নাম্নী অশ্বীদিগকে রথে যোজিত করুন (এবং) তাহাদেরদ্বারা এই যজ্ঞে দেবতাগণকে আনয়ন করুন ॥ ১২।

তাৎপর্য্যার্থ—এতদ্দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে দেবতাগণ শরীরী হইয়া যজ্ঞে উপস্থিত হইতেন। বর্ত্তমান যুগে অনেকে হয়ত ইহা বিশ্বাস করিবেন না। দেবতাগণ যে দর্শনীয় হইয়া আসিতেন এবং আসিতে পারিতেন তাহা পূর্ব্বেই বায়বীয় সূক্তে প্রদর্শিত হইয়াছে। বেদবাক্য বিশ্বাস ছাড়া বুঝাইবার শক্তি নাই, আর যদি কোন ভাগ্যবান দেবদর্শন লাভ করিয়া থাকেন তবে তিনিই বুঝিতে পারেন কিন্তু বুঝাইবেন কিরূপে যদি কেহ তাঁহার কথা বিশ্বাস না করে। বেশী দিনের কথা নহে যে সর্ব্বানন্দ ঠাকুর (যিনি সর্ব্ববিদ্যানামে পরিচিত), রামপ্রসাদ, পরমহংসদেব প্রভৃতি দেবীর দর্শন লাভ করিয়াছিলেন ? তাহা যদি বিশ্বাস করা যায় তবে বেদের উক্তি অবিশ্বাস করিবার হেতু কি ? সর্ব্ববিদ্যা ও পরমহংসদেবের অনেক শিষ্য এখনও বিদ্যমান। ব্যাস বশিষ্ঠের শিষ্য কেহ উপস্থিত থাকিলে তাঁহাদের চক্ষুলজ্জাও অনেকে এড়াইতে পারিতেন বলিয়া মনে হয় না এবং তাহা হইলে আমাদের মতের পোষণকারীও একটা দল পাওয়া যাইত। তাই বলিয়া মোটে যে না আছে এমনও মনে হয় না ॥ ১২।

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

১ম মণ্ডল। ১ম অষ্টক। ১ম অধ্যায়। ১৫শ সূক্ত।

সূক্ত-পরিচয়।

এই সূক্তে বহু দেবতার উপাসনা আছে, যথা—ইন্দ্র, মরুৎ, ত্বষ্টা, অগ্নি, মিত্র, বরুণ, অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি। এতদ্ব্যতীত ঋতুদেবতার উল্লেখও দেখিতে পাওয়া যায়। দেবতাগণ ঋতুদেবতাকে লইয়া সোমপানার্থ যজ্ঞে আসেন এবং যজ্ঞ সম্পাদন করেন ইহাই প্রার্থনার সার মর্ম্ম। এই সূক্তে মোট ১২টী ঋক্ বা মন্ত্র।

প্রথমে সৃষ্টিরক্ষা, পরে শরীর রক্ষা এবং তজ্জন্য যজ্ঞরক্ষার জন্য বিবিধ দেবতার আরাধনা করা হইয়াছে। পরে দেখা গেল যে কেবল দেবতারা আসিলেই তো চলিবে না সময়মত ঋতুসকলের আবির্ভাব না হইলে অর্থাৎ যথাসময়ে শীতাতপবর্ষা প্রভৃতির আবির্ভাব না হইলে সময়োচিত শস্যোৎপত্তি হইবে না এবং প্রাণিগণের স্বাস্থ্য রক্ষা পাইবে না। তাই দেবতাগণকে বলা হইয়াছে যে আপনারা ঋতু দেবতাগণকেও নিয়া আসিবেন। অর্থাৎ আপনাদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সময়োচিত ঋতুসকলেরও যেন আবির্ভাব হয়। এতদ্দ্বারা আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রথমের অর্থাৎ আরম্ভের সহিত কিরূপ শৃঙ্খলা রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান কালে সময়ানুরূপ ঋতুর আবির্ভাব না হওয়াতে অর্থাৎ সময়োচিত ভাবে ঋতুর ক্রিয়া নিয়মিতরূপ পরিস্ফুট না হওয়াতে অনাবৃষ্টি ইত্যাদি হেতু লোকের অন্নাভাব ও স্বাস্থ্যহানি ঘটিতেছে এবং জীব সকল অল্পায়ু হইয়া যাইতেছে। বেদানুমোদিত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান না থাকাতেই এই সব হইতেছে।

ঋষি—মেধাতিথি, কাণ্ব। ছন্দ—গায়ত্রী। দেবতা—ইন্দ্রাদি।

"ইন্দ্র সোমং পিব ঋতুনা ত্বা বিশন্ত্বিন্দবঃ।
মৎসরাসস্তদোকসঃ"। ১॥

ব্যাখ্যা—ইন্দ্র (হে ইন্দ্রদেব !) ঋতুনা (ঋতুনামক বা ঋতুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সহ) সোমং (সোম) পিব (পান করুন) মৎসরাসঃ (তৃপ্তিকর) তদোকসঃ (আপনি যাহার নিবাসস্থল) ইন্দবঃ (সেই সোম) ত্বা (আপনাতে) আবিশন্ত্ব (সম্যকরূপে প্রবেশ করুক) ॥ ১।

বঙ্গানুবাদ—হে ইন্দ্রদেব ! ঋতুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সহ সোম পান করুন। সোম অতিতৃপ্তিকর এবং আপনাতেই তাহার নিবাস, সেই সোম আপনাতেই সম্যকরূপে প্রবিষ্ট হউক ॥ ১।

তাৎপর্য্যার্থ—ঋতু দেবতাগণের অধিপতি ইন্দ্র। তাই তাঁহাকে ঋতুদেবতাগণ সহ আসিয়া সোম পান করিবার জন্য আবাহন করা হইয়াছে ॥ ১।

"মরুতঃ পিবত ঋতুনা পোত্রাদ্‌যজ্ঞং পুনীতন।
যূয়ং হি ষ্ঠা সুদানবঃ"। ২॥

ব্যাখ্যা—মরুতঃ (হে মরুদ্‌গণ !) ঋতুনা (ঋতুদেবের সহিত) পোত্রাৎ (পোতা-নামক ঋত্বিকের পাত্র হইতে) সোমং (সোম) পিবত (পান করুন) যজ্ঞং (যজ্ঞ) পুনীতন (শোধ করুন) যূয়ং (আপনারা দেবগণ) সুদানবঃ (শোভন দাতা) হি (নিশ্চিত) স্থ (হউন) ॥ ২।

বঙ্গানুবাদ—হে মরুদ্‌গণ ! ঋতুদেবের সহিত পোতা নামক ঋত্বিকের নিকট হইতে সোম পান করুন। যজ্ঞ শোধন অর্থাৎ পবিত্র করুন। আপনারা শোভনদাতা হউন অর্থাৎ আপনাদের দাতৃত্ব শক্তি প্রকাশিত হউক ॥ ২।

তাৎপর্য্যার্থ—কর্ম্মের বিভাগ অনুসারে যজ্ঞের ঋত্বিকগণের বিভিন্ন নাম থাকে। প্রধানতঃ যজ্ঞে চারিজন ঋত্বিক থাকে যথা—হোতা, অধ্বর্য্যু, ব্রহ্মা, উদ্‌গাতা। তাহাদের প্রত্যেকের অধীনে আবার যজ্ঞ বিশেষে কয়েকজন করিয়া ঋত্বিক থাকে। তন্মধ্যে ব্রহ্মার পক্ষীয় ঋত্বিক "পোতা"। তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে যে 'পোত্রাৎ' অর্থাৎ পোতার

প্রদত্ত সোম পান কর। ঋত্বিকগণের মধ্যে পোতার কর্ম্ম সোম দান করা। মরুৎ অর্থ বায়ু। বায়ুর অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গেই ঋতুর পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে অথবা ঋতুর পরিবর্ত্তনে বায়ুর পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। বায়ু ও ঋতুর গতি ও অবস্থিতি অভিন্ন, তাই উভয়কে এক সঙ্গে সোমপানে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে॥ ২।

**"অভি যজ্ঞং গৃণীহি নো গ্নাবো নেষ্টঃ পিব ঋতুনা।
ত্বং হি রত্নধা অসি"। ৩॥**

ব্যাখ্যা—গ্নাবঃ (পত্নীযুক্ত) নেষ্টঃ (হে ত্বষ্টৃনামক দেবতা) নঃ (আমাদের) যজ্ঞং (যাগাদি কর্ম্ম) অভি গৃণীহি (প্রশংসা কর) ঋতুনা (ঋতুদেবের সহিত) পিব (পান কর) ত্বং হি (তুমিই) রত্নধাঃ (রত্নদাতা) অসি (হও) ।৩॥

বঙ্গানুবাদ—হে সপত্নীক ত্বষ্টৃদেব ! আগমন করতঃ দেবগণ সমীপে যজ্ঞের প্রশংসা করুন, সোমপান করুন এবং রত্নদাতা হউন। ৩॥

তাৎপর্য্যার্থ—ত্বষ্টা দেবতাগণের অস্ত্রনির্ম্মাতা, পূরাণপ্রসিদ্ধ বিশ্বকর্ম্মা। ইনি ইন্দ্রের বজ্রনির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ত্বষ্টার কন্যা সরণ্যুর সহিত সূর্য্যের বিবাহ হইয়াছিল, তাহার গর্ভজ সন্তান অশ্বিনীকুমারদ্বয়। ইন্দ্র ত্বষ্টানির্ম্মিত বজ্রদ্বারা অসুর বিনাশ করিয়াছিলেন, তাই ত্বষ্টার আরাধনা। তাঁহাকে রত্নদাতাও বলা হইয়াছে। ইহাদ্বারা সমস্তেরই সর্ব্বশক্তিমত্তা-ভাব প্রকাশিত হইতেছে। যে যখন যে দেবতার আরাধনা করিয়া থাকে, সে তখন সেই দেবতাকে সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বাভিলাষপূরণে সক্ষম জ্ঞান করিয়া থাকে। পূর্ব্বে এ বিষয় আলোচিত হইয়াছে। ৩॥

**"অগ্নে দেবাঁ ইহা বহ সাদয়া যোনিষু ত্রিষু।
পরিভূষ পিব ঋতুনা"। ৪॥**

ব্যাখ্যা—অগ্নে (হে অগ্নিদেব !) ইহ (এই যজ্ঞে) দেবান্ (দেবতাদিগকে) আবহ (আবাহন করুন) ত্রিষু (সবনত্রয়ে) যোনিষু (স্থানে) সাদয়া (দেবতাগণকে উপবেশন করান) পরিভূষ (ভূষিত করুন) ঋতুনা (ঋতুদেবতার সহিত) পিব (সোম পান করুন) । ৪॥

বঙ্গানুবাদ—হে অগ্নিদেব ! এই যজ্ঞে দেবতাদিগকে আহ্বান করুন। ত্রিসবন স্থানে (যজ্ঞস্থানে) তাঁহাদিগকে উপবেশন করাইয়া ভূষিত করুন এবং ঋতুদেব সহ সোমপান করুন। ৪॥

তাৎপর্য্যার্থ—সরল প্রার্থনা। দেবতাগণকে আনয়ন করা, উপবিষ্ট করান ও ভূষিত করা এবং তৎপরে ঋতুদেব সহ তাঁহাদিগকে সোমপান করান। ইহাই স্থূল মর্ম্ম। ত্রিষু—সবনেষু। যোনিষু—স্থানেষু। (শায়ণ)। ৪॥

"ব্রাহ্মণাদিন্দ্র রাধসঃ পিবা সোমমৃতূঁরনু।
তবেদ্ধি সখ্যমস্তৃতং"। ৫॥

ব্যাখ্যা—ইন্দ্র (হে ইন্দ্রদেব!) ব্রাহ্মণাৎ (ব্রাহ্মণাচ্ছংসি নামক ঋত্বিকের) রাধসঃ (ধনভূত পাত্র হইতে) ঋতুন অনু (ঋতুদেবতার অনুসরণ করিয়া) সোমং (সোম) পিব (পান করুন) হি (যেহেতু) তবইৎ (আপনাদের) সখ্যং (সখ্যভাব) অস্তৃতং (অবিচ্ছিন্ন)। ৫॥

বঙ্গানুবাদ—হে ইন্দ্রদেব! ঋতুদেবতার অনুসরণ করিয়া অর্থাৎ ঋতুদেবতার ন্যায়, ব্রাহ্মণাচ্ছংসি নামক ঋত্বিকের ধনভূত পাত্র হইতে সোমপান করুন। যেহেতু, আপনাদের সখ্যভাব অবিচ্ছিন্ন। ৫॥

তাৎপর্য্যার্থ—দ্বিতীয় ঋকে যেমন একজন ঋত্বিকের নাম ছিল "পোত্র" তেমনি এই ঋকে একজন ঋত্বিকের নাম পাইতেছি "ব্রাহ্মণাচ্ছংসি"। দানগুণের পরিপোষণার্থ পোত্রের পাত্র হইতে সোমপান করিতে বলা হইয়াছিল, আর এখন রত্নদান গুণের পরিপোষণার্থ "ব্রাহ্মণাচ্ছংসি"র পাত্র হইতে সোমপান করিতে বলা হইতেছে। ইহাতে বুঝিতে পারা যায় এক এক ঋত্বিকের উৎসর্গীকৃত সোমের এক এক গুণ। অর্থাৎ সকল ঋত্বিকের প্রদত্ত সোমের একই গুণ নহে। তাই বিভিন্ন প্রকার অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য বিভিন্ন ঋত্বিক বিশেষের সোমের এই প্রকার বিভিন্ন গুণ মন্ত্রশক্তি দ্বারা হইয়া থাকে। সুতরাং মন্ত্রে বিশ্বাস থাকা প্রয়োজন। ৫॥

"যুবং দক্ষং ধৃতব্রত মিত্রাবরুণদূলভং।
ঋতুনা যজ্ঞমাশাথে"। ৬॥

ব্যাখ্যা—ধৃতব্রতা (ধৃতব্রত, স্বীকৃতকর্ম্মণ্) মিত্রাবরুণা (মিত্র ও বরুণ দেবতা) ঋতুনা (ঋতু দেবতার সহ) দক্ষং (প্রবৃদ্ধ) দূলভং (দুর্দ্দহ, শত্রুর অজেয়) যজ্ঞং (এই যাগাদি কর্ম্ম) যুবাং (আপনারা উভয়ে) আশাথে (পরিব্যাপ্ত হইন)। ৬॥

বঙ্গানুবাদ—হে স্বীকৃতকর্ম্মণ্ মিত্র ও বরুণ দেব! আপনারা উভয়ে ঋতুদেবতার সহিত আমাদের এই প্রবৃদ্ধ (বর্দ্ধনশীল) ও শত্রুর অজেয় যজ্ঞে পরিব্যাপ্ত হউন। ৬॥

তাৎপর্য্যার্থ—"ধৃতব্রতা" অর্থাৎ স্বীকৃতকর্ম্মণ্ এই বিশেষণটী মিত্র, বরুণ, বায়ু, অগ্নি সমস্ত দেবতার প্রতিই প্রযোজ্য, কারণ ইহারা পৃথিবী সৃষ্টির সময় হইতেই অশ্রান্তভাবে কর্ম্ম করিয়া আসিয়াছেন, যেন কর্ম্ম স্বীকার করিয়াই তাঁহারা আবির্ভূত হইয়াছেন এবং তাই যেন

তাঁহাদের কর্ম্মের কখনও বিরাম নাই। বায়ুর যেমন ঋতুর সহিত নিকট-সম্বন্ধ মিত্রাবরুণেরও তদ্রূপ, তাই বায়ুর ন্যায় তাঁহাদিগকেও ঋতুর সহিত এক সঙ্গে যজ্ঞে আনিবার জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। ঋতু অনুসারে যাহাতে বায়ু, বরুণ ও মিত্রদেবতার ক্রিয়ার বিকাশ পায় তাহারই জন্য প্রার্থনা। ৬॥

"দ্রবিণোদা দ্রবিণসো গ্রাবহস্তাসো অধ্বরে।
যজ্ঞেষু দেবমীড়তে"। ৭॥

ব্যাখ্যা—গ্রাবহস্তাসঃ (অভীষ্ট-ক্রিয়া-সাধন-জন্য বা সোম-প্রস্তুত-জন্য পাষাণহস্ত অর্থাৎ পাষাণধারী) দ্রবিণসঃ (ধনপ্রার্থী) অধ্বরে (প্রকৃতিরূপ অগ্নিষ্টোম যজ্ঞে) যজ্ঞেষু (বিকৃতিরূপ উক্‌থাদি যজ্ঞে) দ্রবিণোদা দেবং (ধনদ অগ্নিদেবতাকে) ঈড়তে (স্তব করে)। ৭॥

বঙ্গানুবাদ—সোম-প্রস্তুত-জন্য প্রস্তর-হস্ত, ধনপ্রার্থী ব্যক্তি প্রকৃতিরূপ অগ্নিষ্টোম যজ্ঞে এবং বিকৃতিরূপ উক্‌থাদি যজ্ঞে ধনদাতা অগ্নিদেবের স্তব করিতেছে। ৭॥

তাৎপর্য্যার্থ—ধনকামী ব্যক্তিগণ অগ্নিদেবের তৃপ্তির জন্য সোমরস প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যসকল পেষণ করিবার জন্য প্রস্তর অর্থাৎ "শিল-নোড়া" বা "পাটাপুতা" হাতে করিয়াই অগ্নিদেবতার স্তব আরম্ভ করে। অর্থাৎ যজ্ঞানুষ্ঠান আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই যাজ্ঞিকগণ দেবতার স্তুতিপাঠ আরম্ভ করে, যথা—হাতে কাজ, মুখে পাঠ। তদ্দ্বারা দেবতাগণের উদ্বোধন আরম্ভ হয়। তাই পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে যখনই যজ্ঞের অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়, তখনই দেবতাগণ জানিতে পারেন। ৭॥

"দ্রবিণোদা দদাতু নো বসূনি যানি শৃণ্বিরে।
দেবেষু তা বনামহে"। ৮॥

ব্যাখ্যা—যানি বসূনি (যে ধন সকল) শৃণ্বিরে (শুনিতে পাওয়া যায়) দ্রবিণোদা (ধনদাতা দেবতা) নঃ (আমাদিগকে) দদাতু (দানকরুন) তা (সেই ধন সকল) দেবেষু (দেবার্চ্চনাদি কার্য্যের জন্য) বনামহে (ভজনা করিতেছি) ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ—যে সকল ধনের কথা শুনিতে পাওয়া যায়, ধন দাতা দেবতা তাহা আমাদিগকে দান করুন, দেবার্চ্চনাদি কার্য্যে নিয়োজিত করিবার জন্যই ঐধনকে ভজনা অর্থাৎ কামনা করিতেছি ॥ ৮।

তাৎপর্য্যার্থ— সাধক নিজের ভোগের জন্য বা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বিধান-জন্য ধনের কামনা করিতেছে না, শুধু দেবারাধনার জন্য অর্থাৎ যজ্ঞাদি কার্য্যের জন্য ॥ ৮।

**"দ্রবিণোদাঃ পিপীষতি জুহোত প্র চ তিষ্ঠত।
নেষ্ট্রাদৃতুভিরিষ্যত"। ৯॥**

ব্যাখ্যা—দ্রবিণোদাঃ (ধনপ্রদ দেবতা) ঋতুভিঃ (ঋতু দেবতার সহিত) নেষ্ট্রাৎ (নেষ্টৃ নামক ঋত্বিকের নিকট হইতে) পিপীষতি (পান করিতে ইচ্ছা করে) ইষ্যত (হোমস্থানে গমন কর) জুহোত (আহুতি দান কর) প্রতিষ্ঠিত চ (হোমস্থান হইতে প্রস্থান কর) ॥ ৯।

বঙ্গানুবাদ—(হে ঋত্বিকগণ!) ধনপ্রদ দেবতা ঋতুদেবতার সহিত নেষ্টৃ নামক ঋত্বিকের নিকট হইতে সোমপান করিতে ইচ্ছাকরেন। তোমরা হোমস্থানে গমন কর, আহুতি দান কর, পরে তথা হইতে প্রস্থান কর ॥ ৯।

তাৎপর্য্যার্থ— "নেষ্টৃ", অধ্বর্য্য নামক ঋত্বিকের অধীনস্থ একজন ঋত্বিক। তাহার প্রদত্ত সোমই ঋতু দেবতার স্পৃহনীয়। তাই ঋত্বিকগণকে বলা হইয়াছে যে শীঘ্র তোমরা যজ্ঞস্থানে গমন করতঃ আহুতি প্রদান কর (দেবতারা "নেষ্টৃ" নামক ঋত্বিকের দত্ত সোমপান করিবার জন্য ব্যগ্র)। পরে যজ্ঞ সমাপনান্তে যথেচ্ছা স্থানান্তরে গমন কর। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইলেই দেবতারা জানিতে পারেন এবং যজ্ঞ-স্থানাভিমুখে যাত্রা করেন। তাই যজমান ঋত্বিকগণকে বলিতেছে, "দেবতাগণ আসিতেছেন, শীঘ্র গিয়া আহুতি দেও অর্থাৎ যজ্ঞকর্ম্ম সমাধা কর, পরে যথা ইচ্ছা চলিয়া যাইতে পারিবে। দেবতাগণ আসিয়া আহুতি না পাইলে বিমুখ হইয়া ফিরিয়া যাইতে পারেন। ঋত্বিকগণকে ত্বরিত কাজ করিবার জন্য যজমান এইরূপ বলিতেছে ॥ ৯।

**"যত্ত্বা তুরীয়মৃতুভির্দ্রবিণোদো যজামহে।
অধ স্মা নো দদির্ভব" ॥ ১০।**

ব্যাখ্যা—দ্রোবিনোদঃ (হে ধনদাতা দেব!) যৎ (যেহেতু) ঋতুভিঃ (ঋতুদেবতার সহিত) ত্বা তুরীয়ং (চতুর্থবার তোমাকে) যজামহে (পূজা করিতেছি) অধঃ (সেইহেতু) নঃ (আমাদের) দদিঃ (ধনদাতা) ভবস্ব (অবশ্য হও) ॥ ১০।

বঙ্গানুবাদ—হে ধনদাতা দেব! যে হেতু ঋতুদেবতা-সহ চতুর্থবার আপনাকে পূজাকরিতেছি, সেই হেতু আমাদিগের ধনদাতা হউন ॥ ১০।

তাৎপর্য্যার্থ—পূর্ণকামনাযুক্ত ধন লাভার্থ সরল প্রার্থনা। যেমন, ঠাকুর! আমি মোকদ্দমায় যেন জয়লাভ করিতে পারি, তোমাকে ভোগদিব বা তোমার পূজা দিব। এই প্রকার আচরণকে এক প্রকার লোকে ঠাট্টা করে। কিন্তু এই ঋকের দ্বারা দেখা যায় যে বৈদিক যুগেও এইরূপ ছিল এবং এই ঋকই তদনুরূপ। সাধক ধনলাভ মনন করিয়া পূজা করিতেছেন এবং বলিতেছেন, আমি তিনবার পূজা করিয়াছি এবং এই চতুর্থবার পূজা করিতেছি, ধন দান কর। বর্ত্তমান কালে কেহ কেহ উদারতার দোহাই

দিয়া বলিয়া থাকেন যে দেবতা কি ঘুষ-খোর যে প্রলোভনের বশবর্ত্তী হইয়া কামনা পূর্ণ করিবে? কথা কহা সহজ বটে! যাঁহারা এইরূপ বলিয়া থাকেন তাঁহারা নিজেরা কতটা উদার তাহা একবার ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? যাঁহারা স্বার্থ ব্যতীত এক পদ অগ্রসর হইতে পারেন না, নীচতা কুটিলতায় যাহারা পরিপূর্ণ, মিথ্যা যাহাদের অঙ্গের ভূষণ তাহাদিগের মুখে এই প্রকার কথা বড়ই হাস্যজনক নহে কি? দেবতা আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া অভীপ্সিত বর দান করিয়া থাকেন, ইহা প্রকৃতির নিয়ম। ইহা বুঝিতে হইলে ভক্তি-বিশ্বাস লইয়া আসিতে হয়, বিরুদ্ধ বুদ্ধি লইয়া তর্ক করিতে বসিলে, সমস্ত জীবনেও কোন ফল লাভ হইবে না। বিশ্বাস লইয়া কর্ম্ম আরম্ভ করিলে অজ্ঞানতার আবরণ ক্রমশঃ সরিয়া যাইবে, সমস্তই ক্রমশঃ আপনা হইতে বোধগম্য হইবে। তবে কিছু সময় সাপেক্ষ, ধৈর্য্য চাই। রঞ্জন আলোকের (Ray) সাহায্যে যেমন আবরণ না সরাইয়া অন্তরালের দ্রব্যও দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনি বিশ্বাসের সহিত কর্ম্ম করিলে সমস্তই জ্ঞানের অধিগত হইয়া আসিবে, আবরণ ভেদ করিয়া দৃষ্টিশক্তি অপ্রতিহত গতিতে পরিচালিত হইয়া সমস্ত বিষয় বা বস্তু তোমাকে দেখাইয়া দিবে। "সেদিন কবে হবে দয়াময়! ওঁ! নারায়ণঃ" ॥ ১০ ।

"অশ্বিনা পিবতং মধু দীদ্যগ্নী শুচিব্রতা ।
ঋতুনা যজ্ঞবাহসা" ॥ ১১ ।

ব্যাখ্যা—দীদ্যগ্নী (দীপ্তাগ্নি) শুচিব্রতা (শুচিব্রত) যজ্ঞবাহসা (যজ্ঞ নির্ব্বাহক) অশ্বিনা (অশ্বিনদ্বয়) ঋতুনা (ঋতুদেবের সহিত) মধুং (সোম) পিবতং (পান করুন) ॥ ১১ ।

বঙ্গানুবাদ—হে আবহনীয় দীপ্তাগ্নি, শুচিব্রত, যজ্ঞনির্ব্বাহক অশ্বিনদ্বয় ঋতু দেবতার সহিত মধুর সোম পান করুন ॥ ১১ ।

তাৎপর্য্যার্থ— অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের আরাধনা আশ্বিন সূক্তে হইয়া গিয়াছে। এখানে আবার কেন? অশ্বিনীকুমারদ্বয় দেবচিকিৎসক। জীবগণের খাদ্যাখাদ্য ও পথ্যাপথ্যের ব্যবস্থাও স্বাস্থ্য বিধানে, ঋতু দেবতার সাহচর্য্য একান্ত প্রয়োজন। তাই অশ্বিনীকুমারদ্বয়কেও ঋতুদেবতার সঙ্গে আসিয়া সোম পান করিবার জন্য প্রার্থনা ॥ ১১ ।

"গার্হপত্যেন সন্ত্য ঋতুনা যজ্ঞনীরসি ।
দেবান্ দেবয়তে যজ" ॥ ১২ ।

ব্যাখ্যা—সন্ত্য (অভীষ্টদ) গার্হপত্যেন (গৃহপতিসম্বন্ধীয়রূপযুক্ত হইয়া) ঋতুনা (ঋতুদেব সহ) যজ্ঞনীঃ (যজ্ঞনির্ব্বাহক) অসি (হও) দেবয়তে (দেবকামনাযুক্ত যাজ্ঞিকের জন্য) দেবান্ (দেবতাগণকে) যজ (যজন কর, সন্তুষ্ট কর) ॥ ১২ ।

বঙ্গানুবাদ—হে অভীষ্টদ অগ্নিদেব! গৃহপতিসম্বন্ধীয়রূপযুক্ত হইয়া ঋতুদেবতার সহিত যজ্ঞ নির্ব্বাহক হউন। দেবকামনাযুক্ত যাজ্ঞিকের জন্য দেবতাগণকে যজন করুন (সন্তুষ্ট করুন, আমাদের পক্ষ হইতে) ॥ ১২।

তাৎপর্য্যার্থ—গৃহপতিসম্বন্ধীয়রূপযুক্ত হইয়া অর্থাৎ গৃহপতির ন্যায় ঋতুদেবতার সহিত আমাদিগের যজ্ঞসম্পাদক হউন। আমরা অযোগ্য, জ্ঞানহীন, আপনি আমাদিগের পক্ষ হইতে যজ্ঞ সম্পাদন করুন এবং দেবতাদিগকে সন্তুষ্ট করুন।

সাগ্নিক ব্রাহ্মণদিগের সর্ব্বদাই যজ্ঞাগ্নি প্রজ্জলিত থাকে, সে অগ্নি কথনও নির্ব্বাপিত হয় না। "গার্হপত্য" শব্দে সেই অগ্নিকেও বুঝাইতে পারে। সাধক বলিতে পারে, "হে অগ্নিদেব! হে অভীষ্টদাতা! আপনি আমার গৃহের অধিষ্ঠিত দেবতা, আমার মঙ্গলের জন্য আমার হইয়া অন্যান্য দেবতাগণকে সন্তুষ্ট করুন ॥ ১২।

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

-(*)-

প্রথম মণ্ডল। ষোড়শ সূক্ত।

ঋষি—কণ্বপুত্র, মেধাতিথি। ছন্দ—গায়ত্রী॥

দেবতা—ইন্দ্র॥

"আ ত্বা বহন্তু হরয়ো বৃষণং সোমপীতয়ে।
ইন্দ্র ত্বা সূরচক্ষসঃ। ১॥"

ব্যাখ্যা—ইন্দ্র (হে ইন্দ্রদেব!) বৃষণং (বর্ষণ-কর্ত্তা অর্থাৎ কামনার বর্ষণ-কর্ত্তা) ত্বা (আপনাকে) সোমপীতয়ে (সোমপানার্থ) হরয়ঃ (অশ্বগণ) আবহন্তু (এই যজ্ঞে আনয়ন করুক) সূরচক্ষসঃ (সূর্য্য-সম-প্রকাশমান ঋত্বিকগণ) ত্বা (আপনাকে প্রকাশিত করুক)। ১॥

বঙ্গানুবাদ—হে বাঞ্ছাপূর্ণকারী ইন্দ্রদেব! অশ্বগণ আপনাকে এই যজ্ঞে আনয়ন করুক। সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী ঋত্বিকগণ আপনাকে প্রকাশিত করুন। ১॥

তাৎপর্য্যার্থ—আপনাকে প্রকাশিত করুন—আমাদিগের নিকট প্রকাশিত করুন—আপনি উপস্থিত হইয়া যে যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিলেন ইহা যেন আমরা উপলব্ধি করিতে পারি। বৃষণং—কামনাং বর্ষিতারং। সূরচক্ষসঃ—সূর্য্য-সমান-প্রকাশযুক্তা ঋত্বিজঃ। (সায়ণ)। ১॥

"ইমা ধানা ঘৃতস্নুবো হরী ইহোপবক্ষতঃ।
ইন্দ্রং সুখতমে রথে। ২॥"

ব্যাখ্যা—হরী (অশ্বদ্বয়) ইমা (পুরোবর্ত্তী) ঘৃতস্নুবঃ (ঘৃতস্রাবী, ঘৃতযুক্ত, যাহা হইতে ঘৃত ক্ষরিত হইতেছে) ধানাঃ (পক্তিত যবতণ্ডুলাদি, পূজোপকরণাদি) [উদ্দিশ্য

(ভক্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে)]' সুখতমে (আনন্দপ্রদ) রথে (রথে) ইন্দ্রং (ইন্দ্রদেবকে) ইহ উপবক্ষতঃ (এই যজ্ঞসমীপে বহন করিয়া আনয়ন করুক)। ২ ॥

বঙ্গানুবাদ—পুরোবর্ত্তী অর্থাৎ যজ্ঞ বেদীর নিকট ইতস্ততঃ পতিত ঘৃতস্রাবী যবতণ্ডুলাদি যজ্ঞীয় দ্রব্য সমূহ (ভক্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে) অশ্বদ্বয় ইন্দ্রদেবকে উত্তম রথে বহন করতঃ যজ্ঞস্থানে আগমন করুক। ২ ॥

তাৎপর্য্যার্থ—যজ্ঞের আয়োজনের সময় যে সমস্ত ঘৃতযুক্ত যব,তণ্ডুল ও অন্যান্য দ্রব্য পাত্র হইতে ভূমিতে পড়িয়া যায় তাহা মজুত রহিয়াছে। ইন্দ্রদেবের ঘোটক তাহা ভক্ষণ করিবে। তাই বলা হইয়াছে যে অশ্বদ্বয় যত্নের সহিত ইন্দ্রদেবকে বহন করতঃ যজ্ঞে আগমন করুক, তাহাদের জন্য ভোজ্য অর্থাৎ ঘৃতস্রাবী যব তণ্ডুলাদি রাখা হইয়াছে। ২ ॥

"ইন্দ্রং প্রাতর্হবামহ ইন্দ্রং প্রযত্যধ্বরে।
ইন্দ্রং সোমস্যপীতয়ে। ৩ ॥"

ব্যাখ্যা—প্রাতঃ (যজ্ঞের প্রারম্ভে প্রাতঃসবনে)' ইন্দ্রং (ইন্দ্রদেবকে) হবামহে (আবাহনকরি) অধ্বরে (যজ্ঞে, মাধ্যাহ্নিক যজ্ঞে) প্রযতি (আরম্ভ হইলে) ইন্দ্রং (ইন্দ্রদেবকে) হবামহে (আহ্বান করি) সোমস্য পীতয়ে (সোমপানার্থ, যজ্ঞশেষে সোমপানার্থ) [ইন্দ্রদেবকে আহ্বান করি]। ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—প্রাতঃসবনে এবং মাধ্যাহ্নিক যজ্ঞারম্ভকালে আমরা ইন্দ্রদেবকে উপস্থিত হইবার জন্য আহ্বান করি এবং যজ্ঞশেষে সোমপান করিবার জন্য তাঁহাকে আবাহন করি। ৩ ॥

তাৎপর্য্যার্থ—যজ্ঞের অনুষ্ঠান, যজ্ঞকর্ম্ম ও যজ্ঞশেষ সমস্ত সময়ই ইন্দ্রদেবের উপস্থিতি কামনা করি—যজ্ঞশেষে সোমপান। অর্থাৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইতে শেষ পর্য্যন্ত দেবতা উপস্থিত থাকেন ইহাই প্রার্থনা। ৩ ॥

"উপ নঃ সুতমাগহি হরিভিরিন্দ্র কেশিভিঃ।
সুতে হি ত্বা হবামহে। ৪ ॥"

ব্যাখ্যা—ইন্দ্র (হে ইন্দ্রদেব !) কেশিভিঃ (কেশরযুক্ত) হরিভিঃ (অশ্বদ্বারা) নঃ (আমাদের) সুতং (সুসংস্কৃত সোমের) উপ (নিকটে) আগহি (আগমন কর) সুতেহি (সোমের জন্যই) ত্বা (তোমাকে) হবামহে (আহ্বান করিতেছি)। ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে ইন্দ্রদেব ! কেশরশোভিত অশ্বের সাহায্যে আমাদের সুসংস্কৃত সোমের নিকট আগমন করুন। সোমের জন্যই আমরা আহ্বান করিতেছি। ৪ ॥

তাৎপর্য্যার্থ—সরল প্রার্থনা ॥ ৪ ।

"সেমং নঃ স্তোমমাগহ্যুপেদং সবনংসুতং।
গৌরো ন তৃষিতঃ পিব। ৫ ॥"

ব্যাখ্যা—ইন্দ্র (হে ইন্দ্রদেব !) নঃ (আমাদের) ইমং স্তোমং (এই স্তোত্র) উপ (সমীপে) আগহি (আগমন করুন) স সবনং (সেই সবনে) তৃষিতঃ (তৃষ্ণার্ত্ত) গৌরঃ ন (গৌর মৃগের ন্যায়) ইদং সুতং (এই সোম) পিব (পান করুন)। ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে ইন্দ্রদেব ! আমাদের এই স্তব সমীপে আগমন করুন। সেই যজ্ঞে তৃষিত গৌর মৃগের ন্যায় সোমপান করুন। ৫ ॥

তাৎপর্য্যার্থ—মৃগ তৃষ্ণার্ত্ত হইলে যেমন ব্যাগ্রতার সহিত ছুটিয়া গিয়া জল পান করে, তদ্রূপ আপনিও আগমন করতঃ সোমপান করুন। কেহ বলেন, ইহাতে বুঝা যায় যে দেবতা যেন সোমপানের জন্য লালায়িত হইয়া বসিয়া আছেন, তাই তাঁহাকে ঐরূপ ভাবে আবাহন করা হইতেছে। কিন্তু তাহা নহে। দেবতাকে সোমপানার্থ আনয়ন করিবার জন্য সাধকেরই আগ্রহ দেখা যাইতেছে। শীঘ্র আসিবার জন্য তৃষ্ণার্ত্ত মৃগের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতেছে। ৫ ॥

"ইমে সোমাস ইন্দবঃ সুতাসো অধিবর্হিষি।
তাঁ ইন্দ্র সহসে পিব" ॥ ৬।

ব্যাখ্যা—ইন্দ্র (হে ইন্দ্রদেব) বর্হিষি (কুশাস্তরণের উপরিস্থিত) অধি (প্রচুরার্থ) সুতাসঃ (অভিষুত, বিশুদ্ধ) ইন্দবঃ (সুস্নিগ্ধ) ইমে (এই) সোমাসঃ (সোম) তান্ (তাহা) সহসে (বলের জন্য, শক্তির জন্য) পিব (পান করুন) ॥ ৬।

বঙ্গানুবাদ—হে ইন্দ্রদেব ! বেদিরকুশাস্তরণের উপরিস্থ প্রচুর বিশুদ্ধ, সুস্নিগ্ধ এই সোম (আছে)। তাহা বলের জন্য বা শক্তির জন্য পান করুন ॥ ৬।

তাৎপর্য্যার্থ—কেহ বলেন ইন্দ্রদেবের বল সঞ্চারের জন্য, আবার কেহ বলেন সাধকের বল সঞ্চারের জন্য। আমরা প্রথমোক্ত অর্থই গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করি। প্রশ্ন হইতে পারে "যে ইন্দ্রকে এত শক্তিশালী বলিয়া পূর্ব্বে প্রশংসা করা হইয়াছে, তাঁহার বল সঞ্চারের জন্য আবার ঔষধ প্রয়োগের প্রয়োজন কি ?" কথাটার অর্থ কিন্তু অন্যভাবে বুঝিতে হইবে। বাস্তবিকই ইন্দ্রের বল কম, তাই তাঁর বল বৃদ্ধির জন্য সোমের প্রয়োজন এইরূপ অর্থ নহে। ইন্দ্রের বল বা শক্তি যথেষ্টই আছে। তবে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দেবতাদের ক্রিয়াশক্তি সাধারণতঃ শান্তভাবে থাকে। তাই সেই শক্তিকে কর্ম্মোন্মুখ বা জাগ্রত অর্থাৎ ক্রিয়াশীল করিয়া তুলিবার জন্য সোমরসের প্রয়োজন ॥ ৬।

"অয়ং তে স্তোমো অগ্রিয়ো হৃদিস্পৃগস্তু শন্তমঃ।
অথা সোমং সুতং পিব ॥ ৭।

ব্যাখ্যা—ইন্দ্র (হে ইন্দ্রদেব !) অয়ং (এই আমাদের উচ্চারিত) স্তোমঃ (স্তোত্র) অগ্রিয়ঃ (শ্রেষ্ঠ হইয়া) তে (তব) হৃদিস্পৃক্ (হৃদয়স্পর্শী) শন্তমঃ (সুখপ্রদ) অস্তু (হউক) অথ (তৎপর) সুতং সোমং (বিশুদ্ধ সোম) পিব (পান কর) ॥ ৭।

বঙ্গানুবাদ—হে ইন্দ্রদেব ! আমাদিগের উচ্চারিত এই শ্রেষ্ঠ স্তোত্র আপনার হৃদয়স্পর্শী ও আনন্দপ্রদ হউক, তৎপর এই বিশুদ্ধ সোম পান করুন ॥ ৭ ॥

তাৎপর্য্যার্থ—ইন্দ্রদেবের তৃপ্তির জন্য সরল প্রার্থনা ॥ ৭ ।

**"বিশ্বমিৎসবনং সুতমিন্দ্রো মদায়গচ্ছতি
বৃত্রহা সোমপীতয়ে" ॥ ৮ ।**

ব্যাখ্যা—বৃত্রহা (বৃত্রঘাতক, শত্রু নাশক) ইন্দ্রঃ (ইন্দ্রদেব) মদায় (হর্ষের সহিত) বিশ্বমিৎ (সমস্ত) সুতং (সুপবিত্র) সবনং (যজ্ঞ) সোমপীয়তে (সোমপানার্থ) [গমন করুন] ॥ ৮ ।

বঙ্গানুবাদ—হে শত্রুঘ্ন ইন্দ্রদেব ! সহর্ষে সমস্ত সুপবিত্র যজ্ঞে সোমপানার্থ আগমন করুন ॥ ৮ ।

তাৎপর্য্যার্থ—ঐন্দ্রশক্তিকে জাগ্রত রাখিবার জন্য পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা ॥ ৮ ।

**"সেমং নঃ কামমাপৃণ গোভিরশ্বৈঃ শতক্রতো ।
স্তবাম ত্বা স্বাধ্যঃ" ॥ ৯ ।**

ব্যাখ্যা—শতক্রতো (শতাশ্বমেধযজ্ঞকারী) স্বাধ্যঃ (সর্ব্বদা ধ্যানযুক্ত থাকিয়া) ত্বা (তোমাকে) স্তবাম (স্তব করি, অর্চ্চনা করি) স (সেই স্তবনীয় তুমি) ইমং (অভীপ্সিত) কামং (কামনা) গোভিরশ্বৈঃ (গো অশ্ব প্রভৃতি পশ্বাদি সহ) আপৃণ (সম্যকরূপে পূরণ করুন) । ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে শতক্রতো ইন্দ্রদেব ! সর্ব্বদা ধ্যানযুক্ত থাকিয়া আপনাকে অর্চ্চনা করি। সেই আপনি আমাদিগের অভীপ্সিত কামনা গোঅশ্বপ্রভৃতি গৃহপালিত পশ্বাদি সহ পূর্ণ করুন। ৯ ॥

তাৎপর্য্যার্থ—আমাদিগের ধনরত্ন ও গৃহপালিত পশু ইত্যাদি যাহা প্রয়োজন তাহা আমাদিগকে দান করুন। স্বাধ্যঃ—সুষ্ঠু সর্ব্বতোধ্যানযুক্তাঃ সন্তঃ। ৯ ॥

———(*)———

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

১ম মণ্ডল। ১ম অষ্টক। ১ম অধ্যায়। ১৭শ সূক্ত।

ঋষি—মেধাতিথি, কাণ্ব। ছন্দ—গায়ত্রী
দেবতা—ইন্দ্র ও বরুণ।

"ইন্দ্রাবরুণায়োরহং সম্রাজোরব আ বৃণে।
তা নো মৃড়াত ঈদৃশে"

ব্যাখ্যা—সম্রাজোঃ (সম্যক দীপ্যমান) ইন্দ্রাবরুণয়োঃ (ইন্দ্র ও বরুণদেবের) অব (রক্ষা) অহং আবৃণে (আমি প্রার্থনা করি) তা (সেই দেবদ্বয়) ঈদৃশে (এই প্রকার প্রার্থিত হইয়া) মৃড়াত (আমাদিগকে সুখদান করিবেন)। ১ ॥

বঙ্গানুবাদ—সম্যক-দীপ্যমান ইন্দ্র ও বরুণদেবের রক্ষা প্রার্থনা করিতেছি। সেই দেবদ্বয় এই প্রার্থনার ফলে আমাদিগকে সুখ-শান্তি দান করিবেন। ১ ॥

তাৎপর্য্যার্থ—দেবতার নিকট হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত সরল প্রার্থনা। ১ ॥

"গন্তারা হি স্থোঽবসে হবং বিপ্রস্য মাবতঃ।
ধর্ত্তারা চর্ষনীনাং" ॥ ২।

ব্যাখ্যা—চর্ষণীনাং (মনুষ্যগণের) ধর্ত্তারা (পালক) মাবতঃ বিপ্রস্য (আমাদের ন্যায় প্রর্থনাকারিগণের) অবসে (রক্ষার্থ) হবং (আবাহন) গন্তারা স্থো হি (নিশ্চয় প্রাপ্তশীল হউন)। ২ ॥

*

বঙ্গানুবাদ—হে ইন্দ্রদেব ও বরুণদেব ! আপনারা মনুষ্যগণের রক্ষা কর্ত্তা বা পালন কর্ত্তা। আমাদিগের ন্যায় প্রার্থনাকারিগণের রক্ষার্থ প্রার্থনা গ্রহণ করুন বা প্রাপ্ত হউন। ২ ॥

তাৎপর্য্যার্থ—এই ঋকের "চর্ষনীনাং" শব্দের অর্থ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। সায়ণমতে এই শব্দের অর্থ "মনুষ্যানাং"। আমরা এই অর্থই গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করি। স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ও তাহাই করিয়াছেন। কেহ বলেন (প্রকৃতার্থ বাহিনী) 'চর্ষনীনাং' অর্থাৎ "কৃষক নরানাং"। যাঁহারা এইরূপ অর্থ করেন তাঁহারা এই সুযোগে আরও বলিতে চাহেন এবং কেহবা এইরূপ ব্যাখ্যা শুনিয়া মনে করিতে পারেন, যে দেবতাগণকে যখন কৃষকগণের পালনকর্ত্তা বলা হইয়াছে তখন "বেদ" কৃষকের গান হইবে। এরূপ ধারণা ভ্রমাত্মক। "চর্ষনীনাং শব্দের অর্থ "কৃষক নরানাং" ধরিয়া লইলেও বেদকে কৃষকের গান বলিবার কোন হেতু দেখিতে পাওয়া যায় না। "দেবতারা কৃষকদিগের পালক" একথা দেবতাদের একটা বিশেষণ, তাঁহারা সকলেই সমস্ত জগতেরই যখন রক্ষক---তখন কৃষকদেরও রক্ষক ইহাতে ভুল নাই। কিন্তু তাই বলিয়া ইহা কৃষকের উক্তি এইরূপ অর্থ কি প্রকারে হইতে পারে? কোন পুস্তকের মধ্যে কৃষক শব্দ থাকিলে কিম্বা কৃষকগণের হিতার্থে কোন কথা থাকিলেই কি বুঝিতে হইবে সেই পুস্তকের লেখক কৃষক? আজকাল কৃষির উন্নতির জন্য, কৃষকদের উন্নতির জন্য বড় বড় লোকে কত বই লিখিতেছেন, কত বক্তৃতা দিতেছেন, ইহাতে কি বুঝিতে হইবে তাহারা সকলেই কৃষক! সুতরাং বেদ কৃষকের গান এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার কোন হেতু থাকিতে পারে না। বৈদিক মন্ত্রের ন্যায় মন্ত্র কি নিরক্ষর, জ্ঞান-হীন কৃষকের মুখ হইতে বাহির হইতে পারে! এইরূপ কথা যাহারা বলেন, চমৎকার তাহাদের বুদ্ধি বটে! রাধাগোবিন্দ! ২ ॥

"অনুকামং তর্পয়েথামিন্দ্রাবরুণ রায় আ।
তা বাং নেদিষ্টমীমহে" ॥ ৩।

ব্যাখ্যা—ইন্দ্রাবরুণ (হে ইন্দ্র ও বরুণদেব !) অনুকামং (আমাদিগের অভিলাষানুরূপ) রায় (ধনদ্বারা) আতর্পয়েথাং (সর্ব্বপ্রকারে আমাদিগকে তৃপ্ত করুন) তা (তদ্রূপ) বাং নেদিষ্টং (আপনাদের সামীপ্য) ইমহে (কামনা করিতেছি)। ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে ইন্দ্র ও বরুণদেব! আমাদিগকে অভিলাষানুরূপ ধনদান দ্বারা মনোবাসনা পূর্ণ করুন। তেমনি আমরা আপনাদের সামীপ্য কামনা করিতেছি। ৩ ॥

তাৎপর্য্যার্থ—এই মন্ত্রে ধনের কামনা ও সামীপ্য-মুক্তির কামনা, দুই-ই আছে। কেহ বলিতে পারেন যে ধনের কামনা ও মুক্তির কামনা এক সঙ্গে চলিতে পারে কি প্রকারে! যে ধনলোভে মত্ত, মুক্তির কামনা তাহার পক্ষে অস্বাভাবিক। কিন্তু অন্যের পক্ষে অস্বাভাবিক নহে। পূর্ব্বে এক মন্ত্রে বলা হইয়াছে (১৫সূঃ—৮মী ঋক্) যে দেবতাগণের পূজার্চ্চনার জন্যই

ধনের কামনা করিতেছি, নিজেদের ভোগ-বিলাসের জন্য নহে। এ ক্ষেত্রেও তাই, ধনের জন্য কামনা আছে, মত্ততা নাই, লক্ষ্য মুক্তি, তাহার জন্য দেবারাধনা, তজ্জন্য অর্থের প্রয়োজন। সুতরাং ধনকামনা ও মুক্তি কামনা যুগপৎ দেখিয়া কেহ চমকিত হইবেন না। ৩॥

"যুবাকু হি শচীনাং যুবাকু সুমতীনাং।
ভূয়াম বাজদাব্নাং" ॥ ৪।

ব্যাখ্যা—হি (যেহেতু) শচীনাং (আমাদিগের কর্ম্মের ফল) যুবাকু (মিশ্রিত) সুমতীনাং (সাধকগণের স্তোত্রবচন) যুবাকু (মিশ্রিত) [তস্মাৎ] বাজদাব্নাং (অন্নদাতৃ পুরুষগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ) ভূয়াম (হইব)। ৪॥

বঙ্গানুবাদ—যেহেতু আমাদের কর্ম্মের ফল ও সাধকগণের বা ঋত্বিকগণের স্তোত্রবচন (দেবগণে) মিশ্রিত, সেই হেতু আমরা অন্নদাতৃপুরুষগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ৪॥

তাৎপর্য্যার্থ—"আমাদের কর্ম্মফল" অর্থ যজ্ঞের জন্য সংগৃহীত দ্রব্যাদি; যথা, সোম, হবিঃ ইত্যাদি। যজ্ঞার্থে সংগৃহীত দ্রব্যসমূহ ও ঋত্বিকগণের স্তোত্র দেবতাগণের সহিত মিশ্রিত হইলে, অর্থাৎ তাঁহাদের নিকট পৌছিলে, অর্থাৎ তাঁহারা তাহা সম্যক্‌রূপে গ্রহণ করিলে, আমরা অন্নদাতৃগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইতে পারিব। "মিশ্রিত" শব্দের বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। দুগ্ধের সহিত জল মিশ্রিত করিলে, জল দেখিতে পাওয়া যায় না, দুগ্ধই কেবল দেখিতে পাওয়া যায় এবং জল ও দুগ্ধের আকার ধারণ করে; আমাদের যজ্ঞের দ্রব্যাদি এবং স্তোত্রাদি, দেবগণ যদি এমনি ভাবে গ্রহণ করেন, যে সব যেন তাঁহাদের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে, কিছুমাত্র পার্থক্য উপলব্ধি হয় না, তাহা হইলেই আমরা অন্নদাতৃগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইতে পারিব। আরও পরিষ্কার ভাবে বলা যাইতে পারে যে যখন দেবতা, মন্ত্র ও দ্রব্য সাধকের চক্ষে এক হইয়া যাইবে, তখন তিনি নরশ্রেষ্ঠ। তখন তিনি সবই দেবময় দেখিবেন। ৪॥

"ইন্দ্রঃ সহস্রদাব্নাং বরুণঃ শংস্যানাং।
ক্রতুর্ভবত্যুকথ্যঃ" ॥ ৫।

ব্যাখ্যা—ইন্দ্রঃ (ইন্দ্রদেব) সহস্রদাব্নাং (সহস্রধনদানের) ক্রতু (কর্ত্তা) বরুণ (বরুণদেবতা) শংস্যানাং (স্তবনীয়গণের মধ্যে) উকথ্যঃ (পূজ্য) ভবতি (হয়েন)। ৫॥

বঙ্গানুবাদ—ইন্দ্র যেমন সহস্রধনদানের কর্ত্তা, বরুণও তেমনি স্তবনীয়গণের মধ্যে পূজ্য। ৫॥

তাৎপর্য্যার্থ—উভয় দেবতার প্রশংসাবাচক স্তুতি। ৫॥

**"তয়োরিদবসা বয়ং সনেম নি চ ধীমহি।
স্যাদুত প্ররেচনং" ॥ ৬।**

ব্যাখ্যা—তয়োরিৎ (তাঁহাদের, পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্রবরুণদেবগণের) অবসা (রক্ষণে থাকিয়া) বয়ং (আমরা যাজ্ঞিকগণ) সনেম (ভজনা করিব, পূজা করিব) ধীমহি চ (ধ্যানও করিব) নি (নিশ্চিত) উত প্ররেচনং স্যাৎ (প্রকৃষ্টরূপে অধিক ধন হইবে)। ৬॥

বঙ্গানুবাদ—পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্র ও বরুণ দেবতাগণের রক্ষণে থাকিয়া আমরা যাজ্ঞিকগণ (তাঁহাদের) ভজনা করিব এবং ধ্যানও করিব। (তদ্দ্বারা) প্রকৃষ্টরূপে অধিক ধন হইবে অর্থাৎ পাইব। ৬॥

তাৎপর্য্যার্থ—৫মী ঋকে ধনদানের কথা আছে তাই, তৎপ্রসঙ্গে এই ঋকের অর্থ করা হয় যে আমরা উক্ত দেবতাদ্বয়ের রক্ষণে থাকিয়া ধনের ভজনা করিব এবং ধনেরই ধ্যান করিব এবং প্রয়োজন অপেক্ষাও অধিক ধন পাইব। রমেশবাবুও "ধনের" কথাই লিখিয়াছেন। মূলমন্ত্রে ধনশব্দের কিছু মাত্র উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু পরবর্ত্তী মন্ত্রের সহিত একত্রে পাঠ করিলে "ধন" শব্দের উদ্ধার সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। প্ররেচনং—ভুক্তাবিহিতচ্চ প্রকর্ষেণাধিকং ধনং। (সায়ণ)। ৬॥

**"ইন্দ্রাবরুণ বামহং হুবে চিত্রায় রাধসে।
অস্মান্ৎসু জিগ্যুষস্কৃতং"। ৭॥**

ব্যাখ্যা—ইন্দ্রাবরুণ (হে ইন্দ্র ও বরুণদেব!) বাং (আপনাদিগকে) চিত্রায় (বিচিত্র) রাধসে (ধনের জন্য) অহং হুবে (আমি আহ্বান করিতেছি) অস্মান্ (আমাদিগকে) সু (সুন্দররূপে) জিগ্যুষঃ (শত্রুজয়যুক্ত) কৃতং (করুন)। ৭॥

বঙ্গানুবাদ—হে ইন্দ্র ও বরুণদেব! বিচিত্র ধনের জন্য আমি আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছি। প্রকৃষ্টরূপে আমাদিগকে শত্রুজয়যুক্ত করুন। ৭॥

তাৎপর্য্যার্থ—আমাদিগকে ধনদান করুন এবং শত্রুজয়ের ক্ষমতাও দান করুন। ৭॥

**"ইন্দ্রাবরুণ নূ নু বাং সিষাসন্তীষু ধীষা।
অস্মভ্যং শর্ম্ম যচ্ছতং" ॥ ৮।**

ব্যাখ্যা—ইন্দ্রাবরুণ (হে ইন্দ্র ও বরুণদেব!) ধীষু (বুদ্ধি দ্বারা) বাং (আপনাদিগকে) সীষাসন্তীষু (সম্যকরূপে সেবা করিতে ইচ্ছা করিলে) অস্মভ্যং শর্ম্ম (আমাদের সুখ) নূ নু (অতি শীঘ্র) আ যচ্ছতং (সম্যকরূপে প্রদত্ত হইয়া থাকে। ৮॥

বঙ্গানুবাদ—হে ইন্দ্র ও বরুণদেব! আমাদের বুদ্ধি আপনাদিগকে সেবা করিতে ইচ্ছা করিলেই, আপনারা শীঘ্র শীঘ্র আমাদিগকে সুখ-শান্তি দান করিতে থাকেন। ৮॥

তাৎপর্য্যার্থ—এই মন্ত্রে দেবতাদের দয়ার উৎকর্ষ দেখান হইয়াছে। তাঁহারা প্রকৃত সেবারও অপেক্ষা করেন না, মানবের প্রাণের মধ্যে সেবার আকাঙ্ক্ষার ঐকান্তিক ভাব জাগ্রত হইবামাত্রই দেবতাদের কৃপাবারি বর্ষিত হইতে থাকে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে কর্ম্মানুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গেই দেবতারা জানিতে পারেন এবং যজ্ঞস্থলে আসিবার জন্য যাত্রা করেন। এখন বলিতেছেন হৃদয়ের মধ্যে বাসনা উপস্থিত হইলেই দেবতাদের দয়া আসিতে থাকে। কথাটা ঠিকই। মনের সহিত সমস্ত ব্যাপার এমনি ভাবে সংশ্লিষ্ট যে মনের ক্রিয়ার সঙ্গে একটা সার্ব্বজনীন ক্রিয়া আরম্ভ হয়। অবশ্য, অজ্ঞান আমরা, তাই তাহা অনুভব করিতে পারি না, জ্ঞানিগণ পারেন। তেমনি মনের মধ্যে কোন কুভাবের উদয় হইলে তাহারও ক্রিয়া তদ্রূপ হইয়া থাকে। তাই ঋষিরা মানবকে সর্ব্বদা সদাচারী, সংযত, সত্যনিষ্ঠ হইয়া কুসংসর্গ হইতে দূরে থাকিতে বলিয়াছেন। মনের সহিত বিশ্বের কি সম্পর্ক, প্রকারান্তরে, এই ঋকে তাহাও দেখাইতেছে। ৮॥

**"প্র বামশ্নোতু সুষ্টুতিরিন্দ্রাবরুণ যাং হুবে।
যামৃধাথে সধস্তুতিং" ॥ ৯।**

ব্যাখ্যা—ইন্দ্রাবরুণ (হে ইন্দ্র ও বরুণদেব) যাং (যে শোভন স্তুতি) হুবে (আমরা আহ্বান করি) যাং সধস্তুতিং (উভয়ের সম্পর্কীয় যে স্তুতি) ঋধাথে (আপনারা বর্দ্ধিত করিয়া থাকেন) সা সুষ্টুতিঃ (সেই শোভন স্তুতি) বাং (আপনাদিগের মধ্যে) প্রাশ্নোতু (প্রকৃষ্টরূপে ব্যাপ্ত হউক)। ৯॥

বঙ্গানুবাদ—হে ইন্দ্র ও বরুণদেব ! যে শোভন স্তুতি আমরা আহ্বান করি এবং আপনাদের সম্পর্কীয় যে স্তুতি আপনারা বর্দ্ধিত করেন অর্থাৎ আদর করেন, সেই স্তুতি আপনারা সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হউন। ৯॥

তাৎপর্য্যার্থ—যাজ্ঞিকগণ যে মন্ত্রদ্বারা উভয় দেবতার আরাধনা করিয়া থাকে এবং উভয় দেবতাই যে মন্ত্রদ্বারা স্তুত হইতে আনন্দ অনুভব করেন, সেই মন্ত্র সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদিগের নিকট উপনীত হইয়া প্রীতি সম্পাদন করুক। ইহার অভ্যন্তরে যে একটু গূঢ় তত্ত্ব না আছে এমনও নহে, অর্থাৎ মন্ত্রশক্তি। কোন্ মন্ত্র দেবতা বেশী পছন্দ করেন, কোন্ স্তবে তাঁহারা বেশী সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন ? এই প্রকারের কথা আজকালকার কোনও কোনও লোকে শুনিলে কেমন কেমন মনে করিবেন, হয়ত ভাবিবেন যে দেবতারা বুঝি কেবল স্তব পাইবার জন্য ও যজ্ঞ ভোজন করিবার জন্য বসিয়া আছেন। দেবতারা বাস্তবিক সে জন্য বসিয়া নাই, তবে স্তব করিলে কাজ হয়। মাঠ পড়িয়া আছে, তাই বলিয়া সে কি মনে করিতেছে কেহ আসিয়া তাহাকে চাষ করুক ও বীজ বপন করতঃ শস্যোৎপাদন করুক ? না তা সে করে না। তবে কেহ যদি তাহা করে, তবে ভূমি শস্য দান করে। তদ্রূপ দেবতা রহিয়াছেন, কেহ যদি তাঁহাদিগকে উদ্বোধিত করিয়া তুলিতে পারেন তবেই বাঞ্ছিত ফল লাভ করিতে পারেন। উদ্বোধনের এক উপায় প্রার্থনা বা স্তব। শব্দের তারতম্য হেতু ও পাঠের তারতম্য

হেতু স্তবের ক্রিয়ার তারতম্য ঘটিয়া থাকে। একই ভাবাত্মক বিভিন্ন শব্দের দুইটী স্তবের ক্রিয়া পৃথক পৃথক হইবে। সংস্কৃত ভাষায় স্তোত্র পাঠ করিলে বায়ুমণ্ডলে যেরূপ একটী ক্রিয়া হইবে বাংলা ভাষার স্তোত্রে তদ্রূপ হইবে না। সুতরাং শব্দের গুণের ও উচ্চারণের গুণের উপর ফলাফল নির্ভর করে। মন্ত্রের উচ্চারণে দেবতা উদ্বোধিত হইবেন, আমার প্রতি তাঁহার লক্ষ্য পড়িবে এবং মনের ভাব জানিয়া ফলদান করিবেন। আজকাল কেহ কেহ বলেন যে আমরা সংস্কৃত জানিনা, সুতরাং পূজা অর্চ্চনাদি সংস্কৃত মন্ত্রদ্বারা না করিয়া বাংলা শব্দদ্বারা করিলেই চলিতে পারে। চলিতে পারিবে না কেন? মোটে না করিলেও চলিতে পারে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কারণে সংস্কৃতে করিলে যে ফল হইবে, বাংলায় তাহা হইবে না. তাই সাধক বলিতেছেন আপনারা যে স্তব পছন্দ করিয়া থাকেন অর্থাৎ যেরূপ স্তবে আপনারা উদ্বোধিত হইয়া থাকেন আমরা সেই স্তব দ্বারা আরাধনা করিতেছি, কৃপা করুন। ৯॥

—)*(—

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

১ম মণ্ডল। ১ম অষ্টক। ১ম অধ্যায়। ১৮শ সূক্ত।

সূক্ত-পরিচয়।

এই সূক্তে মাত্র নয়টী ঋক্। এই সূক্তের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কোন ধন-রত্ন বা পার্থিব সুখ ভোগের কামনা নাই। কেবল জ্ঞানের কামনা। শেষ ঋকে বলা হইয়াছে যে হে দেব! জ্ঞান-চক্ষুদ্বারা আপনাকে গ্রহ নক্ষত্রাদি-বিভাসিত সুবিশাল গগণমণ্ডলের ন্যায় প্রশস্ত ও প্রোজ্জ্বল ভাবে দেখিতে পাই। অর্থাৎ আপনার জ্যোতির্ম্ময় অনন্ত রূপের মহিমা উপলব্ধি করিতে পারি। সাধক এখন সকাম সাধনার অভ্যন্তর দিয়া জ্ঞানের পিপাসু হইয়া উঠিয়াছে। ইহার আভাস আগের সূক্তের উপক্রমণিকায় দেওয়া হইয়াছে, তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

প্রথম মণ্ডল। অষ্টাদশ সূক্ত।

ঋষি—মেধাতিথি, কাণ্ব। ছন্দ—গায়ত্রী।

দেবতা—ব্রহ্মণস্পতি প্রভৃতি।

"সোমানং স্বরণং কৃণুহি ব্রহ্মণস্পতে।
কক্ষীবন্তং যঃ ঔশিজঃ" ॥ ১।

ব্যাখ্যা—ব্রহ্মণস্পতে (হে ব্রহ্মণস্পতি নামক দেব বা ইন্দ্রদেব!) সোমানং (যজ্ঞানুষ্ঠাতাকে) স্বরণং (দেবতাগণের নিকট প্রকাশবান) কৃণুহি (করুন) কক্ষীবন্তং (কক্ষীবান) [ইব (ন্যায়)] যঃ (যে কক্ষীবান) ঔশিজঃ (উষিজতনয়) ॥ ১।

বঙ্গানুবাদ—হে ব্রহ্মণস্পতে! যজ্ঞানুষ্ঠাতাকে উষিজতনয় কক্ষীবানের ন্যায় দেবতাগণের নিকট প্রকাশিত বা পরিচিত করুন ॥ ১।

তাৎপর্য্যার্থ—"ব্রহ্মণস্পতে" শব্দের নানামতে বিভিন্ন প্রকার অর্থ আছে, যথা,—ব্রহ্মণঃ+পতি অর্থাৎ মানব মাত্রেরই পতি বা রক্ষক। ব্রহ্মণস্পতি অগ্নিদেবের এক নাম। আবার "ব্রহ্ম" শব্দে "স্তব" বা "স্তুতি" বুঝায়, সে ভাবে ব্রহ্মণস্পতিদ্বারা স্তব বা মন্ত্রের অধিপতি বুঝায়। "ব্রহ্ম" শব্দে বেদকেও বুঝায়। "কর্ম্মব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি" (গীতা—৩।১৪) তাহা হইলে বেদের রক্ষককেও বুঝায়। সায়ণ বলেন এস্থানে ব্রহ্মণস্পতি নামক এক দেবতাকে বুঝাইতেছে বা অগ্নিদেবতাকেও বুঝাইতে পারে। আমাদের মনে হয় মানবের রক্ষক বা অগ্নি এইরূপ অর্থই প্রযুজ্য এবং পরবর্ত্তী মন্ত্রদ্বারাও তাহাই সমর্থিত হয়। কক্ষীবান নামে এক দেবপ্রিয় ও বেদজ্ঞ ঋষি ছিলেন। এই জন্যই যজমানগণ কক্ষীবানের ন্যায় দেবতাগণের নিকট পরিচিত হইতে চাহিয়াছেন ॥ ১।

"যো রেবান্ যো অমীবহা বসুবিৎ পুষ্টিবর্দ্ধনঃ।
স নঃ সিষক্তু যস্তুরঃ ॥ ২।

ব্যাখ্যা—যঃ (যে ব্রহ্মণস্পতি দেবতা) রেবান্ (ধনবান) অমীবহা (রোগনাশক) বসুবিৎ (ধনদাতা) পুষ্টিবর্দ্ধনঃ (পুষ্টিবর্দ্ধক) যঃ তুরঃ (যে শীঘ্র ফলদান করে) নঃ (আমাদের) সিষক্তু (সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া অনুগ্রহকরুন) ॥ ২।

বঙ্গানুবাদ—যে ব্রহ্মণস্পতি দেবতা ধনবান, রোগনাশক, ধনদাতা, পুষ্টিবর্দ্ধক এবং যিনি সত্বর ফলদান করেন, তিনি আমাদিগের সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া অভীপ্সিত ফল দান করুন ॥ ২।

তাৎপর্য্যার্থ—আরাধ্যদেব সর্ব্বফলদাতা এই জ্ঞানে আরাধনা হইতেছে। ইহাতে মনে হয় "ব্রহ্মণস্পতি" শব্দের অর্থ মানবগণের পতি অর্থাৎ রক্ষক এরূপ করাই সঙ্গত॥ ২।

"মা নঃ শংসো অররুষো ধূর্ত্তিঃ প্রণঙ্মর্ত্ত্যস্য।
রক্ষা ণো ব্রহ্মণস্পতে" ॥ ৩।

ব্যাখ্যা—মর্ত্ত্যস্য (মানবের) অররুষঃ (শত্রুরূপী) ধূর্ত্তিঃ (হিংসা) শংসঃ (শাপবাক্য) নঃ (আমাদিগকে) মা প্রণক্ (না স্পর্শকরুক) ব্রহ্মণস্পতে (হে দেব ব্রহ্মণস্পতে!) নঃ (আমাদিগকে) রক্ষ (রক্ষাকরুন)॥ ৩।

বঙ্গানুবাদ—মানবের শত্রুরূপী হিংসা ও অভিসম্পাত যেন আমাদিগকে স্পর্শ না করে, হে দেব! আমাদিগকে রক্ষা করুন॥ ৩।

তাৎপর্য্যার্থ—হিংসা দ্বেষ অভিসম্পাত প্রভৃতি যেন আমাদিগকে স্পর্শ করিতে না পারে, অর্থাৎ আমরা যেন কখনও কোন কারণে অপরের হিংসা, দ্বেষ, বা অভিসম্পাতের যোগ্য না হই। হে দেব! কুপথ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন॥ ৩।

"স ঘা বীরো ন রিষ্যতি যমিন্দ্রো ব্রহ্মণস্পতিঃ
সোমো হিনোতি মর্ত্ত্যং" ॥ ৪।

ব্যাখ্যা—ইন্দ্র (ইন্দ্রদেব!) ব্রহ্মণস্পতি (ব্রহ্মণস্পতি দেবতা) সোম (সোম অথবা সোম নামক দেবতা) যং মর্ত্ত্যং (যে মানবকে) হিনোতি (প্রাপ্তি হয়, বর্দ্ধিত করে) সঃ ঘ (সেই মানব) বীরঃ (বীর্য্যযুক্ত হইয়া) নরিষ্যতি (বিনাশ পায় না)॥ ৪।

বঙ্গানুবাদ—ইন্দ্র ব্রহ্মণস্পতি ও সোম অথবা সোমদেবতা যে অর্চ্চনাকারী মানবকে প্রাপ্ত হয়, সে বীর্য্যযুক্ত হয় এবং বিনষ্ট হয় না॥ ৪।

তাৎপর্য্যার্থ—এই ঋকে "সোম" শব্দের দুইরকম অর্থ হয়; যথা, সোম রস এবং চন্দ্রদেব। তবে "চন্দ্রদেব" অর্থই সুসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। ইন্দ্রদেব ও ব্রহ্মণস্পতি দেবতার সঙ্গে একই পর্য্যায়ে পার্থিব পদার্থ "সোমরসকে" স্থাপন করা সঙ্গত নহে। তবে সোমরসের যেরূপ শক্তি ও তাহার যেরূপ প্রশংসা তাহাতে তাহারও উপাসনা করা অপ্রাসঙ্গিক নহে। সেভাবে অর্থ হইতে পারে যে "হে সোম! তুমি যাহাকে প্রাপ্ত হও অর্থাৎ যে তোমাকে প্রস্তুত করিতে ও বিশোধিত করিয়া দেবভোগ্য করিতে পারে, সে বীর্য্যশালী হয় ও নাশ পায় না, যেহেতু সোমরস দ্বারা দেবতাগণকে সন্তুষ্ট করতঃ তাঁহাদের কৃপায় ও আশীর্ব্বাদে আত্মরক্ষণে সমর্থ হয়॥ ৪।

**"ত্বং তং ব্রহ্মণস্পতে সোমইন্দ্রশ্চ মর্ত্ত্যং।
দক্ষিণা পাত্বংহসঃ" ॥ ৫ ।**

ব্যাখ্যা—ব্রহ্মণস্পতে (হে দেব !) ত্বং (আপনি) তং মর্ত্ত্যং (সেই মর্ত্ত্যকে অর্থাৎ অর্চ্চনাকারীকে) অংহসঃ (পাপ হইতে ত্রাণ করুন) সোমঃ (সোমদেবতা) ইন্দ্রঃ (ইন্দ্রদেবতা) দক্ষিণাচ (ও দক্ষিণা দেবতা) পাতু (রক্ষা করুন) ॥ ৫ ।

বঙ্গানুবাদ—হে ব্রহ্মণস্পতে ! সেই অর্চ্চনাকারী মানবকে অর্থাৎ আমাদিগকে আপনি পাপ হইতে ত্রাণ করুন এবং সোমদেব, ইন্দ্রদেব ও দক্ষিণা দেবতাও রক্ষা করুন ॥ ৫ ।

তাৎপর্য্যার্থ—যজ্ঞান্তে দক্ষিণা দেওয়া হয়, তাহা না দিলে যজ্ঞ সম্পূর্ণ হয় না এবং যজ্ঞ ফলও লাভ হয় না। অভীষ্টলাভজন্য যজ্ঞ, সেই যজ্ঞফল লাভ করিবার জন্য দক্ষিণা, তাই দক্ষিণাকেও দান-দেবতা গণ্য করিয়া আরাধনা করা হইতেছে। এই ঋক্দ্বারা আরও দেখাইতেছে যে যাহা দ্বারা কিছুমাত্র হিতসাধন হইতে পারে, তাহাই মানবের আরাধ্য—উপাস্য—পূজ্য—চিন্ত্য। যজ্ঞ করিয়া দক্ষিণার ত্রুটী ঘটিলে সমস্ত কার্য্য—সমস্ত শ্রম পণ্ড হইবে, তাই দক্ষিণাও সাধকের হৃদয় মধ্যে দেবতা স্থানে অধিষ্ঠিত হইয়া চিন্তাকে অধিকার করিয়া রহিয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে ব্রাহ্মণেরা স্বার্থপর হইয়া সমস্ত কার্য্যেই দক্ষিণার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে, যেহেতু দক্ষিণা তাহাদেরই প্রাপ্য। কিন্তু এ ব্যবস্থা ব্রাহ্মণের বা কোন মানবের কৃত নহে। ইহা বেদের উক্তি। বেদ অপৌরুষেয় ও অনাদি ॥ ৫ ।

**"সদসস্পতিমদ্ভুতং প্রিয়মিন্দ্রস্য কাম্যং।
সনিং মেধামযাসিষং। ৬ ॥"**

ব্যাখ্যা—অদ্ভুতং (অদ্ভুতকর্ম্মা) ইন্দ্রস্য প্রিয়ং (ইন্দ্রদেবের প্রিয়) কাম্যং (কাম্য) সনিং (দাতা) সদসস্পতিং (তন্নামক দেবকে) মেধাং (প্রজ্ঞালাভার্থ) অযাসিষং (যেন প্রাপ্ত হই)। ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—অদ্ভুতকর্ম্মা, ইন্দ্রদেব-প্রিয়, কাম্য ও দাতা সদসস্পতি দেবকে প্রজ্ঞালাভার্থ যেন আমরা প্রাপ্ত হই। ৬ ॥

তাৎপর্য্যার্থ—"সদসস্পতি" জ্ঞানদগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দেবতা অর্থাৎ জ্ঞানদাতা। অগ্নিরও একনাম "সদসস্পতি"। সুতরাং "সদসস্পতি" অর্থ "অগ্নি" করিলেই কোন গোল থাকে না। পার্থিব সম্পদের জন্য কামনা হইতে ক্রমশঃ 'জ্ঞানের' দিকে অগ্রসর হইতেছে। ৬ ॥

**"যস্মাদৃতে ন সিধ্যতি যজ্ঞো বিপশ্চিতশ্চন।
স ধীনাং যোগমিন্বতি। ৭ ॥"**

ব্যাখ্যা—যস্মাৎ (যে সদসস্পতি দেবতা হইতে) ঋতে (ব্যতীত) বিপশ্চিতঃ (জ্ঞানিজন) চন (ও) নসিধ্যতি (সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না অর্থাৎ জ্ঞান সম্পন্ন হইতে

পারে না) সঃ (সেই সদসস্পতি দেব) ধীনাং (বুদ্ধি, জ্ঞান) যোগং (সম্বন্ধ) ইন্বতি (প্রেরণ করিয়া থাকেন)। ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—যে সদসস্পতি দেবের কৃপা ব্যতীত জ্ঞানিজনও জ্ঞান সম্পন্ন হইতে পারে না, তিনিই জ্ঞান প্রেরণ করিয়া থাকেন। ৭ ॥

তাৎপর্য্যার্থ—লোক যতই প্রাজ্ঞ হইক না কেন, জ্ঞানদাতার কৃপা ব্যতীত কেহই ভগবৎ সম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। তিনিই জ্ঞানের প্রেরক বা দাতা। ৭ ॥

"আদৃধ্নোতি হবিষ্কৃতিং প্রাঞ্চং কৃণোত্যধ্বরং।
হোত্রা দেবেষু গচ্ছতি। ৮ ॥"

ব্যাখ্যা—আৎ (অনন্তর) হবিষ্কৃতিং (যাজ্ঞিককে) ঋধ্নোতি (বর্দ্ধিত করেন) অধ্বরং (যজ্ঞকর্ম্ম) প্রাঞ্চং কৃণোতি (প্রকৃষ্টরূপে দেব সমীপে গমন করে) হোত্রা (স্তুতিরূপ বাক্য) দেবেষু (দেবতার নিকট) গচ্ছতি (উপস্থিত হয়)। ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ—অনন্তর তিনি যাজ্ঞিককে বর্দ্ধিত করেন, যজ্ঞ ও প্রার্থনা দেবতাগণের নিকট উপনীত হইয়া থাকে। ৮ ॥

তাৎপর্য্যার্থ—এই ঋক্‌টী সপ্তমী ঋকের অংশ বলিলেও চলে। অর্থাৎ জ্ঞানদাতার কৃপা হইলে, যাজ্ঞিকের কর্ম্ম ও প্রার্থনা দেবসমীপে পৌঁছিয়া থাকে। দেবতার কৃপায় জ্ঞান লাভ হইলে, যজ্ঞ ও স্তুতি সমস্তই দেবতায় পর্য্যবসিত হইয়া যায় ইহা সাধক উপলব্ধি করিতে পারেন অর্থাৎ দিব্যজ্ঞান দ্বারা তিনি তাহা দেখিতে বা বুঝিতে পারেন। ইহাদ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে জ্ঞানব্যতীত মুক্তিলাভ হইতে পারে না।

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন :—

কুরুতে গঙ্গাসাগরগমনং ব্রতপরিপালনমথবা দানম্।
জ্ঞানবিহীনে সর্ব্বমনেন, মুক্তির্নভবতি জন্ম শতেন ॥
(চর্পট পঞ্জরিকাস্তোত্রং)। ৮ ॥

নরাশংসং সুধৃষ্টমমপশ্যং সপ্রথস্তমং।
দিবো ন সদ্মমখসং। ৯ ॥"

ব্যাখ্যা—সুধৃষ্টমং (অপরাজেয়) সপ্রথস্তমং (অতিশয় প্রখ্যাত, বিখ্যাত) সদ্মমখসং (তেজঃ প্রাপ্ত) নরাশংসং (নরাশংসং নামক দেবতাকে) দিবঃ (দ্যুলোকের ন্যায় দীপ্তিমন্ত) ন (ন্যায়, তুল্য) অপশ্যং (শাস্ত্র দৃষ্টিদ্বারা দেখিতে পাই, অপশ্যং—শাস্ত্রদৃষ্ট্যা দৃষ্টবান্ অস্মি [সায়ণ])

বঙ্গানুবাদ—অপরাজেয়, অতিশয় বিখ্যাত, তেজঃপ্রাপ্ত, নরাশংস নামক দেবতাকে শাস্ত্রদৃষ্টিদ্বারা (সূর্য্য-নক্ষত্রাদি বিভাসিত) গগন মণ্ডলের ন্যায় প্রোজ্জ্বল দেখিতে পাই। ৯ ॥

তাৎপর্য্যার্থ—নরাশংস এক দেবতার নাম অথবা "সদসস্পতি" দেবতাকেও বুঝায় (সায়ণ)। যাস্ক বলেন 'নরাশংসো যজ্ঞঃ"। শাক পুণির মতে নরাশংস শব্দে অগ্নিকে বুঝায়, অর্থাৎ নরগণ কর্ত্তৃক প্রকৃষ্টরূপে স্তুত হয়েন যিনি। নাম বিভিন্ন হইলেও মূলে একই। যে সব বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে উল্লিখিত সকলকে এবং তদূর্দ্ধে সর্ব্বময় সর্ব্বশক্তিমান বিশ্ব নিয়ন্তাকেও বুঝাইতেছে। তাঁহাকে দেখিতে হইলে, এই সামান্য চক্ষুদ্বারা দেখা যায় না, শাস্ত্ররূপ চক্ষু বা দৃষ্টি চাই অর্থাৎ জ্ঞান চক্ষুর প্রয়োজন। তাই ভগবান বলিয়াছিলেন :—

নতু মাং শক্যসেদ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্যমে যোগমৈশ্বরম্ ॥
(গীতা—১১।৮)। ৯ ॥

১ম মণ্ডল। ১ম অষ্টক। ১ম অধ্যায়। ১৯শ সূক্ত।

ঋষি—মেধাতিথি, কাণ্ব। ছন্দ—গায়ত্রী। দেবতা—অগ্নি ও মরুৎ।

"প্রতি ত্যং চারুমধ্বরং গোপীথায় প্র হুয়সে।
মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি। ১ ॥"

ব্যাখ্যা—অগ্নে (হে অগ্নিদেব !) ত্যং (তথাকথিত বা পূর্ব্বোক্ত) চারুং (সুন্দর, সুসম্পন্ন) অধ্বরং (যজ্ঞ) প্রতি (লক্ষ্য করিয়া) গোপীথায় (সোমপানার্থ) প্রহুয়সে (আহুত হও) মরুদ্ভিঃ (মরুদ্গণ সহ) আগহি (আগমন করুন)। ১ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে অগ্নিদেব! পূর্ব্বোক্ত সুসম্পন্ন যজ্ঞের উদ্দেশ্যে সোমপানার্থে আহুত হইতেছেন। আপনি মরুদ্গণসহ আগমন করুন। ১ ॥

তাৎপর্য্যার্থ—পূর্ব্বোক্ত অর্থাৎ পূর্ব্বে যে সব যজ্ঞের কথা বলা হইয়াছে তদ্রূপ। "অধ্বরং" শব্দে হিংসা বিরহিত যজ্ঞকে বুঝায়। "হিংসাবিরহিত যজ্ঞের" অর্থ প্রথম আগ্নেয় সূক্তে দেওয়া হইয়াছে। "চারু" শব্দের অর্থ সায়ণ মতে অঙ্গ-বৈকল্য-রহিত। যজ্ঞ হিংসা-বিরহিত ও পূর্ণাঙ্গরূপে অনুষ্ঠিত হইলেই দেবতা আগমন করিবেন, নচেৎ নহে। ১ ॥

"নহি দেবো ন মর্ত্ত্যো মহস্তব ক্রতুং পরঃ।
মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি। ২ ॥"

ব্যাখ্যা—অগ্নে (হে অগ্নিদেব!) মহঃ (মহান্) তব (তোমার সম্বন্ধীয়) ক্রতুং (কর্ম্মজ্ঞান) পরঃ (শ্রেষ্ঠ) হি (নিশ্চিত) দেবঃন (দেবতা নহে) মর্ত্ত্যঃন (মনুষ্যও নহে) মরুদ্ভিঃ (মরুদ্‌গণ সহ) আগহি (আগমন করুন)। ২ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে অগ্নিদেব! আপনি মহান্, আপনার সম্বন্ধীয় কর্ম্ম বা জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ: দেবতাও নহে, মনুষ্যও নহে। আপনি মরুদ্‌গণ সহ আগমন করুন। ২ ॥

তাৎপর্য্যার্থ—আপনার সম্বন্ধীয় জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ, দেবতারও নহে, মনুষ্যেরও নহে। অর্থাৎ দেবতা ও মনুষ্য সম্বন্ধীয় জ্ঞানাপেক্ষা আপনার সম্বন্ধীয় জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে "অগ্নি" দেবতার মধ্যে নহে, তাহা হইতে অনেক উচ্চে অর্থাৎ ব্রহ্ম। এ সম্বন্ধে প্রথম আগ্নেয় সূক্তের উপক্রমণিকায় আলোচনা করা হইয়াছে। ২ ॥

"যে মহো রজসো বিদুর্বিশ্বে দেবাসো অদ্রুহঃ।
মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি। ৩ ॥"

ব্যাখ্যা—অগ্নে (হে অগ্নিদেব!) যে (যে মরুৎ) মহঃ (মহৎ) রজসঃ (অন্তরিক্ষ লোকের তত্ত্ব, বারিবর্ষণ তত্ত্ব) বিদুঃ (জানেন) বিশ্বে (সকলে, সর্ব্বপ্রাণীতে) অদ্রুহঃ (দ্রোহ-রহিত, শত্রুতাভাবশূন্য) দেবাসঃ (দীপ্তিগুণযুক্ত) মরুদ্ভিঃ (মরুদ্‌গণ সহ) আ গহি (আগমন করুন)। ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে অগ্নিদেব! যে মরুদ্‌গণ অতি মহান্ ও অন্তরীক্ষলোকতত্ত্বজ্ঞ বা বারিবর্ষণতত্ত্বজ্ঞ, যাঁহারা সর্ব্বভূতে অদ্রোহ ও দীপ্তিগুণযুক্ত, সেই মরুদ্‌গণসহ আগমন করুন। ৩ ॥

তাৎপর্য্যার্থ—"রজসঃ বিদুঃ" শব্দের দুই প্রকার অর্থ করা হয়, যথা— "যাঁহারা অন্তরীক্ষ লোকের সংবাদ রাখেন" এবং "যাহারা বারিবর্ষণ বিষয়ে সংবাদ রাখেন।" ইহার কোন অর্থই অসম্ভব হয় না। ৩ ॥

"য উগ্রা অর্কমানৃচুরনাধৃষ্টাস ওজসা।
মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি। ৪ ॥"

ব্যাখ্যা—অগ্নে (হে অগ্নিদেব!) যে (যে মরুৎ) উগ্রাঃ (উগ্র, তেজস্বী) ওজসা (বলের দ্বারা) অনাধৃষ্টাসঃ (অজেয়) অর্কং (জল)* আনৃচুঃ (বর্ষিত করিয়াছিল) মরুদ্ভিঃ আ গহি (সেই মরুদ্‌গণ সহ আগমন করুন)। ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে অগ্নিদেব ! যে মরুদ্গণ। তেজস্বী এবং বলের দ্বারা অজেয়, (এবং) জলকে বর্ষিত করিয়াছিল, সেই মরুদ্গণ সহ আগমন করুন। ৪ ॥

তাৎপর্য্যার্থ—মরুদ্গণ বলিতে উনপঞ্চাশৎ বায়ুকে বুঝায়। সুতরাং তাঁহারা অতিশয় বলশালী এবং তাঁহারাই বৃষ্টির উৎপাদক তাই উক্তরূপ বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। ৪ ॥

"যে শুভ্রা ঘোরবর্পসঃ সুক্ষত্রাসো রিশাদসঃ।
মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি। ৫ ॥"

ব্যাখ্যা—অগ্নে (হে অগ্নিদেব !) যে (যে মরুদ্গণ) শুভ্রাঃ (শোভমান, কলঙ্কশূন্য) ঘোরবর্পসঃ (উগ্ররূপধারী) সুক্ষত্রাসঃ (শোভনধনযুক্ত) রিশাদসঃ (হিংসকগণের ভক্ষক) মরুদ্ভিঃ আ গহি (মরুদ্গণ সহ আগমন করুন)। ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে অগ্নিদেব ! সেই নিষ্কলঙ্ক, উগ্ররূপধারী, শোভনধনযুক্ত অর্থাৎ পারমার্থিক সম্পদের অধিকারী, রিপু-ত্রাস মরুদ্গণের সহিত আগমন করুন। ৫ ॥

তাৎপর্য্যার্থ—এই বিশেষণ গুলির সবই ভাল কেবল একটা ভীতিপ্রদ, যথা "উগ্ররূপধারী"। কমলে কণ্টক—দয়ায় কঠোরতা স্বাভাবিক নিয়ম। তাই বরাভয়করা আবার খড়্গচর্ম্মধরা, লোলোরসনা, ভয়ঙ্করী। এখানেও তাই, পাপিগণের, দুষ্টগণের বা শত্রুগণের জন্য উগ্ররূপধারী। ৫ ॥

"যে নাকস্যাধি রোচনে দিবি দেবাস আসতে।
মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি। ৬ ॥"

ব্যাখ্যা—অগ্নে (হে অগ্নিদেব !) যে (যে মরুদ্গণ) নাকস্য (স্বর্গের) অধি (উপরে) দিবি (দ্যুলোকে) রোচনে (দীপ্যমান) দেবাসঃ (স্বপ্রকাশ) আসতে (অবস্থিত আছে) মরুদ্ভিঃ আ গহি (সেই মরুদ্গণ সহ আগমন করুন)। ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে অগ্নিদেব ! যে মরুদ্গণ স্বর্গেরও উপরে দীপ্যমান দ্যুলোকে স্বপ্রকাশ অবস্থিত আছেন, সেই মরুদ্গণ সহ আগমন করুন। ৬ ॥

তাৎপর্য্যার্থ—মরুতের বিদ্যমানতা সর্ব্বত্রই আছে। তাই সমস্ত স্থানের অবস্থাই মরুদ্গণের জ্ঞাত আছে এবং তজ্জন্যই মরুদ্গণের দর্শনাকাঙ্ক্ষা এত বলবতী। তাঁহাদের দর্শন লাভ করার অর্থ সর্ব্বজ্ঞ হওয়া।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতে ধরাপৃষ্ঠ হইতে ঊর্দ্ধে ৫০মাইল পর্য্যন্ত বায়ু আছে, তাহার উপরে "ইথার"। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্র মতে বায়ু সর্ব্বত্রই আছে। তবে ঊর্দ্ধদিকে স্থান বিশেষে বায়ুর পৃথক পৃথক নাম এবং এই ইথারও তাহা হইলে বায়ুসংজ্ঞারই মধ্যে। আর্য্যভট্ট বলিয়াছেন—"পৃথিবী হইতে ক্রমে ঊর্দ্ধে সাত প্রকার বায়ু অবস্থিত। তাহার প্রথমকার বায়ুর নাম "আবহ," দ্বিতীয় "প্রবহ," তৃতীয় "উদ্বহ," চতুর্থ "সংবহ," পঞ্চম "সুবহ,"

ষষ্ঠ "পরিবহ," সপ্তম "পরাবহ"। ১॥ পৃথিবী হইতে উর্দ্ধে দ্বাদশ যোজন পর্যন্ত আবহ বায়ু বিদ্যমান আছে, ঐ দ্বাদশ যোজনের মধ্যে মেঘ, বিদ্যুৎ প্রভৃতি অবস্থিত রহিয়াছে। আবহ বায়ুর উর্দ্ধ ভাগে প্রবহনামা বায়ু নিরন্তর মধ্য গতিতে পশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে।" ২॥ ইত্যাদি*। পৃথিবী হইতে ৫০মাইল উর্দ্ধে বায়ু এত তরল যে তথায় বায়ুর অস্তিত্ব অনুভব-যোগ্য নহে। তাই বলিয়া সেখানে বায়ু নাই একথা বলা চলে না ৬॥

**"য ঈঙ্খয়ন্তি পর্ব্বতান্ তিরঃ সমুদ্রমর্ণবং।
মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি"। ৭॥**

ব্যাখ্যা—অগ্নে (হে অগ্নিদেব!) যে (যে মরুদগণ) পর্ব্বতান্ (মেঘ সমূহকে) ঈঙ্খয়ন্তি (সঞ্চালিত করেন) সমুদ্রং (পার্থিব জলরাশি) অর্ণবং (জলযুক্ত আকাশপ্রদেশ) তিরঃ (তিরস্কার করেন, পরিচালিত করেন) মরুদ্ভিঃ আ গহি (সেই মরুদ্গণ সহ আগমন করুন)। ৭॥

বঙ্গানুবাদ—হে অগ্নিদেব! যে মরুদ্গণ মেঘ সমূহকে সঞ্চালিত করেন এবং পার্থিব জলরাশিকে ও জলযুক্ত গগণমণ্ডলকে পরিচালিত করেন, সেই মরুদ্গণ সহ আগমন করুন। ৭॥

তাৎপর্য্যার্থ—পর্ব্বত শব্দে সায়ণ মেঘকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং "তিরঃ" শব্দের অর্থ করিয়াছেন "তিরস্কার করা"। আবার তিরস্কারের সম্বন্ধে বলিয়াছেন "নিশ্চল জলের তরঙ্গাদি উৎপত্তি হেতু যে চালান তাহাকে তিরস্কার কহে।"

"পর্ব্বত" শব্দের অর্থ "পাহাড়" ধরিলেও অর্থের অসঙ্গতি হয় না। মরুতের পাহাড় সঞ্চালিত ও উৎপাটিত করিবার শক্তিও আছে। উভয় প্রকার অর্থই তাহাদের অপূর্ব্ব শক্তির পরিচয় দিতেছে এবং কোন অর্থেই তাহার বিরুদ্ধ ভাব পাওয়া যায় না। পূর্ব্বের ঋক্ মরুদ্গণের সর্ব্বজ্ঞতার পরিচায়ক, আর এই ঋক তাঁহাদের অপূর্ব্ব শক্তির পরিচায়ক। ৭॥

**"আ যে তন্বন্তি রশ্মিভিস্তিরঃ সমুদ্রমোজসা।
মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি"। ৮॥**

ব্যাখ্যা—অগ্নে (হে অগ্নিদেব) যে (যে মরুদ্দেবগণ) রশ্মিভিঃ (দিব্যজ্যোতি দ্বারা) আ তন্বন্তি (সর্ব্বত্র প্লাবিত করিয়া থাকেন) ওজসা (বলের দ্বারা) সমুদ্রং (সমুদ্রকে) তিরঃ (তিরস্কার অর্থাৎ সঞ্চালিত করেন) মরুদ্ভিঃ আ গহি (সেই মরুদ্গণ সহ আগমন করুন)। ৮॥

---

*ভূবায়ুরাবহ ইহ প্রবহস্তদূর্দ্ধঃ স্যাদুদ্বহস্তদনু সংবহসংজ্ঞকশ্চ। অন্যস্ততোঽপি সুবহঃ পরিপূর্ব্বকোঽস্মাদ্বাহ্যঃ পরাবহ ইমে পবনাঃ প্রসিদ্ধাঃ॥ ১॥ ভূমের্ব্বহির্দ্বাদশ যোজনানি ভূবায়ুরত্রাম্বুদবিদ্যুদাদ্যম্। তদূর্দ্ধগো যঃ প্রবহঃ স নিত্যং প্রত্যগ্গতিস্তস্য তু মধ্যসংস্থা॥ ২॥

[সিদ্ধান্ত শিরোমণিঃ]

বঙ্গানুবাদ—হে অগ্নিদেব ! যে মরুদ্দেবগণ দিব্যজ্যোতি দ্বারা সমস্ত স্থান প্লাবিত করিয়া থাকেন এবং বলের দ্বারা সমুদ্রকে সঞ্চালিত করিয়া থাকেন সেই মরুদ্দেবগণ সহ আগমন করুন। ৮ ॥

তাৎপর্য্যার্থ—অপূর্ব্ব শক্তিশালী মরুদ্দেবগণের উপস্থিতির জন্য প্রার্থনা। তাঁহারা যে রূপধরিয়া আসিতে পারে না তাহা প্রথম বায়বীয় সূক্তে দেখান হইয়াছে। ৮ ॥

" অভি ত্বা পূর্ব্বপীতয়ে সৃজামি সোম্যং মধু।

মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি" । ৯ ॥

ব্যাখ্যা—অগ্নে (হে অগ্নিদেব !) ত্বা (আপনার উদ্দেশে) পূর্ব্বপীতয়ে (পূর্ব্বপূর্ব্ব কালে পানেরন্যায়) সোম্যং (সোম-সম্বন্ধীয়) মধু (মধুরস) অভিসৃজামি (সম্পাদন করিতেছি, প্রস্তুত করিতেছি) মরুদ্ভিঃ আ গহি (মরুদ্দেবগণ সহ আগমন করুন)। ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে অগ্নিদেব ! আপনার পানের নিমিত্ত পূর্ব্বকালের ন্যায় সোম সম্বন্ধীয় মধুরস প্রস্তুত করিতেছি; মরুদ্দেবগণ সহ আগমন করুন। ৯ ॥

তাৎপর্য্যার্থ—পূর্ব্বকালে আপনার পানের জন্য ঋষিগণ যেরূপ সোম প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন, আমরাও তদ্রূপ করিতেছি, দয়াকরিয়া দেবগণ সহ আগমন করুন। ৯ ॥

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১ম মণ্ডল। ১ম অষ্টক। ২০শ সূক্ত।

——(*)——

সূক্ত-পরিচয়।

এই সূক্তে আটটী মাত্র ঋক্ "ঋভু" দেবতাগণের আরাধনায় প্রযুক্ত। এই ঋভু দেবতা-গণের পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন এবং এই পরিচয় নশ্বর দেহধারী মানবগণের পক্ষে বড়ই একটা আশ্বাসবাণী এবং তাঁহাদিগের আশা ও আকাঙ্ক্ষার উদ্দীপক। ঋভু দেবতার পরিচয়—এই অনন্ত কাল যাবৎ যে সকল মনুষ্য জন্ম-জন্মান্তরীণ নিজ নিজ কর্ম্মফলে দেবত্বলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের জন্যই ঋভুদেবতার পদ অর্থাৎ তাঁহারাই ঋভুদেবতা। এই সূক্তটী মানবের মস্তবড় একটা ভরসাস্থল। ঋভুদেবতাগণের নিকট হইতে ধনাদি লাভ রূপ প্রার্থয়িতব্য বর লাভের যেমন আশা, তেমনই তাঁহাদের দৃষ্টান্ত সম্মুখে পাইয়া মরণশীল মানবের অমরত্ব অর্থাৎ দেবত্ব লাভেরও আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টার উদ্রেক স্বাভাবিক। তাই এই সূক্ত প্রকারান্তরে বুঝাইয়া দিতেছে যে "হে মানব তুমি ইচ্ছা করিলে দেবতা হইতে পার, চেষ্টা কর, তদনুরূপ কর্ম্ম কর।

——)*(——

প্রথম মণ্ডল। বিংশ সূক্ত।

ঋষি—মেধাতিথি, কাণ্ব। ছন্দ—গায়ত্রী। দেবতা—ব্রহ্মণস্পতি প্রভৃতি।

"অয়ং দেবায় জন্মনে স্তোমো বিপ্রেভিরাসয়া।
অকারি রত্নধাতমঃ"। ১॥

ব্যাখ্যা—অয়ং (বক্ষ্যমাণ, এই) রত্নধাতমঃ (ধনপ্রদ, অতিশয় ইষ্টসাধক) স্তোমঃ (স্তোত্র) জন্মনে (জায়মান, জন্মগ্রহণশীল) দেবায় (দেব প্রীত্যর্থে) বিপ্রেভিঃ (ঋষিগণের) আসয়া (মুখে) অকারি (নিষ্পাদিত, উচ্চারিত)। ১॥

বঙ্গানুবাদ—এই ধনরত্নপ্রদ স্তোত্র জায়মান দেবতাগণের তৃপ্ত্যর্থে ঋষিগণের মুখে উচ্চারিত হইয়াছিল। ১ ॥

তাৎপর্য্যার্থ—যাঁহারা মানবের ন্যায় জন্মগ্রহণ করিয়া পরে দেবতা হইয়াছিলেন তাঁহাদের প্রীত্যর্থে এই স্তোত্র ঋষিগণকর্ত্তৃক পঠিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে যে ঋভুদেবতাগণের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, এই মন্ত্রে তাঁহাদিগকেই বুঝাইতেছে। ১ ॥

"য ইন্দ্রায় বচোযুজা ততক্ষুর্ম্মনসা হরী।
শমীভির্যজ্ঞ মাশত। ২ ॥

ব্যাখ্যা—যে (যে ঋভুদেবতাগণ) ইন্দ্রায় (ইন্দ্রের নিমিত্ত) বচোযুজা (আদেশ মাত্র যাহা সংযোজিত হয় এমন) হরী (অশ্ব) মনসা (মনের দ্বারা, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া) ততক্ষুঃ (সম্পাদিত করিয়াছিলেন) [তে ঋভবঃ (সেই ঋভুদেবতাগণ)] শমীভিঃ (চমসাদি উপকরণ দ্রব্যের সহিত) যজ্ঞং (যজ্ঞ) আশত (ব্যাপিয়া আছেন)। ২ ॥

বঙ্গানুবাদ—যে ঋভুদেবতাগণ ইন্দ্রের নিমিত্ত আদেশ মাত্র সংযোজিত হয় এমন অশ্ব মনের দ্বারা বা ইচ্ছার দ্বারা প্রস্তুত রাখেন, সেই ঋভুগণ চমসাদি উপকরণ দ্রব্যের সহিত এই যজ্ঞে ব্যাপ্ত আছেন। ২ ॥

তাৎপর্য্যার্থ—ঋভুদেবতাগণ ইন্দ্রের জন্য ইচ্ছাদ্বারা অশ্ব প্রস্তুত রাখেন। এই কথা শুনিয়া কেহ হয়ত চমকিত হইয়া উঠিবেন। ইচ্ছাদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া অশ্ব প্রস্তুত হইয়া থাকিবে এ কি অসম্ভব কথা! দেবতায় ও মানবে এই তফাত। মানব যাহা শত চেষ্টা করিয়াও করিতে পারে না, দেবতার ইচ্ছামাত্রই তাহা হইয়া যায়। যে মানব দেবত্ব লাভ করিতে পারেন তাঁহারও সেই শক্তি জন্মিয়া থাকে। অনেকে কর্ম্মগুণে এই মানবদেহেই দৈবশক্তি লাভ করিতে পারে। বিশ্বামিত্র নূতন পৃথিবী সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য্য, ত্রৈলঙ্গস্বামী, চৈতন্যদেব প্রভৃতির জীবনে তদ্রূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। মানুষ যাঁহারা দেবতা হন, মানবের প্রতি তাঁহাদের সহানুভূতি স্বাভাবিক। যজ্ঞে ত্বরিত আগমন জন্য ইন্দ্রের নিমিত্ত অশ্ব প্রস্তুত রাখা মানবের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশক। ঋভুদেবতাগণ যাহাতে উপস্থিত থাকিয়া যজ্ঞের আনুকূল্য বিধান করেন তজ্জন্যই তাঁহাদের নিকট প্রার্থনা। ২ ॥

"তক্ষন্নাসত্যাভ্যাং পরিজ্মানং সুখংরথং।
তক্ষন্ধেনুং সবর্দুঘাং। ৩ ॥"

ব্যাখ্যা—নাসত্যাভ্যাং (অশ্বিনীকুমারগণের নিমিত্ত) পরিজ্মানং (সর্ব্বতোগমনশীল) সুখং (সুখকর) রথং (রথ) তক্ষণ্ (নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন) সবর্দুঘাং (ক্ষীর-দোগ্ধ্রী) ধেনুং (ধেনু) তক্ষণ্ (সৃজন করিয়াছিলেন) (ঋভুদেবতাগণ)। ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—ঋভুদেবতাগণ অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের জন্য সর্ব্বতোগমনশীল ও সুখাসন-যুক্ত রথ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং ক্ষীর-দোগ্ধ্রী ধেনু সকল উৎপন্ন করিয়াছিলেন। ৩ ॥

তাৎপর্য্যার্থ—পূর্ব্বে ভাবে বলা হইয়াছে যে ঋভুদেবতাগণ মানবের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। তাই মানবের যজ্ঞকার্য্য যাহাতে সুসম্পন্ন হইতে পারে তৎপ্রতি তাঁহাদের লক্ষ্য আছে। পূর্ব্বে দেখিয়াছি ইন্দ্রের জন্য অশ্ব প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন, আবার এখন দেখিতেছি অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের জন্যও রথ ও ক্ষীর-দোগ্ধ্রী ধেনু প্রস্তুত রাখিতেছেন। তাই যজমান ঋভুদেবগণের কৃপার প্রার্থী, যেহেতু তাঁহাদের কৃপা থাকিলেই অন্যান্য দেবতাগণকে যজ্ঞে আনয়ন করা সহজ সাধ্য হইবে। ৪ ॥

"যুবানা পিতরা পুনঃ সত্যমন্ত্রা ঋজূয়বঃ।
ঋভবো বিষ্ট্যক্রত। ৪ ॥

ব্যাখ্যা—সত্যমন্ত্রাঃ (অবিতথ সত্যমন্ত্রযুক্ত অর্থাৎ তাঁহাদের মন্ত্রশক্তি সর্ব্বত্র অপ্রতিহত) ঋজূয়বঃ (সরল ভাবাপন্ন, অকপট) বিষ্টী (ব্যাপ্তিযুক্ত, সর্ব্বত্র বিদ্যমান) ঋভবঃ (ঋভুনামক দেবগণ) পিতরা (পিতামাতাদিগকে) পুনঃ (পুনরায়) যুবানা (তরুণ, যৌবনসম্পন্ন) অক্রত (করিয়াছিলেন)। ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—সত্যমন্ত্ররূপ বা সত্যমন্ত্রযুক্ত, অকপট, সর্ব্বত্র বিদ্যমান, ঋভুদেবগণ আপনাদের পিতামাতাকে পুনরায় তরুণবয়স্ক করিয়াছিলেন। ৪ ॥

তাৎপর্য্যার্থ—"সত্যমন্ত্রাঃ" অর্থাৎ তাঁহাদের মন্ত্র সত্য অর্থাৎ তাঁহাদের উচ্চারিত মন্ত্র সর্ব্বদাই বাঞ্ছিত ফল দান করে। তাই তাঁহারা মন্ত্রশক্তিদ্বারা বৃদ্ধ পিতামাতাকে যৌবন দান করিয়াছিলেন। এই ঋক্ দেখাইতেছে যে মানব যখন দেবত্ব প্রাপ্ত হয় তখন তাহারা অসাধ্য সাধন করিতে পারে। ইহা যেমন ঋভুগণের শক্তির পরিচয় দিতেছে তেমনই দেবত্ব লাভের জন্য মানবগণের চিত্ত আকর্ষণ করিতেছে ও পিতৃভক্তি দেখাইতেছে। ৪ ॥

"সং বো মদাসো অগ্মতেন্দ্রেণ চ মরুত্বতা।
আদিত্যেভিশ্চ রাজভিঃ। ৫ ॥

ব্যাখ্যা—[ঋভবঃ (হে ঋভুদেবগণ)] মরুত্বতা (মরুদ্গণ যুক্ত হইয়া) ইন্দ্রেণ (ইন্দ্রের সহ) রাজভিঃ (দীপ্যমান) আদিত্যেভিশ্চ (আদিত্যগণ সহ) বঃ (তোমাদিগকে) মদাসঃ (আনন্দপ্রদ সোম) সং অগ্মত (সর্ব্বতোভাবে প্রাপ্ত হইয়া থাকে)। ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে ঋভুদেবগণ! মরুদ্গণ সমভিব্যাহারে ইন্দ্র ও দীপ্তিশালী আদিত্যগণ সহ আপনাদিগকে আনন্দপ্রদ সোম সর্ব্বতোভাবে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অর্থাৎ আপনারা সকলে আমাদের দত্ত সোম একত্রে গ্রহণ করিয়া থাকেন। ৫ ॥

তাৎপর্য্যার্থ—এই মন্ত্রটীর মধ্যে তিনটী ভাব আমরা সুপরিস্ফুট দেখিতে পাই। প্রথমতঃ যে সব মানব দেবত্ব লাভ করেন তাঁহারাও ইন্দ্রাদি দেবতাগণের সঙ্গেই যজ্ঞে উপস্থিত হইয়া সোম পান করিয়া থাকেন, কোন বিভিন্ন ভাব থাকে না। দ্বিতীয়তঃ ইহা সাম্প্রদায়িক ভাবের বিরোধী, অর্থাৎ সকল দেবতারই সমান আদর, ছোট, বড় নাই—"কৃষ্ণ" নাম শুনিলে শাক্ত কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করে, আবার "কালী"নাম শুনিলে বৈষ্ণব স্থান ত্যাগ করে, এ ভাবের বিরোধী। তৃতীয়তঃ, সবই এক। আপনারা সকলেই মঙ্গলদাতা, তাই আপনাদের সকলেরই আশ্রয় লইতেছি। সবই ব্রহ্মময়, কেহ কাহাকে ছাড়া নহে। ৫ ॥

"উত ত্যং চমসং নবং ত্বষ্টুর্দেবস্য নিষ্কৃতং
অকর্ত্ত চতুরঃ পুনঃ। ৬ ॥"

ব্যাখ্যা—[ঋভবঃ যূয়ং (হে ঋভুদেবগণ আপনারা)] উত [ও] ত্বষ্টুর্দেবস্য [ত্বষ্টা নামক দেবতার জন্য] অং [সেই, প্রখ্যাত] নবং [নূতন] নিষ্কৃতং [নিশেষিত রূপে নির্ম্মিতঃ] চমসং [সোমধারণক্ষম কাষ্ঠপাত্র] পুনঃ চ [পুনরায়] চতুরঃ [চারিভাগে] অকর্ত্ত [করিয়াছিলেন]। ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে ঋভুদেবগণ! ত্বষ্টা দেবের সেই নবনির্ম্মিত বিখ্যাত চমসকে আপনারা চারিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। ৬ ॥

তাৎপর্য্যার্থ—তাৎপর্য্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। ঋভুদেবগণের কর্ম্মের বা শক্তির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে মাত্র। এ সম্বন্ধে রমেশবাবু এক ঐতিহাসিক বৃত্তান্তের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, আমরাও তাহারই পুনরুল্লেখ করিতেছি।

"ত্বষ্টা, দেবগণের অস্ত্র নির্ম্মাতা, পুরাণের বিশ্বকর্ম্মা। তিনি ইন্দ্রের বজ্র নির্ম্মাণকরেন। ঋভুগণ ত্বষ্টার শিষ্য (সায়ণ), কিন্তু তাঁহারা ত্বষ্টানির্ম্মিত একটী পাত্র চারিখানি করিয়া দেবগণের নিকট অনেক সম্মান পাইয়াছিলেন।" ৬ ॥

"তে নো রত্নানি ধত্তন ত্রিরা সাপ্তানি সুন্বতে।
একমেকং সুশস্তিভিঃ। ৭ ॥

ব্যাখ্যা—তে (সেই ঋভুদেবতাগণ) নঃ (আমাদের) সুশস্তিভিঃ (শোভনস্তুতি মন্ত্রযুক্ত হইয়া) সুন্বতে (যজ্ঞপরায়ণ সাধককে) একমেকং (একে একে, ক্রমে ক্রমে) ত্রিরা (তিনবার উচ্চারিত) সাপ্তানি (সপ্তসংখ্যক) রত্নানি (রত্ন, ধন) ধত্তন (দান করিয়া থাকেন)। ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—সেই ঋভুদেবতাগণ আমাদের শোভনস্তুতি-মন্ত্রযুক্ত হইয়া যজ্ঞপরায়ণ সাধককে একে একে ত্রি-সপ্ত সংখ্যক (২১) রত্ন দান করেন। ৭ ॥

তাৎপর্য্যার্থ—শোভন-স্তুতি-মন্ত্রযুক্ত হইয়া অর্থাৎ আমাদের স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া ত্রি-সপ্ত সংখ্যক রত্ন দান করিয়া থাকেন। এই রত্ন কিরূপ তৎসম্বন্ধে সায়ণ বলেন, ইহা যজ্ঞরূপ রত্ন। প্রত্যেকবার সাত প্রকার যজ্ঞের আবৃত্তি। ইহার প্রত্যেক বারকে এক এক বর্গ কহে যথা—"অগ্ন্যাধেয়-দর্শপূর্ণ-মাসাদি সপ্ত হবির্যজ্ঞ" প্রথম বর্গ, "বৈশ্বদেব-ঔপাসনহোম" ইত্যাদি সাত প্রকার পাক-যজ্ঞকে দ্বিতীয় বর্গ, "অগ্নিষ্টোম, অতি অগ্নিষ্টোম" ইত্যাদি সপ্ত সোমযজ্ঞকে তৃতীয় বর্গ কহে। যজ্ঞকার্য্যে সাহায্য ও ধন রত্নাদি লাভের জন্য এই ঋভুদেবতাগণের আরাধনা। তাই এই ঋক্ দ্বারা বলা হইয়াছে যে তাঁহারাই এই ত্রি-সপ্ত সংখ্যক যজ্ঞরূপ রত্নের দাতা অর্থাৎ প্রবর্ত্তক। তাঁহারা এই সব যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক মানব হইয়াও দেবত্ব লাভ করিয়াছেন, তাই আমরাও তাঁহাদের অনুসরণ করিতেছি। ৭।

"অধারয়ন্ত বহ্নয়ো অভজন্ত সুকৃত্যয়া।
ভাগং দেবেষু যজ্ঞিয়ং। ৮ ॥"

ব্যাখ্যা—বহ্নয়ঃ (যাগাদি সৎকর্ম্ম-সম্পাদক ঋভুগণ) সুকৃত্যয়া (সৎকর্ম্মদ্বারা) অধারয়ন্ত (অমৃতবৎ জীবন ধারণ পূর্ব্বক) দেবেষু (দেবগণের,মধ্যে) যজ্ঞিয়ং (যজ্ঞ সম্বন্ধীয় বা যজ্ঞের) ভাগং (অংশ) অভজন্ত (পাইয়া থাকেন)। ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ—যাগাদি সৎকর্ম্ম-সম্পাদক ঋভুদেবতাগণ সৎকর্ম্মের দ্বারা অমৃতবৎ জীবন ধারণ করতঃ অর্থাৎ দেবত্ব লাভ করতঃ দেবগণের মধ্যে থাকিয়া যজ্ঞভাগ পাইয়া থাকেন। ৮ ॥

তাৎপর্য্যার্থ—সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা এই মরণশীল মানবই যে অমরত্ব লাভ করতঃ দেবতাগণের সঙ্গে বাস করিতে এবং তাঁহাদেরই সঙ্গে যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে, এই ঋক্ দ্বারা তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। ৮ ॥

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রথম মণ্ডল। একবিংশ সূক্ত।

ঋষি—কাণ্ব, মেধাতিথি। ছন্দ—গায়ত্রী। দেবতা—ইন্দ্রাগ্নী।

"ইহেন্দ্রাগ্নী উপহ্বয়ে তয়োরিৎ স্তোমমুশ্মসি।
তা সোমং সোমপাতমা। ১॥"

ব্যাখ্যা—ইহ (এই যজ্ঞে) তা (সেই প্রসিদ্ধ) সোম-পাতমা (সোম-পানপ্রিয়) ইন্দ্রাগ্নী (ইন্দ্র ও অগ্নি দেবকে) উপহ্বয়ে (আহ্বান করিতেছি) তয়োঃ ইৎ (তাঁহাদেরই) স্তোমং (স্তোত্র) উশ্মসি (কামনা করি)। ১॥

বঙ্গানুবাদ—এই যজ্ঞে সেই প্রসিদ্ধ সোম-পানপ্রিয় ইন্দ্র ও অগ্নি দেবকে আহ্বান করিতেছি। তাঁহাদেরই স্তোত্র আমরা কামনা করি। ১॥

তাৎপর্য্যার্থ—"তাঁহাদের স্তোত্র আমরা কামনা করি" ইহার অর্থ তাঁহাদের স্তোত্র কি, অর্থাৎ কি মন্ত্রে তাঁহাদের স্তব বা আরাধনা করিতে হয়, তাহা আমরা জানিতে চাহি। ইহা-দ্বারা সাধকের প্রাণের ঐকান্তিকতা প্রকাশ পাইতেছে। সাধক মনে করিতেছেন, "আমি যে স্তব বা মন্ত্র বা বাক্য দ্বারা তাঁহাদিগকে ডাকিতেছি তাহাই কি যথেষ্ট! আমি অজ্ঞান, উপযুক্ত বাক্য-দ্বারা আমি তাঁহাদের আরাধনা করিতে পারি, সে জ্ঞান আমার নাই"। তাই বলিতেছেন, "দেবতাগণের আরাধনার উপযোগী আরও উৎকৃষ্ট মন্ত্র বা স্তব যদি কিছু থাকে তাহাও জানিতে চাহি"। ১॥

**"তা যজ্ঞেষু প্রশংসতেন্দ্রাগ্নী শুম্ভতা নরঃ।
তা গায়ত্রেষু গায়ত"। ২॥**

ব্যাখ্যা—নরঃ (হে মানবগণ! হে যাজ্ঞিকগণ!) তা (সেই বিখ্যাত) ইন্দ্রাগ্নী (ইন্দ্র ও অগ্নি দেবকে) যজ্ঞেষু (যজ্ঞে, অনুষ্ঠিত কর্ম্মে) প্রশংসত (প্রশংসা কর, শাস্ত্রোক্ত মন্ত্র-দ্বারা স্তবকর) শুম্ভত (বিবিধ অলঙ্কার দ্বারা শোভিত কর) গায়ত্রেষু (গায়ত্রী-ছন্দ-যুক্ত সামরূপ মন্ত্রের দ্বারা) গায়ত (গান কর)। ২॥

বঙ্গানুবাদ—হে মানবগণ (হে যাজ্ঞিকগণ!) সেই বিখ্যাত ইন্দ্র ও অগ্নি দেবকে যজ্ঞে অর্থাৎ সকল অনুষ্ঠিত-কর্ম্মে শাস্ত্রোক্ত মন্ত্রদ্বারা স্তবকর, বিবিধ অলঙ্কারে সুশোভিত কর (এবং) গায়ত্রী-ছন্দ-যুক্ত সামরূপ মন্ত্রদ্বারা তাঁহাদের গুণ-গান কর। ২॥

তাৎপর্য্যার্থ—প্রথম ঋকে সাধকের কতকটা হতাশ ভাব দেখা গিয়াছে। সাধক বলিতেছে কি বলিয়া উপাসনা করিতে হয় জানিনা, দয়াময়, আমাদিগকে তাহা শিখাইয়া দেও। বেদকর্ত্তা বুঝিয়াছিলেন, চঞ্চল-স্বভাব মানবের মনে কখনও বা দ্বিধা-ভাব কখন ও হতাশের ভাব আসিয়া পড়িতে পারে। তাই পূর্ব্ব ঋকের প্রশ্নের বা প্রার্থনার উত্তর তিনিই বলিয়া দিতেছেন; "মানব, ভয় নাই যাহা করিতে হইবে বলিয়া দিতেছি।" তাহাই বেদকর্ত্তা পরমেশ্বর এই ২য়া ঋকের অভ্যন্তর দিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। অপার করুণা তাঁহার!!

**"তা মিত্রস্য প্রশস্তয়ে ইন্দ্রাগ্নী তা হবামহে।
সোমপা সোমপীতয়ে। ৩॥**

ব্যাখ্যা—মিত্রস্য (মিত্র লোকের, সমধর্ম্মী মানবের) প্রশস্তয়ে (মঙ্গলার্থ) তা (সেই) ইন্দ্রাগ্নী (ইন্দ্র ও অগ্নি দেবদ্বয়কে) হবামহে (আহ্বান করিতেছি) সোমপা (সোমপ, সোমপানশীল) তা (সেই ইন্দ্র ও অগ্নি দেবতাকে) সোমপীতয়ে (সোমপানার্থ)। ৩॥

বঙ্গানুবাদ—সমধর্ম্মী মানবের মঙ্গলের নিমিত্ত সেই সোমপ ইন্দ্র ও অগ্নি দেবকে সোমপানের নিমিত্ত আহ্বান করিতেছি। ৩॥

তাৎপর্য্যার্থ—মানবগণ সকলেই একধর্ম্মী অর্থাৎ মানবধর্ম্মী, তাই তাঁহারা পরস্পরের মিত্র এবং তাই তাঁহাদের সকলের হিতের জন্যই প্রার্থনা করিতেছেন। কেবল সাধকের নিজের জন্য নহে। ৩॥

**"উগ্রা সন্তা হবামহে উপেদং সবনং সুতং।
ইন্দ্রাগ্নী এহ গচ্ছতাং। ৪॥**

ব্যাখ্যা—উগ্রা (উগ্র, তেজস্বী) সন্তা (সাধু, শান্ত, শিষ্ট) ইন্দ্রাগ্নী (ইন্দ্র দেব ও অগ্নি দেবকে) ইদং (এই অনুষ্ঠীয়মান) সবনং (যজ্ঞাদিকর্ম্ম) সুতং (সুসংস্কৃত) আহবনীয় দ্রব্য) উপ (সমীপে) হবামহে (আহ্বান করিতেছি) ইহ (এই যজ্ঞে) আগচ্ছতাং (আগমন করুন। ৪॥

বঙ্গানুবাদ—উগ্র ও শিষ্ট ইন্দ্রদেব ও অগ্নিদেবকে এই অনুষ্ঠীয়মান যজ্ঞাদিকর্ম্মের সুসংস্কৃত আহবনীয় দ্রব্যের সমীপে (আনিবারজন্য) আবাহন করিতেছি, (তাঁহারা) এই যজ্ঞে আগমন করুন । ৪ ॥

তাৎপর্য্যার্থ—এই ঋকে ইন্দ্র-দেব ও অগ্নি-দেবকে দুইটী বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে যথা "উগ্র" ও 'শান্ত" । ইহার তাৎপর্য্য ১৯ সূক্তের ৫মী ঋকের তাৎপর্য্যে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, যথা দুষ্টের জন্য উগ্র এবং শিষ্ট, শান্ত ও সাধুর জন্য দয়াল । ৪ ॥

**"তা মহান্তা সদস্পতী ইন্দ্রাগ্নী রক্ষ উব্‌জতং ।
অপ্রজাঃ সন্ত্বত্রিণঃ । ৫ ॥**

ব্যাখ্যা—তা (সেই প্রসিদ্ধ) মহান্তা (মহৎ) সদস্পতী (সভা-পালক, সজ্জন-পালক) ইন্দ্রাগ্নী (ইন্দ্র ও অগ্নিদেবতা) রক্ষঃ (রাক্ষসদিগকে) উব্‌জতং (সরল স্বভাবাপন্ন করেন) অত্রিণঃ (ভক্ষক বা রাক্ষসগণ) অপ্রজাঃ (অনুৎপন্ন) সন্তু (হউক) । ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—সেই প্রসিদ্ধ, মহৎ, সজ্জন-পালক ইন্দ্র ও অগ্নিদেবদ্বয় রাক্ষসদিগকে সরল-স্বভাবাপন্ন অর্থাৎ হিংসাবিরহিত করেন । (তাঁহাদের কৃপায়) রাক্ষসগন অনুৎপন্ন হউক অর্থাৎ রাক্ষসরূপ প্রজা আর যেন না জন্মে । ৫ ॥

তাৎপর্য্যার্থ—ইন্দ্র ও অগ্নিদেবতাদ্বয় রাক্ষস এবং কপট-স্বভাবযুক্তদিগকে হিংসাশূন্য করতঃ সরল পথে অর্থাৎ সৎ পথে আনয়ন করিয়া থাকেন । তাই তাঁহাদের নিকট প্রার্থনা যে রাক্ষস বা দুষ্ট প্রকৃতির প্রজা যেন আর না জন্মে । অর্থাৎ রাক্ষস-বুদ্ধি বা খল প্রকৃতি লইয়া যেন কেহ আর জন্মগ্রহণ না করে । যিনি কর্ত্তা তিনি মানবকে এই বেদ-মন্ত্রের মারফতে শিখাইয়া দিতেছেন জগৎকে নির্ব্বিঘ্ন করিবার জন্য প্রার্থনা করিতে । তাহাই যদি তাঁহার ইচ্ছা হয়, তবে তিনিইত নির্ব্বিঘ্ন করিতে পারেন ! রাক্ষসবুদ্ধি বা খল প্রকৃতি কাহাকেও না দিলেইত পারেন । এ রহস্যের মর্ম্ম তিনিই জানেন, মানব বুদ্ধির অনধিগম্য । তবে আমরা যাহা বুঝিয়াছি তাহাই সংক্ষেপে বলিতে চেষ্টা করিব । প্রাক্তনানুযায়ী মানব সাধু বা খল হইয়া জন্মগ্রহণ করে । তাই প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে যে মানব যদি ব্রহ্ম-শক্তি দেবতাগণের আশ্রয় লইয়া সৎকর্ম্মান্বিত থাকিয়া জীবন যাপন করিতে পারে, তাহা হইলে পরজন্মে তাহাদিগের খল রাক্ষস হইয়া জন্মগ্রহণ করিবার কোন আশঙ্কা থাকে না । তাই দেবতাগণের নিকট প্রার্থনা করা হইতেছে যে মানবগণের কর্ম্মজীবন এমন ভাবে পরিচালিত করুন যেন পরজন্মে রাক্ষস বা খল হইয়া কাহাকেও জন্মগ্রহণ করিতে না হয় । কর্ম্মফলে রাক্ষসের বংশেও সাধু এবং সাধুর বংশেও রাক্ষস জন্মিতে পারে । রক্ষঃকুলে বিভীষণ তাহার দৃষ্টান্ত । সুতরাং প্রার্থনার মর্ম্ম এরূপ নহে যে রাক্ষসগণের বা দুষ্ট লোকদের বংশে আর কেহ জন্ম গ্রহণই করিবেনা । ব্রহ্ম কিছু করেন না । সে ভাবে জগৎকে নির্ব্বিঘ্ন করা বা না করার সঙ্গে ব্রহ্মভাবে তাঁহার সহিত কোন সম্পর্ক নাই । তবে প্রশ্ন হইতে পারে

"তিনি যখন কিছুই করেন না, তবে বেদ দিলেন কি প্রকারে"! এ কথার উত্তর সূক্ষ্ম ভাবে দিতে গেলে বলিতে হয় "বেদ আপনা হইতে উপ্ত হইয়াছে"। ব্রহ্ম জ্ঞানময়। জলের স্বাভাবিক শক্তি সিক্তকরা। অগ্নির স্বাভাবিক কর্ম্ম দগ্ধ করা। তেমনি জ্ঞানের স্বাভাবিক কর্ম্মই উপযুক্ত ক্ষেত্রে সংযোগ ঘটিলেই বিকাশ লাভ করা। তাই বেদরূপজ্ঞান সমস্ত বিশ্বের মধ্যে অগ্নি, বায়ু, আদিত্য ও আঙ্গিরা নামক ঋষি চতুষ্টয়কে উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইয়া তথায় স্বাভাবিক গুণে [illegible] শক্তিতে উপ্ত হইয়া পড়িয়া ছিল। পার্থিব আদান-প্রদানের ন্যায় দেওয়া-নেওয়ার কোন ভাব নাই। ৫ ॥

"তেন সত্যেন জাগৃতমধি প্রচেতুনে পদে।
ইন্দ্রাগ্নী শর্ম্ম যচ্ছতম্"। ৬ ॥

ব্যাখ্যা—ইন্দ্রাগ্নী (হে ইন্দ্র ও অগ্নি দেব!) সত্যেন (সত্যের সহিত) তেন (সেই বা তদ্রূপ কর্ম্ম দ্বারা) প্রচেতুনে (প্রকৃত-ফল-ভোগ-জ্ঞাপক) পদে (লোকে) অধিজাগৃতং (সর্ব্বতোভাবে জাগ্রত আছেন) শর্ম্ম (সুখ, ইষ্ট) যচ্ছতং (দান করুন। ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—হে ইন্দ্র ও অগ্নি দেব! সত্যের সহিত অর্থাৎ অবিচলিতভাবে তদ্রূপ (পূর্ব্বের ঋকে যে রূপ বর্ণিত হইয়াছে) কর্ম্ম দ্বারা উৎকৃষ্ট ফল-ভোগ-জ্ঞাপক লোকে (অর্থাৎ স্বর্গে) [আপনারা] সর্ব্বতোভাবে জাগ্রত রহিয়াছেন। ইষ্ট দান করুন। ৬ ॥

তাৎপর্য্যার্থ—পূর্ব্বের ঋকে বলা হইয়াছে যে আপনারা রাক্ষস-বুদ্ধি বা দুষ্টবুদ্ধি নাশ করিয়া থাকেন। এখন বলা হইতেছে যে অবিচলিভাবে তদ্রূপ কার্য্যদ্বারা আপনারা, সমস্ত শুভ কর্ম্মের ফলভোগের স্থান স্বর্গে অবস্থিত থাকিয়াও জগতের হিতসাধন জন্য সর্ব্বদা সর্ব্ব প্রকারে জাগ্রত রহিয়াছেন। আমরাও তজ্জন্যই আপনাদের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, আমাদিগকে ইষ্ট দান করুন, যে হেতু মঙ্গল বিধানই আপনাদের কর্ম্ম। ৬ ॥